করোনার এ সংকটেও প্রথম আলো
উত্তর আমেরিকা আছে আপনাদের
পাশে। সবাই সুস্থ ও নিরাপদ থাকুন।
সংক্রমণরোধে নিয়মকানুন মেনে চলুন।

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

3 February 2022, Thursday, 5th Year, Issue 255, 40 Pages

অধিকারের লড়াই
চলমান: ঝর্ণা চৌধুরী
পৃষ্ঠা : ২৫

৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ২০ মাঘ ১৪২৮, ২ রজব ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৫, সংখ্যা ২৫৫, পৃষ্ঠা: ৪০

গুজব-গুঞ্জনে উত্তপ্ত দেশের রাজনীতি

ঢাকা অফিস

- বাংলাদেশের রজনীতি ক্রমশ উত্তপ্ত হওয়ার আলামত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
- আন্তর্জাতিক মহল তৎপর হয়ে ওঠায় বিরোধীদের মধ্যে এক ধরনের চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখন কুয়াশার চাদর। গুজব আর গুঞ্জন চারদিকে। অধিকাংশ গুজব- গুজবের কোনো সূত্র নেই। যে যার মতো করে গল্প সাজাচ্ছেন। এসবের ভিত্তি মজবুত না হলেও সর্বত্র চলছে ফিসফাস। আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে বলে মনে করছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ এ ষড়যন্ত্রকে সরকারের নয়, দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে প্রচার শুরু করেছে। আওয়ামী লীগের শাসনে সুখবোধে নেই এমন লোকজন মনে করছেন, শাসক দলকে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এখন যেতে হচ্ছে। আওয়ামী লীগবিরোধী মনোভাবে দেশ ফুঁসছে বলে তাঁরা মনে করছেন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও এখন শাসকদের প্রতিকুলে মনে করে বিরোধীদের এক ধরনের চাঞ্চল্য বোধ করতে দেখা যাচ্ছে।

গত বৃহস্পতিবার বছরের সংসদের প্রথম অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই ষড়যন্ত্রের কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ক্ষমতায় থেকে বিএনপি দেশের অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন করে বিদেশে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

নিউইয়র্কে গত সপ্তাহে ভারী তুষারপাতে কোথাও কোথাও বরফের স্তূপ ছিল দুই ফুটের বেশি। এরই মাঝে শিশুদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েন অনেকে। ম্যানহাটনের ওয়েস্ট সাইড থেকে ২৯ জানুয়ারি ছবিটি তুলেছেন হৃদয় অনির্বাণ খন্দকার।

ভারী তুষারঝড়ের কবলে নিউইয়র্ক

আবদুস শহীদ

গত সপ্তাহান্তে প্রবল তুষার ঝড়ের কবলে পড়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অঙ্গরাজ্যগুলো। ২৮ জানুয়ারি শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে তুষারপাত শুরু হয়। শনিবার দিনভর বয়ে যাওয়া তুষার ঝড়ে এ পর্যন্ত আটজনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেছে। নিউইয়র্কে চারজনের মধ্যে তিনজনেরই মৃত্যু হয়েছে শনিবার জমানো বরফ সরানোর সময়। লং আইল্যান্ড এলাকার কোথাও কোথাও বরফের স্তূপ ছিল দুই ফুটেরও বেশি।

রোববার পর্যন্ত নিউইয়র্ক শহরের রাস্তায় বরফের পাহাড় জমে থাকতে দেখা যায়। প্রচণ্ড শীতে জনজীবন স্থবির হয়ে পড়েছে। এ শৈত্যপ্রবাহ দিন কয়েক থাকবে বলে আবহাওয়া বিভাগ আগেই জানিয়েছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনে ঘরে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

৮০ দিন পর বাসায় ফিরলেন খালেদা জিয়া

ঢাকা অফিস

দীর্ঘ ৮০ দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর বাসায় ফিরেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। ১ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় হাসপাতাল ত্যাগ করে গুলশানের বাসা ফিরোজায় যান তিনি। খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্য গঠিত মেডিকেল বোর্ড জানিয়েছে, খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও তিনি শঙ্কামুক্ত

বাসায় ফিরছেন খালেদা জিয়া

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

নিহত বাংলাদেশি জঙ্গির আমেরিকান স্ত্রীকে নিয়ে তোলপাড়

জাহিদা আলম

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের সাথে জড়িত বাংলাদেশি জঙ্গির বিধবা আমেরিকান স্ত্রীকে নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। সিরিয়ায়

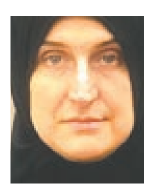

অ্যালিসন ফ্লুক

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

লিয়াকত ও প্রদীপের মৃত্যুদণ্ড

সিনহা হত্যা মামলার রায়

ঢাকা ডেস্ক

বহুল আলোচিত মেজর (অব) সিনহা মো. রাশেদ খান হত্যা মামলায় বাহারছড়া তদন্তকেন্দ্রের সাবেক পরিদর্শক লিয়াকত আলি ও টেকনাফ থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রদীপ কুমার দাশের মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছেন আদালত।

৩১ জানুয়ারি সোমবার কক্সবাজারের জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ ইসমাঈল বিকেল ৪টা ১৫ মিনিটে এই রায় দেন। হত্যাকাণ্ডের ১৮ মাসের মাথায় এ রায় দিলেন আদালত।

প্রদীপ কুমার দাশ ও লিয়াকত

আদালত বলেছেন, হত্যা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, লাথি মারা, সহযোগিতায় হত্যা, মৃত্যু নিশ্চিত, আলামত নষ্ট, খুন ও

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

চ্যালেঞ্জে মার্কিন অর্থনীতি

রহমান মাহবুব

দুই বছরের টানা মহামারি মোকাবেলায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্র হিমশিম খাচ্ছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাজারে অর্থের অঢেল অর্থের প্রবাহ নিশ্চিত করা হয় আগে থেকেই। একের পর এক নাগরিক প্রণোদনা

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ২

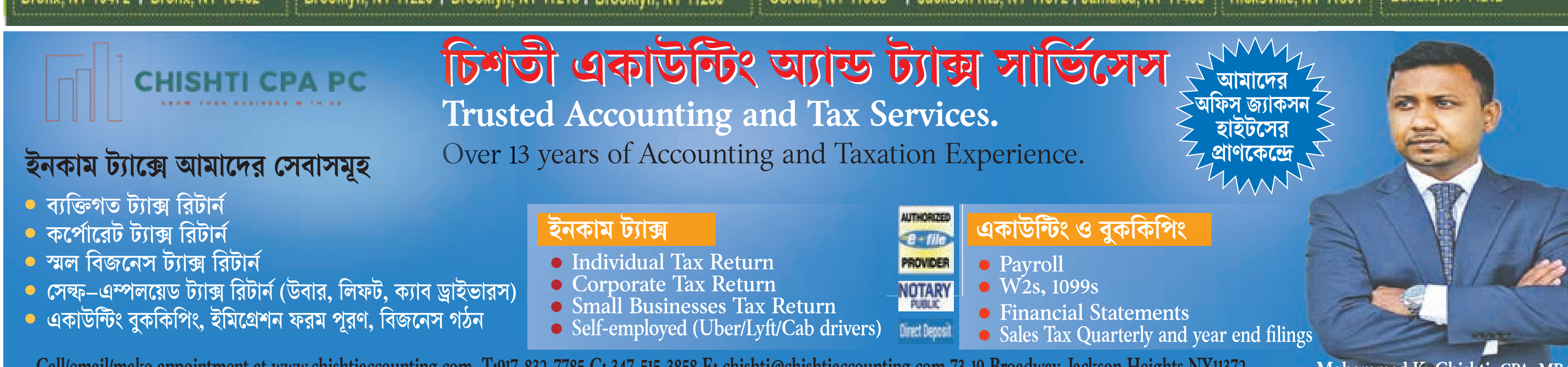

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংকক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

Ms. Farzana Choudhury

ACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
এইস্ ইন্স্টিটিউট অফ টেকনোলজি

২০১৯ সাল বাঙালীদের জন্য দারুন সুখবর!

Where it's all about excellence in education
নিউইয়র্ক স্টেট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত
Licensed by New York State Department of Education.
কাউন্সিল অব অকুপেশনাল এডুকেশন (সিওই) কর্তৃক এক্রেডিয়েশনপ্রাপ্ত

BECOME A
MEDICAL ASSISTANT
- EKG Technician & Phlebotomy Technician
- Medical Insurance, Billing & Records

Diagnostic Medical Sonographer

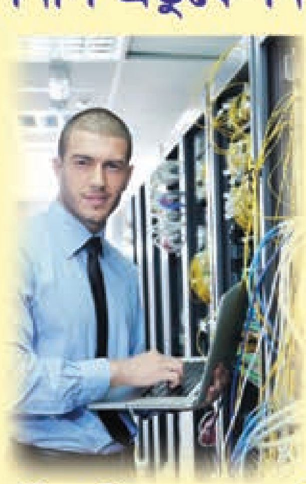

BECOME A
COMPUTER NETWORK ADMINISTRATOR
- PC Technician (A+ Cert.)
- Networking Concepts (N+ Cert.)
- Network Security (Security+ Cert.)
- Computer Networking (MCITP/MCTS)

Web & Graphic Design

সুবিধাজনক ক্লাশসূচি
প্রভাতী ক্লাশ
সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা
সন্ধ্যাকালীন ক্লাশ
বিকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা

সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও ক্লাশের সুযোগ রয়েছে।
আনুষাঙ্গিক সুবিধা সমূহ
Financial Aid available for select program to those who qualify.

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:
www.acecareer.edu | info@acecareer.edu

যোগাযোগ: MANHATTAN 212-695-9700, QUEENS 718-575-3223

40-38. 75th Street, Elmhurst, NY 11373

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent
এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Members: NSA NATP
Member of AICPA
naea

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

OFFICIAL NOTARY PUBLIC DULY COMMISSIONED

ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

VISA MasterCard DISCOVER
Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

Please subscribe to our YouTube Channel KARNAFULLY TAX to get the latest updates.

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

GLOBAL MULTI SERVICES INC.
Quick Refund
IRS Authorized Agent
Our Services
TAX (Federal & State)
IMMIGRATION
CORPORATION
BUSINESS SERVICES
CONSULTING
Tareq Hasan Khan
CEO
Open 7 Days
A Week
IRS e-file
37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
PARKCHESTER MEDICAL SERVICES
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: •কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন •নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা •পিছলে পড়ে যাওয়া

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

অপরাধের কাছে নিউইয়র্ক হার মানতে পারে না

কঠিন পরীক্ষা নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামসের সামনে। নিউইয়র্ক নগরের আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রণে রাখার এক ঐতিহাসিক বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে আমেরিকার এ কোলাহলের নগর। মেয়র এরিক অ্যাডামস মরিয়া হয়ে সমন্বিতভাবে নিউইয়র্ক নগরকে রক্ষার আবেদন জানিয়েছেন। আবেদন আর আন্তরিকতাই যথেষ্ট নয়। মার্কিন সমাজের মতো নিউইয়র্কও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার মৌল বিহশয় নিয়ে চরমভাবে বিভক্ত। বর্তমান মেয়র সরাসরি অপরাধীকে লক্ষ্য করে অপরাধ দমন করতে প্রস্তুত। আমেরিকার উদার রাজনৈতিক লোকজন, সমাজ সংগঠকরা দীর্ঘদিন থেকেই বলে আসছেন, সমাজের বৈষম্যের কারণেই অপরাধীর উত্থান ঘটছে। আগে বৈষম্য দূরের ব্যবস্থা নেয়া হোক। ছিচকে চোরকে ধরার মধ্য দিয়ে কারাগার ভর্তি করা হবে। একবার অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হলে এক অশুভ সামাজিক চক্রে আটকা পড়ে বহু লোকজন। ফলে অপরাধীর সংখ্যা বাড়ে। সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূল হয় না। সামাজিক নানা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অপরাধ নির্মূলের দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা নেয়ার পক্ষে নাগরিক সংগঠনগুলোর দাবি এখন প্রবল। এদের চাপের কাছে মেয়র এরিক অ্যাডামস ইচ্ছে করলেই শক্ত পুলিশই ব্যবস্থায় যেতে পারছেন না। খোদ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে নিউইয়র্ক সফর করতে হচ্ছে নগরের অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য। পরিস্থিতি এখন অনেকটাই বেসামাল হয়ে পড়েছে। বছরের শুরুতেই দুই পুলিশ কর্মকর্তার মৃত্যু এবং পাঁচজনের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা পরিস্থিতিকে নাজুক করে তুলেছে। করোনা মহামারি শুরু হলেই নিউইয়র্কের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি শুরু হয়, বিষয়টি এমন নয়। ভারসাম্যের পারদ নামতে থাকে বেশ আগে থেকেই। মহামারির সময়ে 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলন আইন-শৃংখলার কফিনে যেন শেষ পেরেক বসিয়ে দিয়েছে।

নব্বই দশকের কথা নিউইয়র্কের পুরোনো লোকজন মনে করছেন। নগরের বহু এলাকায় সেসময় দিনের বেলা একা হেঁটে যেতে লোকজনের বুক কাঁপত। প্রতিদিন ছিনতাই আর গোলাগুলির নিউইয়র্ক নগরী ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। আমেরিকার সবচেয়ে নিরাপদ নগর হিসেবে খ্যাতি পাওয়া নিউইয়র্ক আবার কুখ্যাত হয়ে উঠলে, এ নগর ছেড়ে লোকজন পালাবে। আলামত এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে, নিউইয়র্ক ছেড়ে লোকজন চলে যাচ্ছে। ২০১৮ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, প্রতিদিন প্রায় ২৭৭ জন নিউইয়র্ক ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এত উচ্চ হারে বাসিন্দাদের নিউইয়র্ক ছাড়ার পেছনে কারণ খোঁজা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য বড় শহরের তুলনায় নিউইয়র্ক সবচেয়ে বেশি ঘন জনবসতিপূর্ণ। যেখানে প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ২৭ হাজার মানুষের বসবাস।

নিউইয়র্ক ছেড়ে মানুষজনের অন্যত্র স্থানান্তরের কারণে জনমনে বিরাট প্রভাব পড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশি মার্কিনদের অধিকাংশেরই বসবাস এই নিউইয়র্ক শহরে। যাদের অনেকে ট্যাক্সি, উবার, রেস্টুরেন্ট কিংবা কফি শপে কাজ করে পরিবার চালান। বেড়ে ওঠা অপরাধ ব্যবসা, বাণিজ্যে, পেশায়—সর্বত্র প্রভাব রাখছে। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে সম্ভাবনার দেশে স্বপ্নের জীবন যাপন করা যায় না। এ কথাটা বুঝে যাদের কিছু করণীয় আছে, তাদের দ্রুত উদ্যোগই রক্ষা করতে পারে নিউইয়র্ককে।

শিশু পর্নোগ্রাফি বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে

বাংলাদেশের অভ্যন্তরের ইন্টারনেটের গেটওয়েতে ভয়ঙ্করভাবে বিস্তার করছে চাইল্ড পর্নোগ্রাফি। দুর্বৃত্তরা এসব পর্নো সাইট ইউটিউবে আপলোড করায় তা ছড়িয়ে যাচ্ছে দেশ ও দেশের বাইরে। বাংলাদেশ ছাড়াও যেসব দেশগুলো থেকে এসব পর্নো সাইট আপলোড হয় তার আইপি ঠিকানা থাকে। এতে বিখ্যাত সার্চ মেশিন গুগল সহজেই অ্যাপলোডকারীদের নাম ও কোন দেশ থেকে আপলোড করা হয়েছে তা নির্ণয় করতে পারে। এ নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করেছে ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক। ২০২১ সালে প্রায় ২ লাখ চাইল্ড পর্নোগ্রাফি দেশের অভ্যন্তরে ফেসবুকের ম্যাসেঞ্জারে লেনদেন এবং ইউটিউবে আপলোড হয়েছে। শিশুকে যৌন নির্যাতনের পর ওই ভিডিও ক্লিপ ইউটিউবে আপলোড ও অপরকে ম্যাসেঞ্জারে প্রদান করার ঘটনায় সিআইডির সদর দপ্তরের সাইবার পুলিশ সেন্টার গত বছর প্রায় ১৬টি অভিযান পরিচালনা করে। সিআইডির সিপিসি বলছে, শিশু পর্নোগ্রাফি দিন দিন ভয়ঙ্কর বিস্তার লাভ করছে।

সাইবার পুলিশ সেন্টারের (সিপিসি) সূত্রে জানা গেছে, দেশে দিন দিন শিশু যৌন নির্যাতনের ঘটনা বাড়ছে। কোনো কোনো ঘটনার মামলা হলেও অনেক পরিবার শিশুর ভবিষ্যত চিন্তা করে মামলা করতে যান না। অনেক ঘটনা আঁড়ালেই থেকে যায়। সাম্প্রতিক সময় দুর্বৃত্তরা শিশু যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটিয়ে তা তাদের বন্ধু, কাছের লোকজনকে ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে ছবি পাঠাচ্ছে। এটি আগে ছিল না। কিন্তু ২০১৯ সালের পর থেকে এমন ঘটনা ঘটছে। কেউ কেউ আবার স্থায়ীভাবে নিজস্ব মোবাইলের ডিভাইসে রেখে দিচ্ছে। কেউ আবার ইন্টারনেটের ইউটিউবে আপলোড করে। যারা এমন অমার্জনীয় অপরাধ করছে তাদের আইপি এড্রেস দেখে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনছে সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টার।

বরিশালের এক শিশু দিনের পর দিন যৌন নির্যাতন সহ্য করে গেছে। ভিডিওটি ইন্টারনেটে আপলোড হওয়ার পর বিষয়টি সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টারের মনিটরিং সেলের চোখে পড়ে। পরে আপলোডকারীর আইপি ঠিকানা এবং এক শিক্ষককে শনাক্ত করার পর তাকে গ্রেপ্তার করে সিপিসির একটি টিম। সিপিসির জিজ্ঞাসাবাদে ওই শিক্ষক শিশুকে যৌন হয়রানির ঘটনার বিষয়ে স্বীকার করে। শুধু এক শিশুকে নয়, আরও এমন ৪ জনকে ওই শিক্ষক যৌন নির্যাতন করেছে বলে স্বীকার করে।

শিশু পর্নোগ্রাফির মতো মারাত্মক অপরাধে চিহ্নিত অপরাধীই নয়, অনেক সময় জড়িয়ে থাকে ছদ্মবেশী নানা পর্যায়ের লোকজন। শিশুদের অধিকার রক্ষা করা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পরিবারের, সমাজের। সবার সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলাদেশে শিশু পর্নোগ্রাফি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হোক। অপরাধীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা হোক, আমাদের জোর প্রত্যাশা।

আন্দোলন ছাড়া বাঁচার উপায় নেই

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

ষাটের দশকের একুশের একটি প্রভাতফেরি। ছবি: সংগৃহীত

সংকলনগুলো এখন নেই। কিন্তু তরুণ তো আছে, তার তারুণ্যও রয়েছে। আছে তার আকাঙ্ক্ষা। তারুণ্যের আকাঙ্ক্ষা সে দুঃসাহসিক কাজ করবে, প্রতিবাদ করবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। সেই আকাঙ্ক্ষাটা চরিতার্থ করার উপায় নেই। একুশের সংকলন আর বের হয় না, প্রভাতফেরিও থেমে গেছে। গেন্ডারিয়ার সীমান্ত পাঠাগারের কিংবা মহিলা সমিতির সদস্যরা ভোর ৫টায় রওনা হয়ে গান গাইতে গাইতে শহীদ মিনারে আসছেন—এমন দৃশ্য এখন আর দেখা যায় না। গেন্ডারিয়া ও শহীদ মিনার কি অনেক দূরে সরে গেছে পরস্পর থেকে? তারা তো সেখানেই আছে, যেখানে ছিল। তবে হ্যাঁ, মাঝখানের দূরত্বটা সত্যি সত্যি বেড়ে গেছে। দুইয়ের মাঝখানে অনেক গাড়ি-ঘোড়া এখন, গেন্ডারিয়া থেকে হেঁটে শহীদ মিনারে আসা খুবই কঠিন, কোনোমতে এলেও ফিরে যাওয়া অসম্ভব। পদে পদে যানজট। মানুষের সংখ্যা বেড়েছে অনেক গুণ। পরিবেশ সত্যি সত্যি বৈরী।

তা পরিবেশ তো আগেও বৈরীই ছিল। রাষ্ট্র তো পক্ষে ছিল না সংকলনের, পক্ষে ছিল না প্রভাতফেরির। সরকারি ভ্রুকুটি অস্বীকার করেই পথে পা বাড়াত তরুণ। আরেক তরুণের কথা মনে পড়ে আমার। শহীদ হয়েছে সে একাত্তরে। সাহিত্য সম্পাদক ছিল সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আবাসিক হলের। বিজ্ঞানের ছাত্র। অত্যন্ত প্রাণবন্ত। আমার কাছে এসেছিল একটা লেখা চাইতে। একুশে সংকলন বের করবে হল ইউনিয়নের পক্ষ থেকে। এমনভাবে বলেছিল যে লেখা না দিয়ে উপায় ছিল না আমার। সংকলন বের হলো ২০ তারিখে। ১৯৭১-এর ২০ ফেব্রুয়ারি সে কপি দিয়ে গেছে আমাকে, বাসায় এসে। সংকলনের নাম কী ছিল? বোধ হয় 'রক্ত পলাশ'। ছেলেটির নাম? চেহারা মনে আছে, নামটা পুরো মনে নেই। জাফর বলে স্মরণে আসে, পুরো নামটা এখন মনে করতে পারছি না। জাফর সাদেক হতে পারে। ২৫ মার্চের রাতে সে ছাত্রাবাসে ছিল। বাড়ি তার কক্সবাজারে। সেখানে যায়নি। ঢাকায় ছিল, আন্দোলনে ছিল। ওই রাতে তার আবাসিক হলে পাকিস্তানি হানাদাররা যে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল, তাতে শহীদ হয়েছে সে।

এই চরম শত্রুতার পরিস্থিতিতেও কাজ করেছে এই তরুণ। বিপদকে বিপদ মনে করেনি। প্রস্তুত ছিল যেকোনো ত্যাগে। কিন্তু এখন এসেছে হত্যা ও আত্মহত্যার যুগ। এখনকার তরুণ পথ পায় না, পদে পদে মৃত্যুর দিকে এগোয়। আমাদের দেশ শৈশব ও বার্ধক্যের দেশ, এখানে তরুণ বড়ই বিপদগ্রস্ত। কিন্তু তবু তরুণেরা জীবন্ত ছিল, যখন দেশে আন্দোলন ছিল। এখন আন্দোলন নেই, প্রবাহ নেই, এখন চতুর্দিকে শুধু নর্দমা ও পচা ডোবা। কিলবিল করে কীটপতঙ্গ। জাফর সাদেকদের ছাত্রসংগঠনটি এখনো আছে। কিন্তু তারা আন্দোলন করে না, চাঁদাবাজি করে। ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নামে। নিজেদের মধ্যেও লড়াই-সংগ্রাম বাধায়। নিহত হয়। আন্দোলন যে করবে সেটা কার বিরুদ্ধে, কার পক্ষে? পাকিস্তানের কালে আন্দোলন করত শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, করত বাংলা ভাষার পক্ষে, করত আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে। এখন? রাষ্ট্র এখন নিজেদের, রাষ্ট্রভাষা বাংলা হয়ে গেছে। এখন কার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে সে? শত্রু কে? শত্রুর তো সন্ধান পাওয়া যায় না। অথচ শত্রু নিশ্চয়ই আছে। নইলে কেন এই আত্মহত্যা, কেন এই তারুণ্য নিধন? কে করছে? করছে একটা ব্যবস্থা। ওই ব্যবস্থাটাই আসল। সেটি পাকিস্তানের কালে ছিল, এখনো আছে। রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের মালিক, তার সৈন্য-সামন্ত, আইন-পুলিশ সবকিছুই ছিল ওই ব্যবস্থার প্রকাশ। ব্যবস্থাটা ছিল আমলাতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী। আন্দোলনে এবং সশস্ত্র যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পরাভূত করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। নতুন রাষ্ট্র পেয়েছি আমরা, এখনকার শাসকেরা বাংলায় কথা বলে, বাংলা ভাষা এখন রাষ্ট্রভাষা, সবই সত্য, কিন্তু ওই যে আমলাতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, সেটার তো মৃত্যু হয়নি। পরিবর্তনও ঘটেনি, সে আছে বহাল তবিয়তে এবং যেহেতু তাকে চিনতে কষ্ট হয়, তাই আছে সে নিরুপদ্রপে। তার এখন পোয়াবারো। সে-ই হত্যা করছে, আত্মহত্যা ঘটাচ্ছে। তরুণ এখন বিপন্ন।

সংকলনগুলো এখন নেই। কিন্তু তরুণ তো আছে, তার তারুণ্যও রয়েছে। আছে তার আকাঙ্ক্ষা। তারুণ্যের আকাঙ্ক্ষা সে দুঃসাহসিক কাজ করবে, প্রতিবাদ করবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। সেই আকাঙ্ক্ষাটা চরিতার্থ করার উপায় নেই। আন্দোলন নেই দেশে। অথচ আন্দোলন ভীষণভাবে দরকার; আন্দোলন দরকার ওই বৈরী ব্যবস্থাকে বদলানোর জন্য। আন্দোলন দরকার মানুষকে মুক্ত করার জন্য। এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার চেয়ে বীরত্বপূর্ণ কাজ আর কী হতে পারে?

ওই কাজ তরুণ অতীতে করেছে। করেছে ব্রিটিশের কালে। ব্রিটিশকে তাড়ানোর জন্য পথে নেমেছে। করেছে তা পাকিস্তানের কালে। তখন সে রাজপথে ছিল পাকিস্তানিদের তাড়ানোর লক্ষ্যে। কাজ আজও সে করতে চায়। চায় নিজে মুক্ত হবে, সেই সঙ্গে সবাইকে মুক্ত করবে। কিন্তু পথ পায় না। তাকে ডাকবে এমন সংগঠন নেই। তার সামনে এসে দাঁড়াবে এমন নেতৃত্ব নেই।

আরও বড় ব্যাপার হলো এই যে, আগের মতো আন্দোলন নেই। ওই যে স্বতঃস্ফূর্ততা, প্রাণবন্ততা ও প্রতিবাদমুখরতার কথা বললাম, এগুলো বিচ্ছিন্নভাবে আসেনি। সংকলনগুলো বিক্ষিপ্তভাবে বের হতো, তাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, রেষারেষি থাকত। কারটা ভালো হয়, কোনটা বেশি বিক্রি হচ্ছে—এসব নিয়ে প্রতিযোগিতা অবশ্যই ছিল। কিন্তু সবাই আবার সংলগ্নও ছিল। একই প্রবাহের ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন তারা, একটি অভিন্ন আন্দোলনের বিভিন্ন প্রকাশ। মালার মতো গাঁথা ছিল তারা, যে মালার ফুল নানা আকার ও রঙের, কিন্তু যার সুতো একটাই। মানতেই হবে আন্দোলনটি এখন আর আগের মতো নেই; বিশেষ করে ছাত্র আন্দোলন তো এখন রীতিমতো স্তিমিত এবং নানা জটিলতায় বেশ বিপন্ন।

কারণ হিসেবে আরেক ঘটনারও উল্লেখ করতে হবে। সেটা হলো বাজার অর্থনীতি। এই অর্থনীতি এখন সর্বত্র প্রবেশ করেছে, স্থানীয় উদ্যোগকে সে দুর্বল করে দিচ্ছে। সংকলনকেই-বা রেহাই দেবে কেন? সংকলন প্রকাশের ক্ষেত্রে ঝামেলা গেছে বেড়ে। দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে অস্বাভাবিক রূপে। তাদের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সবাই প্রতিষ্ঠিত লেখকদের কাছে যায়, লেখা চায়। লেখকদের ওপর চাপ আগের তুলনায় অনেক বেশি। একুশের সংকলনের বৈশিষ্ট্য ছিল এই, তাতে প্রতিষ্ঠিত লেখকদের লেখা থাকত, সঙ্গে থাকত সংগঠনের তরুণ সাহিত্যসেবীদের রচনাও। দ্বিতীয় প্রকারটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়ত প্রথম প্রকারটির উপস্থিতির কারণে। এখন নামকরা লেখকদের রচনা পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। তরুণ লেখক দাঁড়াবে কার আশ্রয়ে? দাঁড়াতে পারছে না। তা ছাড়া, খরচ বেড়েছে প্রকাশের, কারণ দৃষ্টিনন্দন না হলে কেউ ছোঁবেও না এবং কঠিন হয়েছে বিজ্ঞাপন পাওয়া, যা ছিল সংকলনের জন্য বড় ভরসা।

বাজার অর্থনীতি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বড় একটা ক্ষতি করেছে এবং করতে থাকবে, যদি তাকে নিবৃত্ত না করা যায়। সেটা হচ্ছে এই যে সবকিছুকে সে পণ্যে পরিণত করেছে। সবকিছুই ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপার। টাকায় সবই সম্ভব, না থাকলে কোনো কিছুই সম্ভব নয়। ফলে দাঁড়িয়েছিল এই যে মানুষ মুনাফা বোঝে, আর কিছুই বোঝে না। বুঝতে চায় না। বীরত্ব যেটুকু তা অর্থোপার্জনেই সম্ভব, অন্যত্র তা অলভ্য। সংকলন বিক্রি করে কে কবে মুনাফা করেছে? বিক্রি করতে হয়েছে খরচটা কিছু পরিমাণে তুলে আনার জন্য। তার বাইরে সবটাই প্রাণের দায়ে, মুনাফার নয়। সন্তোষ ছিল সুন্দর একটি কাজ করার। লোকে প্রশংসা করত। কর্মীরা গৌরবান্বিত বোধ করত। সবটাজুড়ে একধরনের বীরত্ব ছিল।

বাজার অর্থনীতি হচ্ছে পুঁজিবাদের নতুন নাম এবং সে ওই বিচ্ছিন্নতাই সৃষ্টি করেছে, যা করার জন্য পুঁজিবাদ বিখ্যাত। আমরা এখন ভিড়ের মধ্যে বাস করি বটে, কিন্তু বন্ধুর মতো বাস করি না। বিচ্ছিন্ন থাকি। বিচ্ছিন্ন হচ্ছি। অর্জন যা করার ব্যক্তিই করবে। নিজে নিজে করবে, একাকী। আগের দিনের 'দশে মিলে করি কাজ' এখন আর দেখা যায় না। দেখা গেলেও সংখ্যায় খুব কম। সেই একাকিত্ব অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সংকলনের দুর্ভিক্ষের পেছনেও রয়েছে সে। সংকলন ছাপলে প্রতিষ্ঠানের নাম হবে, যদি হয় তাতে আমার লাভটা কী? তার চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ নিজেই একটা বই ছেপে ফেলা। গল্পের কিংবা কবিতার। কবিতার বই ছাপানো সহজ, খরচ তুলনায় কম। লেখাও সহজ, মনে করা হয়। বইয়ের সংখ্যা এখন অনেক বেড়েছে। সংকলনের সংখ্যা কমার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই, বলা যাবে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনে অনেকেই উল্লসিত হয়েছিলেন। না-বুঝে এবং মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে। বোঝেননি যে ওইটি সমাজতন্ত্রের পতন নয়, পতন সমাজতন্ত্রের একটি পরীক্ষার। ওই পরীক্ষা বলে দিয়েছে যে সমাজতন্ত্রের শত্রু কেবল বাইরে থাকে না ভেতরেও থাকে। মানুষ হচ্ছে একটি স্বার্থপর প্রাণী, তার মধ্যে আত্মত্যাগের ইচ্ছাও থাকে; কিন্তু সেটা আসবে স্বার্থপরতাকে অতিক্রম করে, বস্তুত নিজের স্বার্থ এবং অন্য সবার স্বার্থ যে এক ও অভিন্ন—এই বোধ থেকে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোয় একটি গোষ্ঠী আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। সে জন্যই ওই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাটি টিকল না। আমলাতন্ত্র বাইরে থেকে শত্রুকে ডেকে নিয়ে এল, এনে নিজের স্বার্থ, সবার স্বার্থকে বিপন্ন করল। আজ সবার বিপন্ন দশাটি সেখানে অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। তরুণ সেখানে পথহারা, নারীরা সেখানে বিপন্ন।

বাংলাদেশে জীবনযাপন ক্রমাগত কঠিন হয়ে পড়ছে। পরিবেশ দূষিত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। রক্ষা পাওয়ার উপায় বিদেশি ঋণ নয়। গরিব মানুষদের ঋণ দিতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে উন্নতি করতে উদ্বুদ্ধ করাও নয়, উপায় হচ্ছে যে ব্যবস্থা দারিদ্র্য সৃষ্টি করছে, তাকে বদলানো। সমাজ বদলের সেই আন্দোলন গড়ে উঠলে প্রয়োজনে তরুণ প্রাণ দেবে। যেমন অতীতে সে দিয়েছে। ওই আন্দোলন ছাড়া তরুণ বাঁচবে না, আমরাও বাঁচব না।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন

আফতাব চৌধুরী

আজ থেকে ৯৬ বছর পূর্বে ১৯১৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি হবিগঞ্জ জেলার লস্করপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সৈয়দ এ.বি মাহমুদ হোসেন। তাঁর পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে সৈয়দ আব্দুল মুতাক্কাবির হাসান ও সৈয়দা সালমা খাতুন। তাঁর পিতা ছিলেন হজরত শাহজালাল (র.) এর ৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম সঙ্গী হজরত সৈয়দ নাসির উদ্দিনের বংশের এবং মাতা হজরত শাহজালালের অনুসারী তাজুদ্দিন কোরেশীর বংশধর। জন্মসূত্রে এ.বি মাহমুদ হোসেন সৈয়দ বংশের। সৈয়দ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো শ্রেষ্ঠ। তিনি নিশ্চয়ই একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ পেশাজীবী, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ছিলেন। যে সমস্ত মানবিক গুণে গুণান্বিত হয়ে একজন মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন সৈয়দ মাহমুদের মধ্যে সে সব গুণ বর্তমান ছিল।

সৈয়দ এ.বি মাহমুদ হোসেন নিজ এলাকায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করার পর সিলেটের ঐতিহ্যবাহী এম.সি কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে আই.এ ও বি.এ পাস করেন। ১৯৩৬ সালের ২০ ডিসেম্বর শাহ আহসান উল্লাহর পুত্র শাহ আব্দুল আযীয-এর কন্যা সুফিয়া বেগমকে তিনি বিয়ে করেন। উল্লেখ্য, মাহমুদ হোসেনের পিতা আবুল হাসানের সঙ্গে শাহ আহসান উল্লাহর গভীর হৃদ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। এ সম্পর্ককে আরও গভীর ও স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে হাসান সাহেবের ছেলের সঙ্গে শাহ আহসান উল্লাহর নিজ নাতনিকে বিয়ে দেন। এ বিয়ে তাঁর উদ্যোগে সম্পন্ন হয়। এ বিয়ের পর সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ঢাকার শাহ সাহেব লেনস্থ দারুল উলুম আহসানিয়া মাদ্রাসার অবৈতনিক সুপারিনটেনডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন।

সৈয়দ এ.বি মাহমুদ হোসেন ১৯৩৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এল ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তী বছরে ঢাকা জজ কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। মাত্র দু' বছর ঢাকায় ওকালতি ব্যবসা করার পর জ্ঞানসম্পন্না স্ত্রী সুফিয়া বেগমের পরামর্শে তিনি নিজ মহকুমা শহর হবিগঞ্জে আসেন এবং ওকালতি ব্যবসাতে যোগদান করেন। এ সময় থেকে তিনি রাজনীতি শুরু করেন। ১৯৪৩ হতে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি হবিগঞ্জ মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এ সময় একই সাথে তিনি আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নিযুক্ত হন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি স্থানীয় ও জাতীয় বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থেকে সমাজ, জাতি ও দেশের উন্নয়নে কাজ করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের কাউন্সিলর ছিলেন।

সৈয়দ এ.বি মাহমুদ হোসেন ১৯৪৮ সালের ৮ এপ্রিল তদানীন্তন পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রথম এ্যাডভোকেট হিসাবে তালিকাভুক্ত হন এবং স্বল্পকালের মধ্যে দেওয়ানী বিভাগের মামলা পরিচালনায় খ্যাতি লাভ করেন। ১৯৪৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তিনি পাকিস্তান ফেডারেল কোর্টে অ্যাটর্নি নিযুক্ত হন এবং ১৯৫০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান ফেডারেল কোর্টে এ্যাডভোকেট জেনারেল

বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন

হিসেবে তিনি কাজ করেন।

১৯৪৯ সালে এ.বি মাহমুদ হোসেন পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের সদস্য (এম.সি.এ) নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন এবং এ সময়ে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জনদাবির সমর্থনে সোচ্চার ছিলেন। বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তানের গণপরিষদে তাঁর বিভিন্ন বক্তব্য হতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলা ভাষার আন্দোলনে তিনি ছিলেন সদাজাগ্রত এক আপোসহীন সৈনিক। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারে বাঙালিদের চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব আদায়ের সংগ্রামে সোচ্চার ছিলেন। পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন বৈষম্যের ব্যাপারে এ.বি মাহমুদ হোসেন সর্বদা কথা বলেন এবং এর সমাধানের পথে বিভিন্ন পরামর্শ দান করেন।

জ্ঞানতাপস এ.বি মাহমুদ হোসেন ১৯৬৫ সালের ২৬ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি বাংলাদেশ হাইকোর্টের জজ হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালের ১৬ আগস্ট তিনি আপিল বিভাগের বিচারপতি এবং একই বছর ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ১৯৭৫ সালের ৬ নভেম্বর তিনি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির পদ লাভ করেন এবং ৮ নভেম্বর শপথ গ্রহণ করেন। সৈয়দ এ.বি মাহমুদ ১৯৭৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

সৈয়দ এ.বি মাহমুদ হোসেন পেশাগত ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে, তাঁর ব্রতে ব্রতী হয়ে বহু আইনজীবী আজ প্রতিষ্ঠিত। একজন দক্ষ ন্যায় বিচারক হিসেবে তিনি যে দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন-এ পেশায় নিয়োজিত অনেকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন।

বিচারপতি সৈয়দ এ.বি মাহমুদ হোসেন ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত বিনয়ী, সদালাপী, নিরহংকারী ও সহজ সরল ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। ধর্মের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস তাঁকে সুফী মতবাদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি নিজে যেমন ধার্মিক ও পরহেজগার ছিলেন, পুত্র কন্যাদের তেমনি ধর্মপ্রাণ ও ধর্মানুরাগী করে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ইংরেজী, উর্দু, আরবী ও ফার্সি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে ও লিখতে পারতেন। এ.বি মাহমুদ হোসেনের সাথে আমার পরিচয় ঘটে ১৯৭২ সালে লন্ডন বিমানবন্দরে। জেদ্দাগামী বিমানের জন্য আমরা তখন লন্ডন বিমানবন্দরের কনকর্স হলে অপেক্ষমান ছিলাম। এরপর থেকে তাঁর সঙ্গে আমার আসা-যাওয়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

বয়সের ব্যবধানে তিনি আমাকে ছেলের মতোই স্নেহ করতেন। আমিও তাঁকে খুব সমীহ করতাম, শ্রদ্ধা করতাম। তিনি একেবারে বাল্যসুলভ সরলতার সাথে প্রাণ খুলে আমার সাথে কথা বলতেন।

বিচারপতি সৈয়দ এ.বি মাহমুদ হোসেন তাঁর জীবনে যা বিশ্বাস করতেন, তা হাসিল করতেন। তাঁর সাহস ছিল অদমনীয় এবং সিদ্ধান্ত ছিল অনমনীয়। যা সত্য, যা বাস্তব তা তিনি অকপটে বলে গেছেন। অত্যন্ত নির্ভীকচেতা, আপোসহীন, ন্যায়পরায়ণ পুরুষ ছিলেন তিনি। তাঁর মধ্যে বিকশিত ছিল একটি আদর্শ। মানবিক মূল্যবোধ, সমাজ সচেতনতা, সহমর্মিতা, ন্যায় বিচার, সৎ দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তার স্বাধীনতা এসব গুণে তিনি গুণান্বিত ছিলেন।

সৈয়দ এ.বি মাহমুদ হোসেন একটি নাম, একটি আদর্শ। আজ তিনি আমাদের মধ্যে নেই। ১৯৮১ সালের ২ আগস্ট তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু রয়ে গেছে তাঁর নাম। তিনি রেখে গেছেন তাঁর আদর্শ যা অনুকরণীয়-অনুসরণীয়।

সাংবাদিক ও কলামিস্ট

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের গণহত্যার ইস্যু

দেলোয়ার জাহিদ

দি ইকোনোমিক টাইমসের বরাত দিয়ে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা -বাসস জানায় যে চলতি বছর 'প্রটেকশন অব সিভিলিয়ানস ইন আর্মড কনফ্লিক্ট: ওয়ারস ইন সিটিজ -প্রটেকশন অব সিভিলিয়ানস ইন আরবান সেটিংস' এর ওপর আয়োজিত ইউএনএসসি'র প্রথম উন্মুক্ত বিতর্কের অংশ নিয়ে ২৫ জানুয়ারি জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি টিএস তিরুমূর্তি সন্ত্রাসে মদদ দেয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় শাসকগোষ্ঠীকে দোষারোপ করেছেন। তিরুমূর্তি বলেন, 'ভারত ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যার বিচার চাইছে। ওই ঘটনায় প্রায় ৩০ লাখ লোককে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশের কয়েকটি উদ্যোগ সত্ত্বেও, এখনও আন্তর্জাতিক আদালতে পাকিস্তান সেনা কর্মকর্তাদের বিচার হয়নি।' তিনি বলেন, অন্যান্য অনেক দেশও বেসামরিক মানুষের সুরক্ষার কথা বিবেচনা না করেই সামরিক অভিযান চালিয়েছে অথবা ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যার (বর্তমানে বাংলাদেশ) মতো ইচ্ছাকৃতভাবেই বেসামরিক মানুষের ওপর গণহত্যা চালিয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা। ছবি: সংগৃহীত

ভারত ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক গণহত্যার বিষয়টি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে (ইউএনএসসি) উত্থাপন করে বিচার চেয়েছে (২৭ জানুয়ারি, ২০২২, বাসস)। বাংলাদেশে গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এখন সময়ের দাবি। দৈনিক যুগান্তর, ০৩ জানুয়ারি ২০২২ এক নিবন্ধে লিখেছিলাম "গণহত্যা দিবসটি জাতিসংঘের গণহত্যা কনভেনশনের তাৎপর্য স্মরণ করিয়ে দেয়। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৮-এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল ২০১৫ সালে। বিশ্ব গণহত্যা স্মরণ দিবসের ঠিক ৬৭ বছর আগে এ চুক্তি হয়েছিল। জাতিসংঘের জেনোসাইড কনভেনশন গণহত্যার ঘটনা সংজ্ঞায়িত করে, এর বিচার এবং শাস্তির জন্য একটি আইনি কাঠামো প্রদান করে।

রাফেল লেমকিন, পোলিশ-ইহুদী বংশোদ্ভূত এক আইনজীবীর কঠোর প্রচারণার পর ১৯৪৮ সালে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। লেমকিন গণহত্যা শব্দটিও তৈরি করেছিলেন, যা গ্রিক শব্দ থেকে মানুষের (জেনোস) এবং হত্যার জন্য ল্যাটিন প্রত্যয় (cide) থেকে এসেছে।" '৭১ এ পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা ছিল একটি জঘন্যতম অপরাধ যা জোরপূর্বক একটি জনগোষ্ঠীকে তার ভাষা, সংস্কৃতি, স্মৃতিস্তম্ভ এবং স্বতন্ত্র গুণাবলী থেকে বঞ্চিত করে। নিরাপত্তা পরিষদে তিরুমূর্তি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, ২০০৮ সালে মুম্বাইয়ে বর্বরোচিত সন্ত্রাসী হামলার কথাটি স্মরণ করিয়ে ওই ভয়াবহ হামলায় ১৫টির বেশি দেশের ১৬৬ বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়। তিনি আরও বলেন, 'কয়েক দশক ধরে আন্ত:সীমান্ত সন্ত্রাসবাদে জর্জরিত ভারত সব সময় বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী প্রচেষ্টায় সম্মুখভাগে থেকেছে।' ... সশস্ত্র সংঘাতগুলোকে অবশ্যই জাতিসংঘের শর্ত অনুযায়ী আন্তর্জাতিক আইন ও নীতির আলোকে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় মীমাংসা করতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের গণহত্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ এ ইস্যু যখন নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করেছে ভারত, তখন সংযতবাক আমাদের দেশের গণমাধ্যম। ভারতীয় উপমহাদেশের. দীর্ঘ-পরিসরের ভারত প্রভাবশালী একটি দেশ হিসেবে নিজেদের ভূমিকাকে জাহির করতে শুরু করেছে এটা প্রত্যাশিত যে ভবিষ্যতে ত্রিভুজাকার প্রতিযোগিতা বন্ধুত্ব ও আনুগত্যের জন্য ভারত, চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এশীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস হবে এশিয়া, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে চীন ও সোভিয়েত স্বার্থ।

নরম্যান নাইমার্ক নামের একজন আমেরিকান ইতিহাসবিদ, লেখক যিনি আধুনিক পূর্ব ইউরোপীয় ইতিহাস, গণহত্যা এবং জাতিগত নিধনে বিশেষজ্ঞ, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এবং হুভার ইনস্টিটিউশনের একজন সিনিয়র ফেলো যাকে জার্মানি অফিসার্স ক্রস অফ দ্য অর্ডার অফ মেরিটে ভূষিত করেছে তিনি গণহত্যাকে 'সঠিক' সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্বতার কথা বলেন। একই সময়ে এটি সম্পর্কে চিন্তা করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়ও বাতলে দেন গণহত্যার অপরাধের প্রতিরোধ এবং শাস্তি সংক্রান্ত ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘ কনভেনশন দিয়ে শুরু করা-অনুচ্ছেদ দুই-এ, গণহত্যাকে "একটি জাতীয়, জাতিগত, ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে করার কাজ" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। গত দেড় দশকে আন্তর্জাতিক আদালতের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সেই সংজ্ঞা আরও প্রসারিত হয়েছে। ইতিহাসবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানীরাও এর কিছু পরিমার্জন করেছেন।

পাক সেনাবাহিনীর মতাদর্শ নৈতিকভাবে ছিল নিন্দনীয় তারা বাঙালি জনগণকে ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তানের সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োগ ন্যায্যতা দেয়ার জন্য ব্যবহার করে ছিল, যা ছিল অভূতপূর্ব অনুপাতের একটি অপরাধমূলক কাজ এবং যার জন্য তারা অবশ্যই দায়ী ছিল। পাকিস্তানি ধরনের গণহত্যা, সবচেয়ে জঘন্যতম। আন্তর্জাতিক আইনে একে বলা যেতে পারে "অপরাধের অপরাধ"।

> যুদ্ধাপরাধের যে কোনো উদাহরণকে অবশ্যই আমাদের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) নিয়ে যেতে হবে। যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ আন্তর্জাতিক আইনে সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ বলে চিহ্নিত।

যুদ্ধাপরাধের যে কোনো উদাহরণকে অবশ্যই আমাদের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) নিয়ে যেতে হবে। যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ আন্তর্জাতিক আইনে সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ বলে চিহ্নিত। তাদের এত গুরুতর বলে মনে করা হয় যে এ ধরনের অপরাধের জন্য কোন সীমাবদ্ধতার সময়কাল নেই, যার অর্থ হলো অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর যতই সময় অতিবাহিত হোক না কেন তার বিচার করা যেতে পারে এবং শাস্তি দেয়া যেতে পারে। অক্ষ শক্তি (নাৎসি জার্মানি, ফ্যাসিস্ট ইতালি এবং ইম্পেরিয়াল জাপান) ছিল আধুনিক ইতিহাসে যুদ্ধাপরাধের সবচেয়ে পদ্ধতিগত অপরাধী। এর সাথে যুক্ত হতে পারে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের গণহত্যা।

দেলোয়ার জাহিদ, সাবেক রিসার্চ ফ্যাকাল্টি মেম্বার ইউনিভার্সিটি অব ম্যানিটোবা, (সেন্ট পলস কলেজ) কানাডা।

ষাটের দশকের ছাত্রনেতা ইকবাল আহমদের মৃত্যু ও সিলেটে ছাত্র আন্দোলন

সুব্রত বিশ্বাস

ষাটের দশকের মাঠ চষে বেড়ানো প্রগতিশীল ছাত্রনেতা, পরবর্তীতে ন্যাপ নেতা, তারপর আওয়ামী লীগ নেতা। মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত উপজেলা চেয়ারম্যানের দায়িত্বে থাকা ইকবাল আহমদ চৌধুরী গত ২৯শে জানুয়ারি রাত সাড়ে ১২টায় স্থানীয় একটি ক্লিনিকে মৃত্যুবরণ করেছেন। দীর্ঘদিন থেকে তিনি কিডনি সমস্যায় ভুগছিলেন। সিলেটে অসাম্প্রদায়িক আন্দোলন, মেডিক্যাল কলেজ আন্দোলন, বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন, আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ৬৮-৬৯এর গণআন্দোলনে ছিলেন একজন সক্রিয় কর্মী। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে শহর থেকে পালিয়ে যাওয়া অসংখ্য মানুষকে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন। আজীবন রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

সক্রিয় সংগঠক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। স্বাধীনতার পর দেশ গঠনের সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। মৃত্যুকালে অসংখ্য গুণগ্রাহী বন্ধু ও সহকর্মী এবং আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর বড় ভাই ফারুক চৌধুরী ছিলেন বঙ্গবন্ধুর একান্ত বন্ধু। বঙ্গবন্ধু বিলেত গেলে তাঁর বাড়িতে অতিথি হিসেবে থাকতেন। '৬৫ সালে মতিয়া চৌধুরী ছাত্র ইউনিয়নের সভানেত্রী হলে তিনি সে কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। প্রসঙ্গত, সিলেট ছাত্র আন্দোলনের কিছু ইতিহাস তুলে ধরছি। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান সৃষ্টির পর পর পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র আন্দোলনের সূত্রপাত হয় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিকে কেন্দ্র করে।

পাকিস্তানের জন্মের পূর্বে মুসলিম নেতৃত্ব ইসলাম রক্ষা, মুসলমানের ভাগ্যোন্নয়ন এবং গালভরা আরও যত বুলিই আওড়াক না কেন, পাকিস্তান সৃষ্টির পরের বছর ১৯৪৮ সালেই ভাষার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মুসলিম নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে পড়ে। একই ধারায় সিলেটের ছাত্র আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছে ৪৮ সালে বাংলা ভাষার দাবিকে ঘিরে।

বাংলা ভাষার আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের পর ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ঢাকা কুমিল্লা বরিশাল প্রভৃতি স্থানে দাঙ্গায় ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি হয়। সিলেটে প্রথম পীর হবিবুর রহমানই দাঙ্গা প্রতিরোধে উদ্যোগ নেন। তাঁর অগ্রণী ভূমিকায় ওই সময়ে গঠিত হয় 'মুসলিম লীগ শান্তি মিশন' নামে দাঙ্গাবিরোধী সংগঠন। প্রায় সাত শ ছাত্র যুবক স্বেচ্ছাকর্মী সারা সিলেটে এই দাঙ্গা রুখে দাঁড়ায় এবং ইতিহাস সৃষ্টি করে। পীর হবিবুর রহমানকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ মরিয়া হয়ে ওঠে।

শান্তি মিশনের অফিস (সাপ্তাহিক নওবেলাল কার্যালয়, জিন্দাবাজার) তালাবদ্ধ করা হয়। পুলিশের দমননীতির প্রতিবাদে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার দাবিতে ছাত্ররা স্কুলকলেজে ব্যাপক সাড়া জাগে এবং বিপুল সংখ্যক ছাত্র ধর্মঘট শেষে মিছিলে যোগ দেয়। মুরারিচাঁদ কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট ও মিছিলে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। দাঙ্গাবিরোধী এই শান্তি আন্দোলনের মধ্যদিয়ে বেরিয়ে আসেন ছাত্রনেতা ও পরবর্তীকালে নামকরা কমিউনিস্ট নেতা তারা মিয়া। জনগণ কর্তৃক এরকম দাঙ্গা প্রতিরোধের নজির ইতিহাসে খুব কমই আছে। এই আন্দোলনের মধ্যদিয়ে এখানে জন্ম নেয় সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার অঙ্কুর।

পরবর্তীকালে এই অঙ্কুরই মহিরুহ হয়ে সিলেটে প্রগতিশীল যাত্রাপথ সুগম করেছে। এদেশের প্রথম অসাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠনের সূতিকাগার হয়ে ওঠে সিলেট। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে কতিপয় মেধাবী ও অগ্রসর চিন্তার অধিকারী ছাত্র সিলেট রসময় হাইস্কুলে মিলিত হয়ে 'সিলেট শিক্ষা সমিতি' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের প্রথম অসাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠায় নিউক্লিয়াস হিসেবে কাজ করেছে এই 'সিলেট শিক্ষা সমিতি'। এই ছাত্র সংগঠনটি হলো 'সিলেট জেলা ছাত্র ইউনিয়ন'। ১৯৫২ সালে ঢাকায় জাতীয়ভাবে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (ইপসু) জন্ম লাভের পুর্বে ১৯৫১ সালের ১৬ নভেম্বর এই ছাত্র সংগঠনটির জন্মের ঘটনা এদেশে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্ববহ ঘটনা। সরকার, জেলা প্রশাসন ও মুসলিম লীগ মরিয়া হয়ে উঠেছিল এই সংগঠনের জন্ম রোধ করতে। এজন্য

ইকবাল আহমদ

সিলেট সদর, গোলাপগঞ্জ,ও কুলাউড়া থানার সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারি করা হয়, অন্যতম তিন ছাত্রনেতা তারা মিয়া, আসাদ্দর আলী ও নাসিরউদ্দিন চৌধুরীর ওপর ব্যক্তিগত ১৪৪ ধারা আরোপ করা হয়। দাঙ্গা প্রতিরোধের মূল নেতা হিসেবে আগে থেকেই পীর হবিবুর রহমানের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি ছিল। কড়া বিধিনিষেধ ও দমননীতির মধ্যে পুলিশ ও মুসলিম লীগের গুন্ডা দলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে এক রোমা কর পরিস্থিতিতে শহর থেকে দূরে ফেঞ্চুগঞ্জে এক ছাত্র সম্মেলনে পুরোদস্তর মোনাজাতের মাধ্যমে সিলেট জেলা ছাত্র ইউনিয়ন জন্ম নেয়। সম্মেলন চলাকালে ফেঞ্চুগঞ্জেও ১৪৪ ধারা আরোপ করা হয় এবং সভাপতি এমাদুল্লাহর ভাষণের পর সম্মেলনের স্থানেই আসরের নামাজ পড়া হয়।

নামাজে ইমামতি করেন মদনমেহান কলেজের নৈশ বিভাগের ছাত্র কিশোরীমোহন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ইসলামি শিক্ষার শিক্ষক মাওলানা মো. শামসুল হক। নামাজ শেষে দীর্ঘ মোনাজত করেন এবং মোনাজাতের মাধ্যমে নতুন সংগঠনের নামকরণ, কমিটির কর্মকর্তাদের নাম, সংগঠনের আদর্শ-উদ্দেশ্য-কর্মসূচী, প্রস্তাবাবলি প্রভৃতি পাস করে নেন। মোনাজাতের সময় আমিন আমিন বলে সবাই প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানান। পুরো ঘটনায় গোপন কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে এই উদ্যোগের নেপথ্যে কাজ করেছেন আত্মগোপনে থাকা সাবেক ছাত্রনেতা তাসাদ্দুক আহমদ। এভাবে এক অভূতপূর্ব রোমা কর পরিবেশের মধ্য দিয়ে দেশের প্রথম অসাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠন 'সিলেট জেলা ছাত্র ইউনিয়ন' গঠিত হয়।

সার্বিক অর্থে জাতীয়ভাবে ছাত্র সংগঠন গঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সিলেট জেলা ছাত্র ইউনিয়ন ভাষা আন্দোলনসহ সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন এবং ছাত্র আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা রাখে। ভাষা আন্দোলনের পর পর বায়ান্ন সালের ২৬ এপ্রিল জাতীয় পর্যায়ে সংগ্রামী ঐতিহ্যের পতাকাবাহী ছাত্র প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন গঠনের পর সিলেট জেলা ছাত্র ইউনিয়ন কোনোরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়াই এর জেলা শাখায় রুপান্তরিত হয়। উল্লেখ্য ছাত্র ইউনিয়ন নামটির প্রতি তারা মিয়ার একটা আলাদা দুর্বলতা ছিল। সিলেটে এবং ঢাকায় উভয় ছাত্র সম্মেলনে তিনিই ছাত্র ইউনিয়ন নামটি প্রস্তাব করেছিলেন।

৬২ সালে নন্দিত ছাত্রনেতা গুলজার আহমদ সুনামগঞ্জ থেকে এসে সিলেট এমসি কলেজে বিএ ক্লাসে ভর্তি হন। তার আগমনে সিলেটের সামগ্রিক ছাত্র আন্দোলনে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। শক্ত্যিশালী ছাত্র ইউনিয়ন আরও শক্তিশালী হয়। এ সময়ে সিলেটে কয়েকজন দক্ষ সংগঠকের একত্র সমাবেশ ঘটে। তারা হলেন ইকবাল আহমদ চৌধুরী, আব্দুল লতিফ সরদার, আইয়ুব আলী, শামসুল আলম চৌধুরী, সাদত আলী প্রমুখ। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এদের সঙ্গে যুক্ত হন লতিফুর রহমান মাহমুদ, রফিকুর রফিকুল ইসলাম শিশু, সৈয়দ মুর্শেদ কামাল, নুরুল ইসলাম নাহিদ, এম এ রউফ, আব্দুল মতিন চৌধুরী, রফিকুর রহমান লজু, সরে কওম আয়াত উল্লাহ মুকুল, মকসুদ আহমদ খান বাবুল প্রমুখ। এদের সকলের সমন্বয়ে গুলজার আহমদের নেতৃত্বে তখন সিলেটে ছাত্র ইউনিয়নের এক শক্তিশালী কর্মীবাহিনী গড়ে ওঠে। এ সময়ে নেতাদের নিরলস কর্ম তৎপরতা, ত্যাগী মনোভাব, আদর্শনিষ্ঠা, সাধারণ ছাত্রদের প্রতি দায়িত্ববোধ প্রভৃতি গুণ ছাত্র ইউনিয়নের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ তীব্রতর করে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছাত্র ইউনিয়নের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের গ্রহণযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ছাত্র ইউনিয়নের দক্ষ নেতৃত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এই সময়ে শহরের কিছু নেতৃস্থানীয় ছাত্রী ছাত্র ইউনিয়নে যোগদান করে সংগঠনকে আরও সমৃদ্ধ করেন। তারা হলেন মহিলা কলেজের ছাত্রী মুসলিম লীগ নেতা দেওয়ান আব্দুর রব চৌধুরীর মেয়ে মুর্শেদ জাহান চৌধুরী, প্রধান শিক্ষক আব্দুল গফুর সাহেবের কন্যা পেয়ারা, দীপ্তি সেন, মেহেরুন্নেছা খাতুন এবং কিশোরী মোহন বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রী বিলকিস বানু, মাধুরী ও রামদাস। তারা সিলেট মহিলা কলেজ ও কিশোরী মোহন স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে ১৯৬২ সালে রাজপথে মিছিল করেছেন। এই সময়ে সিলেটে ছাত্রলীগের সাংগঠনিকভাবে বড়ো সংগঠন ছিল না। '৬২সালে ছাত্রলীগের প্রথম কমিটি গঠিত হলেও তখন তাদের বিপুল কর্মবাহিনী ও সমর্থক ছিল না। তখন সিলেট মেডিকেল স্কুলর ছাত্র দেওয়ান নুরুল হোসেন ছাত্রলীগ পরিচয়ে এককভাবে সংগঠনের হাল আকড়ে ধরে ছিলেন। পরে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সিরাজউদ্দিন আহমদ, এনাম আহমদ চৌধুরী প্রমুখ। আরও পরে এনামুল হক, আখতার আহমদ, ইনামুল হক চৌধুরী, আশরাফ আলী এসে নুরুল হোসেন চঞ্চলের হাত শক্তিশালী করেন। বস্তত সেকালে সিলেটে ছাত্রলীগ বলতে নুরুল হোসেন চঞ্চলই বোঝাতো।

সিলেট মেডিক্যাল কলেজ আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ ও ছাত্রশক্তি মেডিক্যাল ছাত্রদের সার্বিক আন্দোলনে ঝাঁপিড়ে পড়ে। সংগঠনগতভাবে ছাত্র ইউনিয়নের গুলজার আহমদ, ইকবাল আহমদ চৌধুরী, আইয়ুব আলী, শামসুল আলম চৌধুরী, বাহাউদ্দিন জাকারিয়াসহ অনেকে, ছাত্রলীগের দেওয়ান নুরুল হোসেন চঞ্চল, এনাম আহমদ চৌধুরী, আবদুল মুনিম, এনামুল হক সহ অনেকে এবং ছাত্র শক্তির এম এ মুমিন, আব্দুল খালিক, বশির আহমদসহ অনেকে।

একুশে ফেব্রুয়ারিতে সংগ্রামী চেতনায় একুশে পালনের মাধ্যমে সামরিক শাসন ও আইয়ুববিরোধী বৃহত্তর আন্দোলনের সূচনা করা হয়। মাদ্রাসা মাঠে বিরাট জমায়েতে অনুষ্ঠান পরিচালনা ও শপথ পাঠ করান গুলজার আহমদ। পুলিশ গুলজার আহমদকে গ্রেপ্তারের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। রাতে খাদিম নগরের একটি বাসা থেকে পুলিশ গুলজার আহমদ, ইকবাল আহমদ চৌধুরী ও তাদের এক বন্ধু শামসুল হককে গ্রেপ্তার করে।

সিলেট বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনে যারা সক্রিয় ছিলেন তাদের মধ্যে ছাত্রলীগের দেওয়ান নুরুল হোসেন চঞ্চল, এনাম আহমদ চৌধুরী, শামসুল হক, বোরহানউদ্দিন চৌধুরী, জহির বক্ত, আব্দুল মোক্তাদির, এম এ মুনিম, এনামুল হক, আখতার আহমদ, ইনামুল হক চৌধুরী, আশরাফ আলী, শাহ আজিজুর রহমান, লুৎফুর রহমান, শাহ মোদাব্বির আলী মানিক প্রমূখ। অন্যদিকে ছাত্র ইউনিয়নের গুলজার আহমদ, ইকবাল আহমদ চৌধুরী, আইয়ুব আলী, শামসুল আলম চৌধুরী, বাহাউদ্দিন জাকারিয়া, লতিফুর রহমান মাহমুদ, রফিকুর রহমান লজু, নুরুল ইসলাম (নাহিদ) জয়ন্ত চৌধুরী, সরে কওম আয়াত উল্যাহ মুকুল, এম এ রউফ, এ কে এম গৌছুল আলম, মকসুদ আহমদ খান বাবুল, আবু হেনা চৌধুরী, আব্দুল মতিন চৌধুরী, আব্দুল মগনি, দ্বিতেশ্বর পাল কানন, আবুল খয়ের, মিসবাউল মান্নান আফতাব প্রমুখ।

সিলেটে ছাত্র রাজনীতি থেকে শুরু করে পরবর্তীতে রাজনীতির মাঠে একান্ত সহকর্মী গুলজার আহমদ, আব্দুল লতিফ সরদার, আ ফ ম কামাল, শামসুল আলম চৌধুরী এবং আইয়ুব আলী এরা সবাই ছিলেন একে অপরের হরহর বন্ধু। তাদের সবাই আগেই না ফেরার দেশে চলে গেছেন। একমাত্র ইকবাল আহমদই অবশিষ্ট ছিলেন। তিনিও এবার চলে গেলেন। এতে করে সিলেটের একসময়ে ছাত্র ও রাজনীতির মাঠে আলোচিত পঞ্চ পাণ্ডবের শেষ বাতিটিও নিভে গেল। ইকবাল আহমদের মৃত্যুত গভীর শোক প্রকাশ করছি।

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
Hard Money 9%
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

Direct Lender
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

646-920-4799
Akib Hussain 32-65 31st Street, Astoria, NY11106

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপেটি/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

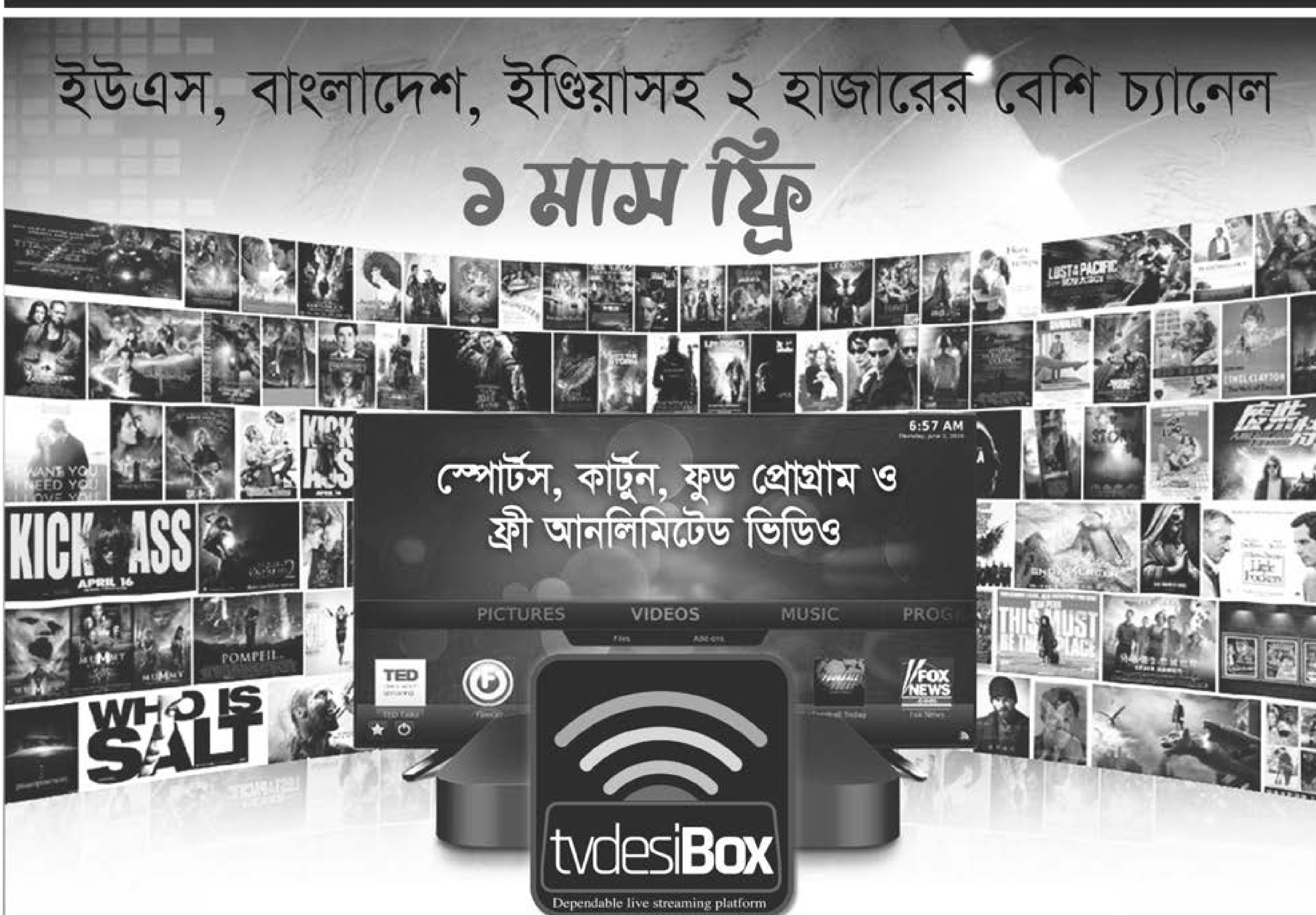

72-26 Roosevelt Ave. 2nd Floor (Suite 201)
Jackson Heights NY 11372
718-565-9099

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

একুশে পদক পাচ্ছেন ২৪ বিশিষ্টজন

বাংলা একাডেমির সভাপতি হচ্ছেন সেলিনা হোসেন

ঢাকা অফিস

দেশের ২৪ বিশিষ্ট নাগরিককে ২০২২ সালের একুশে পদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বৃহস্পতিবার সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। যারা পদক পাচ্ছেন তারা হলেন- ভাষা আন্দোলনে মোস্তফা এম. এ. মতিন (মরণোত্তর) ও মির্জা তোফাজ্জল হোসেন (মুকুল) (মরণোত্তর)।

শিল্পকলার নৃত্যে জিনাত বরকতউল্লাহ, সংগীতে নজরুল ইসলাম বাবু (মরণোত্তর), ইকবাল আহমেদ ও মাহমুদুর রহমান বেণু, অভিনয়ে খালেদ মাহমুদ খান (মরণোত্তর), আফজাল হোসেন ও মাসুম আজিজ। মুক্তিযুদ্ধে একুশে পদক পাচ্ছেন চারজন। তারা হলেন- বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব অধ্যক্ষ মো. মতিউর রহমান, সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী (মরণোত্তর), কিউ. এ. বি. এম রহমান, আমজাদ আলী খন্দকার।

সেলিনা হোসেন

সাংবাদিকতায় পদক পাচ্ছেন এম এ মালেক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মো. আনোয়ার হোসেন, শিক্ষায় অধ্যাপক ড. গৌতম বুদ্ধ দাশ, সমাজসেবায় এস. এম. আব্রাহাম লিংকন ও সংঘরাজ জ্ঞানশ্রী মহাথের। ভাষা ও সাহিত্যে এ বছর একুশে পদক পাচ্ছেন কবি কামাল চৌধুরী ও ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ।

গবেষণায় ড. মো. আবদুস সাত্তার মন্ডল, ড. মো. এনামুল হক (দলগত) (দলনেতা), ড. সাহানাজ সুলতানা (দলগত) এবং ড. জান্নাতুল ফেরদৌস (দলগত) একুশে পদক পাচ্ছেন।

এদিকে কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনকে বাংলা একাডেমির সভাপতি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে সেলিনা হোসেনকে তিন বছরের জন্য এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম গত বছরের ৩০ নভেম্বর মারা যান। এরপর থেকে পদটি খালি ছিল। ১৯৯৭ সালে বাংলা একাডেমির প্রথম নারী পরিচালক হন একুশে পদকপ্রাপ্ত ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন। ২০০৪ সালের ১৪ জুন চাকরি থেকে অবসর নেন। ২০১৪ সালে

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান হিসেবে দুই বছরের জন্য নিয়োগ পান তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হামলায় আইএস প্রধান নিহত

উত্তর আমেরিকা অফিস

সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় ইদলিবে ২ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাতের অভিযানে ইসলামিক স্টেটের (আইএস) শীর্ষ নেতা আবু ইব্রাহিম আল-হাশিমি আল-কুরাইশি নিহত হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সাহসিকতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ বাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। উৎফুল্ল প্রেসিডেন্ট বাইডেন বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সফর করেন। রাজ্য গভর্নর ক্যাথি হকুল, মেয়র এরিক অ্যাডামসের সাথে বৈঠক করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনের প্রেস সেক্রেটারি জন কিরবি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ডের অধীন মার্কিন বিশেষ অভিযান বাহিনী বুধবার মধ্যরাতে উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ায় একটি সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। জঙ্গিগোষ্ঠী আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ওই অভিযান চালানো হয়।

সিচুয়েশন রুম থেকে সরাসরি পুরো অভিযান প্রত্যক্ষ করছিলেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

ওই অভিযানের বিষয়ে সিরিয়ার উদ্ধারকর্মীরা বলেন, অভিযান শুরুর পর লড়াই ও বিস্ফোরণের ঘটনায় ১৩ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ছয়জন শিশু ও চার নারী রয়েছেন। তবে তখন তাঁরা নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় জানাতে পারেননি।

অভিযানের বিষয়ে বৃহস্পতিবার বিবৃতি দেন বাইডেন। সেখানে তিনি বলেন, মার্কিন বিশেষ বাহিনীর অভিযানের সময় আইএস নেতা ইব্রাহিম আল-হাশিমি আল-কুরাইশি নিহত হয়েছেন। অভিযানে মার্কিন বাহিনীর কোনো সদস্য হতাহত হননি। ওই সাহসী অভিযানের

জন্য তিনি সামরিক বাহিনীর সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।

বুধবার রাতে অভিযান চলাকালীন সময়ে হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন রুম থেকে সরাসরি পুরো অভিযান উৎকণ্ঠার সাথে সরাসরি প্রত্যক্ষ করছিলেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

ইরাকের নাগরিক আবু ইব্রাহিম আল-হাশিমি আল-কুরাইশি আন্তর্জাতিক এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বলে পশ্চিমা গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়। ২০১৯ সালের অক্টোবরে সিরিয়ায় মার্কিন অভিযানে আইএসের প্রধান আবু বকর আল-বাগদাদি নিহত হওয়ার পর তিনি নেতৃত্বে আসেন বলে বলা হয়ে থাকে।

‘আসাম টাইপ ইউনিক হেরিটেজ হাউসেস ইন সিলেট’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন। ছবি: সমীর মাহমুদ

‘আসাম টাইপ ইউনিক হেরিটেজ হাউসেস ইন সিলেট’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

বিশেষ প্রতিনিধি

‘আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যকে ধারণ করে এমন অনেক বাড়ি ও স্থাপনা সিলেটে রয়েছে। কিন্তু এগুলোকে ধীরে ধীরে উন্নয়নের নামে অথবা ব্যক্তি স্বার্থে তা ভেঙে ফেলা হচ্ছে। আমাদের অহংকার করার মতো এবং নিরাপদ বসবাসের উপযোগী এসব স্থাপনা এখন হারিয়ে যাচ্ছে। এগুলোকে রক্ষায় সিটি করপোরেশনসহ সচেতন নাগরিকদের এগিয়ে আসতে হবে। সিলেটে একটি ঐতিহ্য জাদুঘর গড়ে তোলতে হবে। জার্মানী প্রবাসী লেখক ও গবেষক শামছুল মজিদ চৌধুরী সাকি তাঁর ‘আসাম টাইপ ইউনিক হেরিটেজ হাউসেস ইন সিলেট’ গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের হারিয়ে যাওয়া সেই সব অমূল্য রত্নকে আবার আমাদের সামনে হাজির করেছেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।’

২৭ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে পরিবেশ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ট্রাস্ট, সিলেট আয়োজিত জার্মানী প্রবাসী লেখক ও গবেষক শামছুল মজিদ চৌধুরী সাকির ‘আসাম টাইপ ইউনিক হেরিটেজ হাউসেস ইন সিলেট’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন এবং প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। প্রধান আলোচকের বক্তব্য রাখেন লিডিং ইউনিভার্সিটির উপাচার্য, বিশিষ্ট নগরবিদ ড. কাজী আজিজুল মওলা। ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটির সহকারী অধ্যাপক কবি প্রণব কান্তি দেবের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ লোকমান আহমদ, সিলেট প্রাইভেট হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. নাসিম আহমেদ, পরিবেশ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ট্রাস্ট, সিলেটের ট্রাস্টি ডা. মোস্তফা শাজামান বাহার, বিশিষ্ট স্থপতি আনোয়ার ইকবাল কচির পাঠানো লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনান সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অম্বরীষ দত্ত, প্রবাসী সংগঠক রানা ফেরদৌস চৌধুরী, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কিটেকচার বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক স্থপতি কৌশিক সাহা, লিডিং ইউনিভার্সিটির আর্কিটেকচার বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক স্থপতি রাজন দাশ।

সিটি মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী নগরের চাঁদনীঘাট এলাকায় সারদা হলের তৃতীয় তলায় ‘সিলেট ইতিহাস-ঐতিহ্য জাদুঘর’ গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়ে বলেন, এখানে হজরত শাহজালাল (রহ.) ব্যবহৃত জিনিসপত্রসহ সিলেটের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বহন করে এমন জিনিসপত্র রাখা হবে। তিনি বলেন, এর পাশেই একটি হেরিটেজ মার্কেট রয়েছে। ওই মার্কেটে ছিয়া, ঘাইলসহ আমাদের আবহমানকালের অনেক বিলুপ্তপ্রায় জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। এটাকে আরও যুগোপযোগী করে দেয়া হবে।

মেয়র বলেন, সিলেটের অনেক বাড়ি আছে যেগুলো আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ধারণ করে। কিন্ত ধীরে ধীরে সেগুলো ভেঙে বহুতল ভবন নির্মাণ কিংবা উন্নয়ন নামে হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এগুলো রক্ষায় সিটি করপোরেশনের কোনো আইন না থাকায় রক্ষা করা যাচ্ছে না। তবে সিলেটের ইতিহাস-ঐতিহ্য রক্ষায় সিলেট সিটি করপোরেশন সবসময় সচেতন রয়েছে। তিনি বলেন. জার্মানী প্রবাসী লেখক ও গবেষক শামছুল মজিদ চৌধুরী সাকির ‘আসাম টাইপ ইউনিক হেরিটেজ হাউসেস ইন সিলেট’ গ্রন্থটি আমাদের স্থাপত্যশৈলীর জন্য অমূল্য সম্পদ হিসেবে কাজ করবে।

লিডিং ইউনিভার্সিটির উপাচার্য, বিশিষ্ট নগরবিদ ড. কাজী আজিজুল মওলা বলেন, ‘আসাম টাইপ ইউনিক হেরিটেজ হাউসেস ইন সিলেট’ গ্রন্থটি স্থাপত্যবিদ্যা বিভাগের জন্য অমূল্য রত্ন হিসেবে কাজ করবে। গ্রন্থটি এক থেকে দেড়শ বছরের পুরো ইতিহাস ও নির্মাণশৈলীকে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ গ্রন্থ থেকে স্থাপত্যবিদ্যা শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবেন।

ব্রঙ্কসের পিআইসিতে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

হাবিব রহমান

ব্রঙ্কসের পিআইসিতে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ। ছবি: সংগৃহীত

এ যেন এক উৎসবমুখর পরিবেশ। শত শত মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে ব্যাগ ভর্তি করে খাদ্যসামগ্রী নিচ্ছে। ধর্ম, বর্ণ আর জাতপাতের কোনো ভেদাভেদ নেই। আর এমন দৃশ্য দেখা যাচ্ছে গত ৬ মাস ধরে ব্রঙ্কসে। পার্কচেস্টার ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে প্রতি শুক্রবার এভাবেই নিয়মিত ১৫০০ লোকের কাছে খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে।

২৮ জানুয়ারি শুক্রবার দুপুর ১২ টায় সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেল মসজিদের সামনে থেকে বিশাল লাইন এঁকে বেঁকে অনেকদূর চলে গেছে। কয়েকশ লোক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। জুমার নামাজ শেষ হবার পর শুরু হবে খাদ্য বিতরণ। এজন্য লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় তাঁরা। কথা হলো বাংলাদেশি নারী সাবিকুন্নাহারের সাথে। তিনি জানান, গত ৬ মাস মাস ধরে তিনি প্রতি শুক্রবার এখান থেকে ফলমুল, শাকসবজিসহ নানা রকমের খাদ্যসামগ্রী নিচ্ছেন। এখানে যা পাওয়া যায় তাহলে হলো আপেল. কমলা ক্যান্টালগ, আনারসসহ নানা রকমের ফলমুল। এখান থেকে যা খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করেন তা তাদের পরিবারের সারা সপ্তাহ চলে যায়।

কথা হলো কয়েকটি কৃষ্ণাঙ্গ এবং স্পেনিশ পরিবারের সাথে। তারা প্রতি শুক্রবার এখান থেকে নিয়মিত খাবার সংগ্রহ করেন। তারা বলেন, এই মসজিদের কর্মকর্তাদের প্রতি তারা বিশেষভাবেভাবে কৃতজ্ঞ। অন্য দেশী এবং অন্য ধর্মের সদস্য হওয়ার পরও এখান থেকে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে তাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তাদের অনেক আত্মীয়স্বজন এখান থেকে প্রতি শুক্রবার নিয়মিত এসে নানা রকম ফলমুলসহ খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করেন।

এই মসজিদের নিয়মিত মুসুল্লি, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী সালেহ উদ্দীন বলেন, এরা যা করছেন এক কথায় বলা যায়, তা অনন্য। কথা হয় মসজিদের সভাপতি রাশেদ আহমেদের সাথে। তিনি জানান গত ৬ মাস ধরে তারা নিয়মিত এই ত্রাণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিসপ্তাহে ৩৫ থেকে ৪০ হাজার পাউন্ড খাবার প্রায় ১৫০০ লোকের কাছে পৌছে দিচ্ছেন নিয়মিত। শুধু বাংলাদেশি বা মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন নয়, এদের মাঝে রয়েছেন ৫০% নন মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন।

তিনি আরো জানান, নিউইয়র্ক সিটির সহযোগীতায় মুসলিম উম্মাহর উদ্যোগে কুইন্স, ব্রঙ্কস এবং ব্রুকলিনের ১৪ টি স্পটে এই ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

মুনা নিউইর্য়ক সাউথ জোনের মতবিনিময়

রশীদ আহমদ

মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা মুনা নিউইর্য়ক সাউথ জোনের মিডিয়া ও কালচারাল বিভাগের এক মতবিনিময় সভা গত ২৮ জানুয়ারি শুক্রবার রাত ৮টায় ব্রুকলিনের বিএমএমসিসির হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের নিউইর্য়ক সাউথ জোন সভাপতি সাফায়াত হোসেন সাফার সভাপতিত্বে ও জোনের মিডিয়া ও কালচারাল বিভাগের ডিরেক্টর আমিনুর রসুল জামসেদের পরিচালনায় মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা পেশ করেন মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মুহতারাম হারুন অর রশীদ। মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আবু সালেহ নায়েব আলীর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সূচিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করেন মুনার সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মুহতারাম মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন,আল কুরআন দাওয়াহ্ সেন্টার, আমেরিকার চেয়ারম্যান ও মুনা ন্যাশনাল দাওআ এন্ড এওয়ারনেস ডিরেক্টর প্রফেসর ড.মোহাম্মদ রুহুল আমিন, মুনা ন্যাশানাল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বিভাগের এসিসটেন্ট ডিরেক্টর এম এম সুজন, ড. মাহবুবুর রহমান, মিডিয়া ও কালচারাল বিভাগের ন্যাশনাল সহকারী ডিরেক্টর ডাক্তার আতাউল উসমানী ও মুনা নিউইর্য়ক নর্থ জোনের সভাপতি হাফেজ আবদুল্লাহ আল আরিফ।

বক্তব্য রাখেন মুনা ফুড সার্ভিসের ডিরেক্টর ড. জাহাঙ্গীর কবীর, রশীদ আহমদ, আবৃত্তকার মুহাম্মদ নূরুল আনোয়ার, এডভোকেট আবুল হাশেম, মুহাম্মদ জাকারিয়া ভুইয়া ও শহীদ উল্লাহ কাইসার।

মতবিনিময় সভায় জোনের মিডিয়া ও কালচারাল বিভাগকে আরও মজবুত ও গতিশীল করতে বিভিন্ন প্রদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করা হয়। সংগঠনের দায়িত্বশীলদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএমএমসিসির সাবেক প্রেসিডেন্ট আবুল ফজল ফয়সল, নিউইয়র্ক সাউথ জোনের সেক্রেটারি মুহাম্মদ ইমদাদ উল্লাহ, বায়তুলমাল সেক্রেটারি কে. এম. সাইফুল আলম, ব্রুকলিন ইস্ট চ্যাপ্টারের সভাপতি বেলালউদ্দিন, সহ-সভাপতি আকরামুল হক, সেক্রেটারি মু'তাসিম বিল্লাহ সিরাজী, হাসিবুর রহমান, আবু নাসের চৌধুরী, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, সাদিকুর রহমান, এম শরীফ

উদ্দিন, মুজিবুর রহমান রিপন, মুহাম্মদ নাইমুল হাসান, আবদুস সাত্তার ও এম রাব্বী।

বাংলাদেশি মালিকানা ক্যান্ডি স্টোরে চুরি

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশি মালিকানাধীন একটি ক্যান্ডি স্টোরে চুরি হয়েছে। চোরেরা রাতের আধাঁরে স্টোরের ঝাঁপি ভেঙ্গে হাজার ডলারেরও বেশি মূল্যের মালামাল নিয়ে গেছে। চোরেরা ক্যাশ বাক্স খুঁজে পায়নি বলে রক্ষা পেয়েছে হাজার ১২ ডলার। দোকানের মালিক প্রফেসর রফিকুল ইসলাম জানান, তিনি ২৫ জানুয়ারি মঙ্গলবার রাত ২টায় দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান। সকাল ৯টায় দোকান খুলতে এসে দেখেন ঝাঁপি ভেঙে দোকানের মালপত্র নিয়ে গেছে চোরেরা। পুলিশ এসে সরেজমিনে তদন্ত করে সব তথ্য নিয়ে গেছে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরামের সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম তাঁর দোকানে এমন চুরির ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, গভীর রাত (২টা) পর্যন্ত দোকানদারি করে বাড়ি ফিরে যাই। সকালে যথারীতি দোকান খুলতে এসে দেখি দোকানের ঝাঁপির এক কোনায় ভাঙ্গচুর। খুলে দেখি সিঁদেল চোর দোকান তছনছ করে অনেক মালামাল নিযে গেছে। তিনি জানান, এখনো পুরো নিশ্চিত নই ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে। প্রায় হাজার ১২শ ডলারের মালামাল খোয়া গেছে।

পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের টিকা দেবে যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের করোনা ভাইরাসের টিকা দেওয়ার চিন্তা করছে যুক্তরাষ্ট্র পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের করোনা ভাইরাসের টিকা দেওয়ার চিন্তা করছে যুক্তরাষ্ট্র। ছবি: রয়টার্স

পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের করোনা ভাইরাসের টিকা দেওয়ার চিন্তা করছে যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল মঙ্গলবার ফাইজার ও বায়োএনটেকের এসংক্রান্ত অনুমোদন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর মার্কিন সরকার এ সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে।

বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ ইকবাল আহমেদ চৌধুরী আর নেই

উত্তর আমেরিকা অফিস

ইকবাল আহমদ চৌধুরী

সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ অ্যাডভোকেট ইকবাল আহমদ চৌধুরী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাহি রাজিউন)।

২৯ জানুয়ারি শনিবার রাত ১২টা ২০ মিনিটে নগরীর মাউন্ট এডোরা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। ষাটের দশকে ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতা অ্যাডভোকেট ইকবাল আহমদ চৌধুরী ২ ছেলের জনক। তাঁরা বাবার মৃত্যুর আগেই মারা গেছেন। তাঁর স্ত্রীও পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন অনেক আগে। বর্তমানে ইকবাল আহমদ চৌধুরীর দুই পুত্রবধূ ও দুই ছেলের দুই সন্তান রয়েছেন।

ইকবাল আহমদ চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে বাধ্যর্ক্যজনিত, কিডনি রোগসহ বিভিন্ন জটিল রোগে ভুগছিলেন। কয়েকদিন আগে শারীরিক অবস্থা অবনতি হলে তাঁকে নগরীর মাউন্ট এডোরা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন মারা যান।

ইকবাল আহমদ চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস, তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী, লেখক-সাংবাদিক মাহবুবুর রহমান, লুৎফুর রহমান হেলাল, শেখ আখতারুল ইসলাম।

সীতাকুণ্ডের সাবেক মেয়র আবুল কালাম আজাদের ইন্তেকাল

উত্তর আমেরিকা অফিস

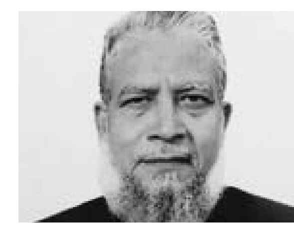
আবুল কালাম আজাদ

বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড সিটির সাবেক মেয়র আবুল কালাম আজাদ আর নেই। ২৮ জানুয়ারি শুক্রবার সকালে নিউইয়র্ক স্টেটের বাফেলোতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। একমাত্র মেয়ের বাসায় অবস্থান করে দীর্ঘদিন ক্যান্সারের চিকিৎসা নিচ্ছিলেন তিনি। তার একমাত্র ছেলে চট্টগ্রামে বাস করছেন।

তাঁর জামাতা আরিফুল ইসলাম এবং যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতা মিল্টন ভূইয়া জানান, মরহুমের লাশ নিজ এলাকায় দাফনের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। তাঁর লাশ বাংলাদেশে পাঠানোর সমন্বয় করছেন যুক্তরাষ্ট্র স্বেচছাসেবক দলের সেক্রেটারি মাকসুদ এইচ চৌধুরী। জানা গেছে, ২০১৪ সালে ক্যান্সার ধরা পড়ায় তিনি আর বাংলাদেশে ফিরতে পারেননি। একাত্তরের রণাঙ্গনে অসম সাহসী এই মুক্তিযোদ্ধা সিটি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালনকালেও এলাকার কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত রেখেছিলেন। মিল্টন ভূইয়া এবং মাকসুদ চৌধুরী বীর মুক্তিযোদ্ধার আবুল কালাম আজাদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় সকলের দোয়া চেয়েছেন।

জব হেল্প! জব হেল্প!!

- পোষ্ট অফিস জব, ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট, স্কুল সেফটি এজেন্ট, পুলিশ অফিসার, কারেকশন অফিসার এবং এমটিএ জব সহ আমেরিকার সব ধরণের সরকারী জব-এর এপ্লিকেশন এবং পরীক্ষায় পাশ করার জন্য হেল্প করা হয়।
- পোষ্টাল (United State Postal Service) জব একটি ফেডারেল জব। এই জব-এ সকল প্রকার সরকারী সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। খুব সহজে এবং অল্প সময়-এ এই জব পাওয়া সম্ভব।
- জব না হওয়া পর্যন্ত আমরা আনলিমিটেড সাহায্য করে থাকি।
- আমাদের লক্ষ্য একটি সঠিক জব পেতে আপনাকে সাহায্য করা। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

ফোন:৩৪৭-৪৫৯-০৫৪৫ (মন্ডল) (By Appointment Only)
Microsoft Certified System Engineer and
A Plus Certified Professional এবং সরকারী জব এ কর্মরত
৩৩-২৪ ৭৭ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক।

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2020
WE DO ALL TYPES OF TAXES

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 347-592-9973,
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

**Tel: 718-440-6712
718-205-3460**
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Class

Experienced Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance
TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্বক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

ইনকামট্যাক্স ২০১৯ ইনকামট্যাক্স

আন্‌জুমান ট্যাক্স সার্ভিসেস ইন্‌ক

37-21 72nd Street, Sute # 202
Jackson Heights, NY-11372

IRS Authorised E-File Provider

● ইনকামট্যাক্স, ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক ও কর্পোরেশন রিটার্ন ● বুক কিপিং, একাউন্টিং, সেলস্ ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স ● কর্পোরেশন ফর্ম ও নতুন ব্যবসা সেটআপ ● স্বামী-স্ত্রী ও পরিবার পরিজনদের জন্য আবেদনসহ যাবতীয় ইমিগ্রেশন সার্ভিস ● ইংরেজী অনুবাদ ও নোটারী সার্ভিস ● ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস। আমাদের অফিস সপ্তাহে সাত দিনই খোলা থাকে।

যোগাযোগ ► আবু হেলেন হোসেন

718-777-5477, Cell: 917-496-7966, Fax, 718-777-8020

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

এনওয়াইপিডি’র দুই অফিসারের মৃত্যুতে জ্যামাইকায় প্রতিবাদ সভা। ছবি: সংগৃহীত

এনওয়াইপিডি’র দুই অফিসারের মৃত্যুতে জ্যামাইকায় প্রতিবাদ

রোকেয়া দীপা

গুলিবিদ্ধ হয়ে নিউইয়র্কে এনওয়াইপিডি’র দুই অফিসারের দুর্ভাগ্যজনক অকাল মৃত্যুতে তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে জ্যামাইকায় প্রতিবাদ ও স্মরণ সভা হয়েছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত এক পথসভায় মোমবাতি জ্বালিয়ে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসে গত ২১ জানুয়ারি শুক্রবার একটি পারিবারিক সংহিসতার খবর পেয়ে পুলিশ অফিসার জ্যাসন রিভেরা ও উইলবার্ট মোরাও দায়িত্ব পালনকালে দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত হন। উন্মাদ ক্যারিয়ারের দুর্বৃত্ত ল্যাশওয়ান ম্যাকনেইলের গুলিতে রিভেরা ঘটনারদিন মারা গেলেও উইলবার্ট পরবর্তীতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। অবশ্য ঘটনার সময় পুলিশের গুলিতে ম্যাকনেইলও মারা যায়।

গত ২৫ জানুয়ারি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ প্রিমিয়াম সুপার মার্কেটের সামনে আয়োজিত প্রতিবাদ ও স্মরণ সভার আয়োজন করেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট সৈয়দ রাব্বী। এসময় উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট ব্যক্তি ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট রেজাইল করিম চৌধুরী, কামরুল ইসলাম সানি, সাংবাদিক বেলাল আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

করোনা সংকট: বিদেশ থেকে নার্স নেবে যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিশ্ব জুড়ে এখনো কমেনি করোনার প্রকোপ। করোনার একের পর এক নতুন ধরনের সংক্রমণ বাড়ছেই। সংক্রমণ মোকাবিলায় হিমশিম খাচ্ছে দেশগুলো। করোনার এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের হাসপাতালগুলো নার্স সংকটে ভুগছে। এ পরিস্থিতিতে দেশটির বেশ কয়েকটি হাসপাতাল বিদেশ থেকে নার্স নেওয়ার কথা ভাবছে।

বার্তা সংস্থা এপি বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। এপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিগত কয়েক বছরের তুলনায় চলতি বছর নার্সসহ বিদেশি পেশাজীবীদের জন্য দ্বিগুণ গ্রিন কার্ড পাওয়া যাচ্ছে। অন্য বছরগুলোতে যেখানে নার্সসহ বিদেশি পেশাজীবীদের জন্য ১ লাখ ৪০ হাজার গ্রিন কার্ড এভেইলেবল থাকে, এ বছর সে সংখ্যা ২ লাখ ৮০ হাজারে উন্নীত করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ছিল। ফলে মার্কিন নাগরিকেরা আত্মীয়দের জন্য ভিসা ইস্যু করতে পারেননি। আইন অনুসারে অব্যবহৃত ভিসা স্লটগুলো যোগ্য কর্মীদের জন্য বরাদ্দ করা হচ্ছে।

এপির প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, অনেকে অবসর নেওয়ায় এবং চাকরি ছেড়ে যাওয়ার কারণে সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের করোনা পরিস্থিতির অস্থিশীলতার কারণে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে।

সান ফ্রান্সিসকোতে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন অনুসারে, শুধু ক্যালিফোর্নিয়াতেই ৪০ হাজার নার্সের ঘাটতি রয়েছে। কিছু হাসপাতাল ফিলিপাইন, জ্যামাইকা এবং অন্যান্য ইংরেজিভাষী দেশ থেকে নার্স নিয়ে আসছে। অন্য হাসপাতালগুলোও তাদের অনুসরণ করছে।

নেব্রাস্কার ওমাহায় ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি হিসেবে কাজ করেন অ্যামি এল. এরলবাচার-অ্যান্ডারসন। তিনি বলেন, ১৮ বছরের ক্যারিয়ারে গত দুই বছরে সবচেয়ে বেশি বিদেশি নার্সের চাহিদা দেখছি।

যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি নার্স হিসেবে আসার জন্য যারা আবেদন করেছেন চলতি বছর তাঁদের অধিকাংশই অনুমোদন পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সাবেক সভাপতি হাজী ওবায়দুল হকের ইন্তেকাল

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ’র সাবেক সভাপতি হাজী ওবায়দুল হক ইন্তেকাল করেছেন। গত ২৫ জানুয়ারি মঙ্গলবার রাতে (বংলাদেশ সময় ৩:৩০ মিনিট) তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকর্তা মাইনুল উদ্দিন মাহবুব। খবর ইউএনএ’র।

জানা যায়, ওবায়দুল হক দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে নিজ বাড়িতে বসবাস করছিলেন। তিনি ব্রুকলিনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এলাকার প্রগতি গ্রেসারির কর্ণধার ছিলেন। তিনি চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি ব্যবসায়ী এসোসিয়েশন (সিএমবিবিএ) এরও সভাপতি ছিলেন। হাজী ওবায়দুল হকের ইন্তেকালে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি’র সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক ও সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টুসহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

বিশ্বের দীর্ঘতম বজ্রপাত যুক্তরাষ্ট্রে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ বজ্রপাতের রেকর্ড করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। ২০২০ সালের এপ্রিলে দেশটির ৩টি রাজ্যের ৭৬৮ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে এ বজ্রপাত হয়েছিল।

বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা জানিয়েছে, একটিমাত্র বজ্রপাত টেক্সাস, লুইজিয়ানা ও মিসিসিপি অঙ্গরাজ্যের ৪৭৭ দশমিক ২ মাইল (৭৬৮ কিলোমিটার) এলাকায় হয়েছিল। বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ বজ্রপাতের রেকর্ড এটি। এর আগের বজ্রপাতের রেকর্ডটি হয়েছিল ব্রাজিলে। সেটি ছিল ৭০৯ কিলোমিটারের। সাধারণত বজ্রপাত ১০ মাইল দীর্ঘ আর কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়। একই বছর (২০২০ সালে) উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনার উত্তরাঞ্চলে ১৭ দশমিক ১ সেকেন্ড স্থায়ী একটি বজ্রপাত হয়েছিল। স্থায়ীত্বের ক্ষেত্রে এর আগের রেকর্ডটি ছিল ১৬ দশমিক ৭ সেকেন্ড।

সিরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় শিশুসহ নিহত ১৩

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সিরিয়ার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ বাহিনী। বৃহস্পতিবার আল-কায়েদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জিহাদিদের লক্ষ্য করে এ অভিযানে তুরস্কের সীমান্তে আতমেহ নামক এলাকার একটি বাড়িতে অভিযানের সময় সংঘর্ষ ও বিস্ফোরণে ৬ শিশু ও ৪ নারীসহ অন্তত ১৩ জন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে সিরিয়ার উদ্ধারকারীরা।

ফ্রি হোম কেয়ার সার্ভিস
যে সকল মা বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এর মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার আছে, তাঁদের সেবা করে আপনি সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার করে উপার্জন করতে পারেন। এজন্যে পড়াশোনা বা কোন সার্টিফিকেট এর দরকার নাই।
যোগাযোগ করুন
নাসিমা: ৩৪৭-৮০১-৪০২৮

ওজনপার্কে আল্লামা ফুলতলী ছাহেবের (রাঃ) ১৪তম ইসালে সওয়াব মাহফিল।

ওজনপার্কে আল্লামা ফুলতলী ছাহেবের (রাঃ) ১৪তম ইসালে সওয়াব মাহফিল

রুদ্র মাসুদ

রাইসুল কুররা, উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন, সুলতানুল আরিফীন, আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলার (রা:) ১৪ তম ইসালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩০ জানুয়ারি রোববার কুইন্সের ওজনপার্কে ফুলতলী জামে মসজিদ এন্ড ইসলামিক ইন্সস্টিটিউট ইনক্ ওজনপার্কের উদ্যোগে এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। করোনা পরিস্থিতির কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মুসুল্লীরা মাহফিলে অংশ নেন।

মাহফিলে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আমিনুল ইসলাম। মাহফিলে আলোচনা পেশ করেন ফুলতলি জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা আব্দুল আলীম। এছাড়া আলোচনা ও মিলাদ পরিচালনা করেন ইসলামিক ফুলতলী ইসলামিক ইন্সটিটিউট ওজনপর্ক’র সাধারণ সম্পাদক জামাল হোসাইন।

মাহফিলে শায়খুল হাদিস আল্লামা হাবীবুর রহমানের আশু রোগমুক্তি ও তাঁর সহধর্মিনীর মাগফেরাত কামনায় এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নিজাম উদ্দিনসহ সকল অসুস্থ শুভাকাঙ্ক্ষীর জন্য বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আব্দুল আলিম সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে ঈসালে সওয়াব মাহফিল সমাপ্ত হয়। মাহফিল শেষে মুসুল্লিদের মাঝে তবারক পরিবেশন করা হয়।

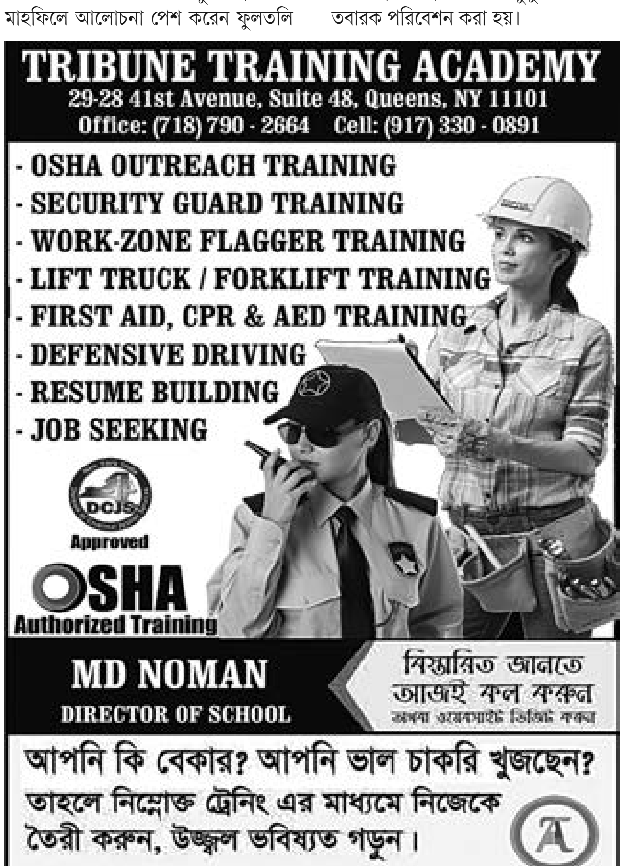

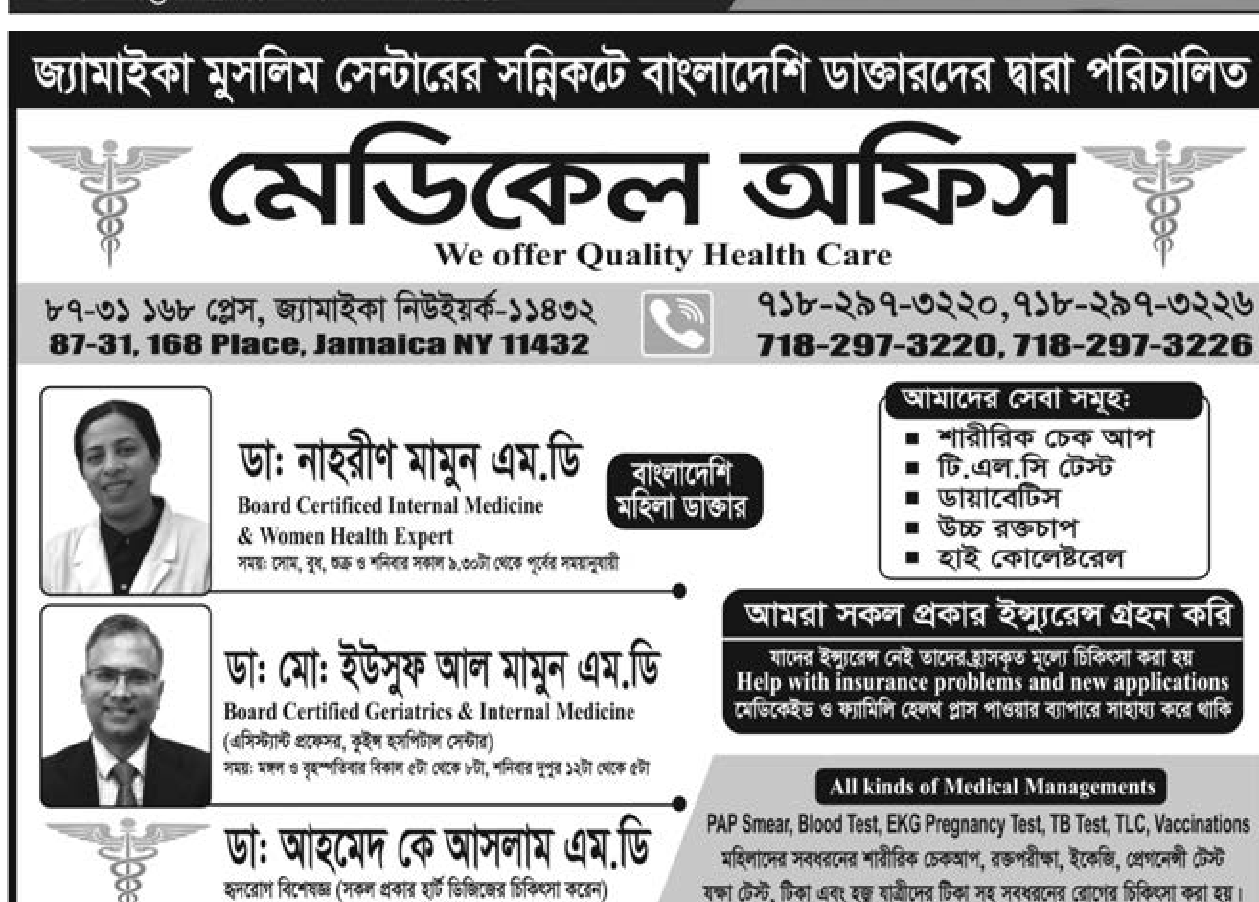

দু'দিনের টানা তুষারপাতে এভাবেই মিশিগানের বাড়িঘরগুলো ঢাকা বরফস্তূপে। ছবি: প্রথম আলো

টানা তুষারপাতে মিশিগানের জীবনযাত্রা স্থবির

রফিকুল হাসান চৌধুরী

আমেরিকার কানাডা সীমান্তবর্তী অঙ্গরাজ্য মিশিগানের সর্বত্র দু'দিন ধরে টানা তুষারপাতে জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়েছে। ২৭ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার থেকে তুষারপাত শুরু হয়েছে। অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েট, হেমট্রামিকসহ বেশ কয়েকটি সিটি ঘুরে দেখা গেছে, বরফের স্তূপে ঢাকা পড়েছে জনপদ। বাসা-বাড়ির সম্মুখসহ বিভিন্ন স্থানে রাখা প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস এমনকি অন্যান্য ভারী যানবাহনগুলো ঢাকা পড়েছে।

মিশিগান অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন এলাকার কোম্পানিতে চাকরিরত আমেরিকান-বাংলাদেশি ও অন্যান্য দেশীয় শ্রমিকদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে কাজে যেতে বেশ বেগ পেতে হয়। ঘটছে বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে মানুষের বাসা থেকে বেরুনোও অসম্ভব হয়ে পড়ে। ৪/৫ মিনিটের বেশি কেউ বাইরে থাকতে পারছে না। বাসা-বাড়ি ও বিভিন্ন গ্রোসারি রেস্টুরেন্ট ও কোম্পানিতে উচ্চমাত্রার হিটার চালু রেখে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। বেড়ে গেছে সর্দি, জ্বরসহ নানা রোগের প্রকোপ। করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে। হাসপাতালগুলোতে করোনা ও অন্যান্য রোগী ভরপুর। তিল পরিমাণ ঠাঁই নেই।

পুতিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিতে প্রস্তুত যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইউক্রেনে হামলা হলে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত। গত সোমবার হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে এ কথা বলা হয়েছে। বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি জেন সাকি সাংবাদিকদের বলেন, তাঁরা কতিপয় ব্যক্তিকে (রুশ) শনাক্ত করেছেন। তাঁরা ক্রেমলিনের ঘনিষ্ঠ। তাঁরা সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা পালন করেন। জেন সাকি আরও বলেন, 'আমরা রাশিয়ার অভিজাত ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য সুনির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞার প্যাকেজ তৈরি করেছি।'

এর আগে অবশ্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছিলেন, রাশিয়া যদি ইউক্রেনে আগ্রাসন চালায়, তাহলে দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ওপর ব্যক্তিগতভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়টি বিবেচনা করবে যুক্তরাষ্ট্র।

পরদিন বুধবার একই পদক্ষেপের ইঙ্গিত দেন যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিজ ট্রস। তিনি বলেছিলেন, ইউক্রেনে হামলা হলে পুতিনের ওপর ব্যক্তিগত নিষেধাজ্ঞাসহ যেকোনো পদক্ষেপ নিতে পারে তাঁর দেশ।

জেন সাকি

ইউক্রেনের পূর্ব সীমান্তে বিপুলসংখ্যক রুশ সেনা মোতায়েন নিয়ে মস্কোর সঙ্গে ইউক্রেন ও পশ্চিমা দেশগুলোর উত্তেজনা চলছে। কিয়েভ ও পশ্চিমা দেশগুলোর আশঙ্কা, ইউক্রেনে সামরিক হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা করছে মস্কো। তবে মস্কো এ অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।

চলমান এই উত্তেজনার মধ্যেই গতকাল সোমবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ইউক্রেন সংকট নিয়ে বৈঠক আহ্বান করে যুক্তরাষ্ট্র। এ বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার কূটনীতিকদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হয়।

নুসরাত শাহরিন রাকাকে মুক্তি দেবার আহ্বান

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত সাংবাদিক কনক সারওয়ারের বোন নুসরাত শাহরিন রাকাকে মুক্তি দেবার আহ্বান জানিয়েছে ১৫টি সংস্থা। গণমাধ্যম এবং মানবাধিকার সুরক্ষার পক্ষে সোচ্চার আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বলেছে, "নির্বাসিত সাংবাদিকদের পরিবারের সদস্য এবং সমালোচকদের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার যে আচরণ করছে সে জন্য তাদের সতর্ক হওয়া উচিত। পুরো বিশ্ব তাদের আচরণ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।"

গত বৃহস্পতিবার রাকার মুক্তির দাবি জানিয়ে লেখা এক যৌথ চিঠিতে সরকারকে এভাবেই সতর্ক করেছে মুক্তমত আর মানবাধিকারের পক্ষে কাজ করা ১৫টি সংস্থা। কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে) তাদের প্রকাশিত এক রিপোর্টে এ তথ্য প্রকাশ করেছে।

মানবাধিকার সংক্রান্ত চিঠিটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন বরাবর পাঠানো হয়েছে। এতে রাকার মুক্তির দাবির কথার পাশাপাশি বাংলাদেশে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন কর্তৃক মানবাধিকার লংঘন, ডিজিটাল অ্যাক্ট এবং সরকারের সমালোচকদের দমন-পীড়নের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, "র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের বিরুদ্ধে গুম, নির্যাতন এবং বিচারবর্হিভূত হত্যার যে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রকাশ পেয়েছে তাতে করে আমরা শুধু রাকার মুক্তির বিষয়টিই নয় বরং তাঁর নিরাপত্তার বিষয় নিয়েও উদ্বিগ্ন। আমরা বিচারকার্য শুরু করার আগে রাকার জেল থেকে মুক্তি এবং সাংবাদিক কনক সারওয়ারের ওপর বিচারিক হয়রানি বন্ধ করার আহবান জানাচ্ছি।"

আদালতের পথে নুসরাত শাহরিন রাকা। ছবি : সংগৃহীত

রাকার মুক্তির আহ্বান জানিয়ে চিঠির শুরুতে বলা হয়, "আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী ১৫ গণমাধ্যম এবং মানবাধিকারের পক্ষে কাজ করা সংগঠন নির্বাসিত সাংবাদিক কনকের বোনের জামিনের বিরোধিতা না করা, তার আইনজীবীদের সহায়তা দেয়া এবং সংশ্লিষ্ট আদালত যেন দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা করে দেয় সে আহ্বান জানাই।" বিতর্কিত ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বাতিলের তাগাদা দিয়ে চিঠিতে বলা হয়, "আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং মুক্ত মতপ্রকাশের নীতি অনুযায়ী সংশোধন না করার পূর্বপর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার যেন ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন বাতিল করে।"

এতে বলা হয়, রাকার ওপর পরিচালিত নির্যাতন এ বার্তাটাই দিচ্ছে যে, বাংলাদেশে কিংবা দেশের বাইরে যেখানেই হোক, গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে প্রতিবেদনে প্রকাশ করলে সহিংস যেকোনো উপায়েই কর্তৃপক্ষ তা দমন করবে।

সাংবাদিক কনককে সরকারের হয়রানির বিষয়ে চিঠিতে বলা হয়, "নির্বাসনে থেকেও রিপোর্টিং করার কারণে সাংবাদিককে কনককে ভয় দেখানো এবং হয়রানি করতে বাংলাদেশ সরকারের যে আচরণ দেখা গেছে তাতে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।"

চিঠিতে স্বাক্ষরকারী গণমাধ্যম এবং মানবাধিকার সুরক্ষায় কাজ করা সংস্থাগুলো হলো: ১. একসেস নাউ, ২. অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, ৩. অ্যান্টি ডেথ পেনাল্টি এশিয়া নেটওয়ার্ক৪. আর্টিকেল নাইনটিন, ৫. এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন, ৬. ক্যাপিটাল পানিশম্যান্ট জাস্টিস প্রজেক্ট, ৭. কোয়ালিশন ফর হিউম্যান রাইটস এন্ড ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ, ৮. কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস, ৯. হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ১০. ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস, ১১. ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ জার্নালিস্টস, ১২. পেন আমেরিকা, ১৩. পেন বাংলাদেশ, ১৪. রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস, ১৫. রবার্ট এফ কেনেডি হিউম্যান রাইটস।

মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির দোয়া মাহফিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

মহামারি কোভিড আক্রান্ত ছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন কারণে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিল করেছে মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি ইউএসএ ইনক। ২৩ জানুয়ারি রোববার বাদ মাগরিব এস্টোরিয়াস্থ আল আমীন জামে মসজিদে এই মাহফিল শেষে বিতরণ করা হয় শিরনি। এছাড়া দোয়া মাহফিলে দেশ ও প্রবাসে মৃত্যুবরণকারীদের মাগফেরাত ও অসুস্থদের সুস্থতা কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সভাপতি তজমুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন, উপদেষ্টা যথাক্রমে সিরাজ উদ্দিন সোহাগ ও আবদুল মোছাব্বির, সহ-সভাপতি সৈয়দ রুহুল, সৈয়দ আবুল কাশেম, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি মঞ্জুর হোসেন চৌধুরী জগলু, শ্রীমঙ্গল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক চমন এলাইহি, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহ-সভাপতি কয়েস আহমেদ, সদস্য সাইফুল ইসলাম, আবু সোলেমান, আব্দুল মুমিত, নূরুল হক, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, সাবেক কোষাধ্যক্ষ হেলাল তরফদার, সদস্য শাহীন হাসনাত, চৌধুরী মুমিত (তানিম), জিল্লুর রহমান খান, জাহাঙ্গীর আলম সাইফুল ছাড়াও সাবেক সভাপতি সোহান আহমেদ টুটুল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মামুন উপস্থিত ছিলেন।

মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির মিলাদ ও দোয়া মাহফিল। ছবি: সংগৃহীত

এছাড়া অনুষ্ঠানে গোলাপগঞ্জ সমিতি ইউএসএ'র উপদেষ্টা বেলাল উদ্দিন আহমেদ,বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি মাসুদুল হক ছানু, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট শেখ আতিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ ফজলুর রহমান, সৈয়দ বিলাল হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান, আব্দুল মুসাব্বির, আব্দুর রকিব, হেলাল খান, বেনু আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। দোয়া মাহফিলে উপদেষ্টা আবদুল মোছব্বিরের মাতা, সংগঠনের সদস্য জাকারিয়া লিটনের বাবা মোতাব্বির উদ্দিন আহমেদ ও মা লায়লা আহমেদ এবং সদস্য জাহাঙ্গীর আলমের পিতা ইয়াসিন আলীসহ মরহুম সৈয়দ মহরম আলী, মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিন খান ও তার সহধর্মিনী, মরহুম হাজি ইয়াসীন আলী, আলহাজ ডা. রহিম আলী, শামসুন্নাহার বেগম, ছমির উদ্দিন মাস্টার, গোলাম মুক্তাদীর তরফদার, মোহাম্মদ বাহার কুররী, মোছাম্মৎ খানুর বিবি (নিউজার্সি), সুফিয়ান মিয়া (ফিলাডেলফিয়া), জাকির আহমেদ, হারুন মিয়া, মাহবুব খান (কুলাউড়া), হাজী মোহাম্মদ কয়সর আহমেদ, আব্দুল মুসাব্বির (নজরুলের পিতা), হাজি মোহাম্মদ সোলায়মান মিয়া, আব্দুর রাজ্জাক তরফদার (চনর মিয়া), মোসাম্মৎ মাসুক বিবি, মোসাম্মৎ করিমা বেগম (গণির মাতা), আব্দুল বাড়ী খান, মোহাম্মদ লিয়াকত আহমেদ, ইসমত মিয়া, কাজী শফিকুল হক খান, মোহাম্মদ সিরাজ মিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন মৌলানা লুৎফুর রহমান চৌধুরী ও মৌলানা নেসার আহমেদ।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশান ইন স্পেন কার্যকরী পরিষদের দায়িত্ব হস্তান্তর। ছবি: প্রথম আলো

বাংলাদেশ এসোসিয়েশান ইন স্পেন কার্যকরী পরিষদের দায়িত্ব হস্তান্তর

জিয়াউল হক জুমন

বাংলাদেশ এসোসিয়েশান ইন স্পেনের ২২- ২৩ সালের কার্যকরী কমিটির দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে। ৩০ জানুয়ারি সোমবার রাতে বিপুল উৎসাহ -উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কমিটি ঘোষণা করা হয়। মামুন, শাহ আলম, মুরাদ, অহিদ প্যানেলকে নির্বাচনে আনুষ্ঠানিক বিজয়ী ঘোষণা করা হয় ।

সভাপতি হিসেবে আল মামুন, সিনিয়র সহ- সভাপতি শাহ আলম, সাধারণ সম্পাদক মুরাদ মুজমদার ও সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে ওহিদুজ্জান এর নাম ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের হলরুমে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশির উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার খোরশেদ আলম মজুমদারের সভাপতিত্বে, সদস্য সচিব দুলাল সাফা ও এসএম মাসুদের যৌথ পরিচালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব জামাল উদ্দিন মনির ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সৈয়দ আশফাকুল হক। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ,কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মাহবুবুর রহমান ঝন্টু, আব্দুল মুন্তাকিম মুজাক্কির, জাকির হুসেন, মাওলানা আসাদুজ্জামান রাজ্জাক, সাংবাদিক বকুল খান ও সেলিম আলম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলওয়াত করেন মাওলানা খলিলুর রহমান।

সাউথ ইষ্ট ইউএসএ গ্রুপ
দিচ্ছে নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলের নিশ্চয়তা

আপনি অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার দ্বারা আপনার ট্যাক্স ফাইল করুন

অন্যথায় সামান্য ভুলের কারণে আপনি পেতে পারেন আইআরএস নোটিশ!

আমাদের রয়েছে অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার।
যারা নির্ভূল ট্যাক্স ফাইল করতে সম্পুর্ণ অভিজ্ঞ।

মনে রাখবেন এবারের ট্যাক্স ফাইল হবে খুবই জটিল
কারণ এসবিএ লোন, পিপি লোন, আনএমপ্লয়মেন্ট,
স্টিমুলাস রিকভারি রিবেট, এবং চাইল্ড ক্রেডিট।

ক্রেডিট লাইন ভাল হলে সহজেই বাড়ি গাড়ি ফার্নিচার
ইত্যাদি কিনতে পারবেন। জীবনযাপন মসৃন হবে।

আপনার ক্রেডিট সমস্যার সমাধান করতে চাইলে
আজই যোগাযোগ করুন।

Confidential & safe

SOUTHEST USA GROUP, INC.
Debt Settlement and Credit Repair

74-09 37th Avenue, 2nd FL, Room# 206, Jackson heights, NY 11372

Phone: 718-639-6207 Cell: 917-566-1612

Email: usa.bd54@gmail.com

Shahjalal®
শাহজালাল
পরোটা
এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে
Shahjalal®
25
ORIGINAL
Paratha
LIGHT CRISPY LAYERED FLUFFY
-AUTHENTIC TASTE-
Home Made Style
Net Weight:
2000gm/70.5oz
FROZEN
KEEP FROZEN
PREMIUM FOODS USA INC.
50-49, 49th Street, Woodside, New York 11377
Tel: 718 440 9451, 718 392 0024 | Fax: 718.360.0439
www.premiumfoods.us

ডা. মো. আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডা. শামসি রহমান
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার
বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান
Ex-Attending Physician Ambulatory Care Elmhurst Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Diplomate of American Board of Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE
Attending Physician (Medicine Department)
QUEENS HOSPITAL CENTER
সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
• প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
• অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
• ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
• জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
• যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
জ্যাকসন হাইটস অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free
Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!
আপনি কি TLC লাইসেন্স প্লেটের মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন?
ক্যাব চালক ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি
২০২২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে টিএলসি'র সকল গাড়ীর ইন্স্যুরেন্স নবায়ন করতে হবে।
গ্রীন ক্যাব, ব্ল্যাক কার, লিভারী, ইয়েলো ট্যাক্সি চালকদের স্বাগত জানাচ্ছি।
আমরা অল্প ডাউন পেমেন্টে নিশ্চিতভাবে আপনার গাড়ীর ইন্স্যুরেন্স নবায়ন করে থাকি।
১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ব্রোকার চেঞ্জ করতে পারবেন।
NYI
NY INSURANCE
BROKERAGE INC.
আপনার সেই স্বপ্ন পূরণে সহযোগিতা করবে।
TLC
★ TLC লাইসেন্স প্লেট বাজারে ছাড়ার আগেই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
★ আগে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে এগিয়ে থাকবেন সবার আগে।
★ যারা ভাড়ায় এবং চুক্তিতে TLC লাইসেন্স প্লেট ব্যবহার করছেন তাদের নিজ নামে প্লেট ট্রান্সফার করে নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।
Shah Nawaz MBA
President & CEO
Call for More Information
718 476 2025
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
Corporate Office: 71-16 35th Ave, Jacksoh Heights, NY 11372
Tel: 347 425 3878, Fax : 718 476 2026, E-mail : Office@nyinsuranceb.com

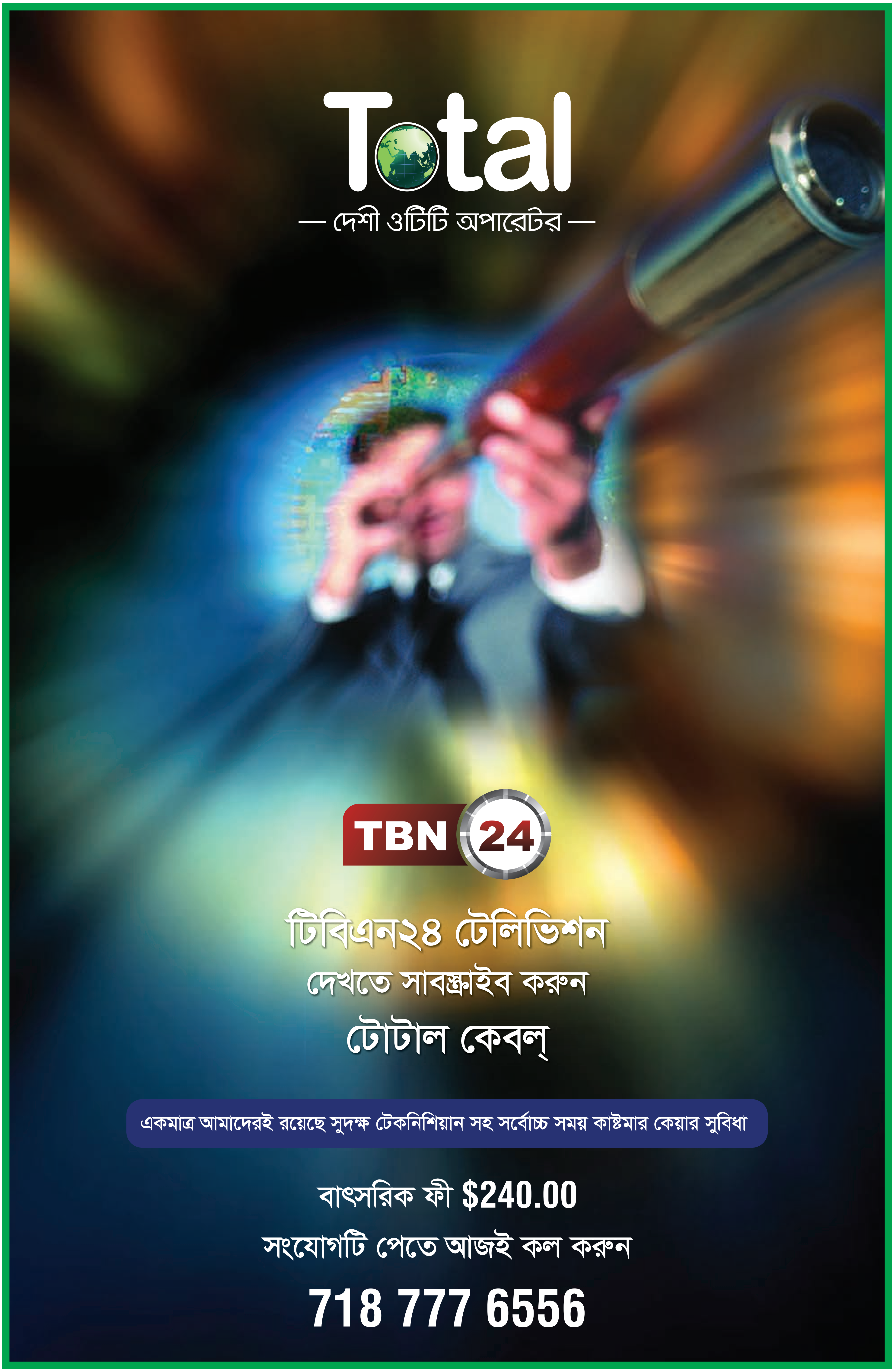
Total
— দেশী ওটিটি অপারেটর —
TBN 24
টিবিএন২৪ টেলিভিশন
দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন
টৌটাল কেবল্
একমাত্র আমাদেরই রয়েছে সুদক্ষ টেকনিশিয়ান সহ সর্বোচ্চ সময় কাষ্টমার কেয়ার সুবিধা
বাৎসরিক ফী $240.00
সংযোগটি পেতে আজই কল করুন
718 777 6556

পূর্ব ইউরোপে অতিরিক্ত সেনা পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ছবি: রয়টার্স

ইউরোপে আরও মার্কিন সেনা মোতায়েন ধ্বংসাত্মক: রাশিয়া

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

পূর্ব ইউরোপে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনে যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষণার বিষয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে রাশিয়া। খবর এএফপির।

রাশিয়ার উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেকজান্ডার গ্রুশকো বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপ দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতাকে আরও কঠিন করে তুলবে। পূর্ব ইউরোপে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষণাকে 'ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ' হিসেবে অভিহিত করেন আলেকজান্ডার গ্রুশকো। আলেকজান্ডার গ্রুশকো আরও বলেন, এই ধরনের পদক্ষেপ সামরিক উত্তেজনা বাড়াবে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ কমিয়ে দেবে।

ইউক্রেনের পূর্ব সীমান্তে প্রায় এক লাখ সেনা মোতায়েন করেছে রাশিয়া। এ নিয়ে মস্কোর সঙ্গে ইউক্রেন ও পশ্চিমা দেশগুলোর উত্তেজনা চলছে। কিয়েভ ও পশ্চিমা দেশগুলোর আশঙ্কা, ইউক্রেনে সামরিক হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা করছে মস্কো। তবে মস্কো এ অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। একই সঙ্গে তারা ইউক্রেন সীমান্ত থেকে সেনা সরিয়ে আনতেও নারাজ। এমন প্রেক্ষাপটে গতকাল বুধবার পূর্ব ইউরোপে অতিরিক্ত সেনা পাঠানোর ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষণা অনুযায়ী, জার্মানিতে ইতিমধ্যে অবস্থান করা এক হাজার মার্কিন সেনা যাবে রোমানিয়ায়। আর যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনার একটি সামরিক ঘাঁটি থেকে দুই হাজার মার্কিন সেনা যাবে জার্মানি ও পোল্যান্ডে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনের মুখপাত্র জন কিরবি জোর দিয়ে বলেন, পূর্ব ইউরোপে অতিরিক্ত মার্কিন সেনা মোতায়েনের বিষয়টি ন্যাটো জোটের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। ইউক্রেন ন্যাটোর সদস্য নয়। যুদ্ধের জন্য দেশটিতে কোনো মার্কিন সেনা পাঠানো হবে না বলে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন পেন্টাগনের মুখপাত্র।

পূর্ব ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের ঘোষণার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত (রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন) আক্রমণাত্মক আচরণ করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ব ইউরোপে আমাদের ন্যাটো মিত্রদের আশ্বস্ত করব যে আমরা পাশে আছি।'

ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের আশঙ্কার মুখে পূর্ব ইউরোপে অতিরিক্ত মার্কিন সেনা পাঠানোর ঘোষণার এক দিন আগে প্রেসিডেন্ট পুতিন অভিযোগ করে বলেন, তাঁর দেশকে একটি যুদ্ধে নামানোর চেষ্টা করছে যুক্তরাষ্ট্র।

ভুয়া পাসপোর্ট-ভিসায় বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে আইএস

উত্তর আমেরিকা অফিস

ভুয়া পাসপোর্ট, ভিসা এবং ভ্রমণ সংক্রান্ত স্ট্যাম্প তৈরি করে অনেক মানুষকে ব্রিটেন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পথ করে দিচ্ছে একটি চক্র। এর মধ্য দিয়ে জঙ্গি গোষ্ঠী আইএসের সদস্যরাও এসব দেশে প্রবেশ করছে বলে লন্ডন গার্ডিয়ানের এক অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে।

এমন একটি নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে তুরস্কে বসবাসকারী এক উজবেক উগ্রপন্থি। তারা এখন ১৫ হাজার ডলারে বিভিন্ন দেশের জন্য উচ্চ মানসম্পন্ন ভুয়া পাসপোর্ট ইস্যু করছে। এমন কমপক্ষে ১০টি ঘটনার খবর জানতে পেরেছে গার্ডিয়ান। এসব মানুষ সিরিয়া সীমান্ত দিয়ে তুরস্কে প্রবেশ করেছে। তারপর ইস্তাম্বুল বিমানবন্দরের মধ্যদিয়ে সে দেশ ছেড়েছে। এক্ষেত্রে ওই ভুয়া পাসপোর্ট, ভিসা বিক্রেতারা দাবি করে ইউরোপ হলো সবচেয়ে জনপ্রিয় গন্তব্য।

অন্যদিকে কমপক্ষে দু'জন ব্যক্তি ভুয়া পাসপোর্ট ব্যবহার করে ইস্তাম্বুল থেকে মেক্সিকো সফর করেছে। সেখান থেকে তারা অবৈধ উপায়ে সীমান্ত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে। নাইজার এবং মৌরিতানিয়া হলো এক্ষেত্রে ইউক্রেন এবং আফগানিস্তানের মতো তাদের কাছে জনপ্রিয় গন্তব্য। এ খাতে উজবেক ব্যবসা খুব ভালোভাবে চলছিল। এ জন্য তারা একটি এনক্রিপ্টেড ম্যাসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রাম নামে নতুন চ্যানেল চালু করেছে। অফিসিয়াল নাম দেয়া হয়েছে 'ইস্তাম্বুল গ্লোবাল কনসালটিং'। এই ব্যবসা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তা বিশ্বজুড়ে নিরাপত্তা সার্ভিসগুলোর রাডার থেকে পিছলে যেতে পারে। অতীতের অপরাধ থেকে রক্ষা পেয়ে যেতে পারে। সিরিয়ার বাইরেও তারা অব্যাহতভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাতে অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যেতে সক্ষম।

শরীরে তাঁর হাজারো পতঙ্গের উল্কি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

প্রবাদ আছে, 'শখের তোলা আশি টাকা'। মানুষের কত কিছুর নিয়েই তো শখ থাকে। বিচিত্র সব শখ পূরণে বিশ্বজুড়ে অনেকেই হয়েছেন আলোচিত। এবার যুক্তরাষ্ট্রে এমন এক শৌখিন মানুষের খোঁজ মিলেছে, যিনি শরীরে বিভিন্ন পতঙ্গ ও পোকামাকড়ের ৮৬৪টি উল্কি এঁকে নজর কেড়েছেন সবার। রীতিমতো নিজের শরীরকে যেন এক জীবন্ত শিল্পকর্মে পরিণত করেছেন নিউইয়র্কের উদ্যোক্তা মাইকেল অ্যামোয়া। আর এই শিল্পকর্মের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে সেসব ব্যয় করছেন সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পেছনে। এ ছাড়া গিনেস ওয়ার্ল্ডে রেকর্ডও গড়েছেন।

১ ফেব্রুয়ারি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের ওয়েবসাইটে বলা হয়, ২১ বছর বয়সে শরীরে এই বিচিত্র উল্কি আঁকা শুরু করেন মাইকেল অ্যামোয়া। বর্তমানে তাঁর বয়স ৪৭। প্রথমবার মাইকেল কনুইয়ের পাশে একটি পিঁপড়ার উল্কি (ট্যাটু) আঁকেন। প্রথম প্রথম অনেকেই মনে করতেন তিনি কীটতত্ত্ব পছন্দ করেন কিংবা পোকামাকড়ের উল্কি করতে পছন্দ করেন। তবে এটি আসল ঘটনা নয়। এর পেছনে কিছু কারণ লুকিয়ে ছিল, যার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে ইতিবাচক একটি বার্তা দেওয়া।

এসব উল্কির মধ্যে গলা ও বুকজুড়ে প্রায় ১৩ ইঞ্চি জায়গায় প্রজাপতির উল্কি। ডান হাতের কনুইয়ের নিচে ৮৯টি পিঁপড়ার উল্কি।

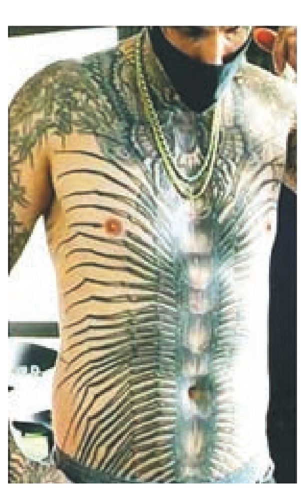

শরীরে উল্কি একে গিনেস ওয়ার্ল্ডে রেকর্ড করেছেন মাইকেল অ্যামোয়া
ছবি: সংগৃহীত

বাঁ হাতের কনুইয়ের নিচ থেকে পেশি পর্যন্ত ৩৬টি পিঁপড়ার উল্কি আঁকা হয়েছে। অপর দিকে ডান পায়ের হাঁটুর নিচ থেকে ২৩টি লাল পিঁপড়া। এ ছাড়া ডান চোখের ওপরে আড়াই ইঞ্চি জায়গাজুড়ে গুবরেপোকার উল্কি।

অন্যদিকে শরীরের অনেক জায়গাজুড়ে বিচ্ছু, ছারপোকা, মশা-মাছি, মাকড়সা এবং দুটি কেওড়া পোকার উল্কি আঁকা হয়েছে। এর মধ্যে ১৭ ইঞ্চি চওড়া এবং ১৯ ইঞ্চি লম্বা একটি কেওড়া পোকার উল্কি তাঁর বুকে আঁকা হয়েছে। আর পিঠের প্রায় ৫০ ইঞ্চি জায়গাজুড়ে আরেকটি কেওড়া পোকার উল্কি। এসব উল্কি নিয়ে মাইকেল বের হয়ে সবার নজর কেড়েছেন।

মাইকেল অ্যামোয়া বলেন, 'এসব কাজ দেখে লোকজন আমার কাছে ছুটে এসে এগুলো নিয়ে জিজ্ঞেস করতেন। আমি তখন ভাবতাম এমনটা হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁরা আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য জানার পর বিভিন্নজন নানা মত দিতে শুরু করেন।'

পেশায় একজন সংগীত প্রযোজক মাইকেল অ্যামোয়া। ২২ বছর বয়স থেকেই এই পেশায় কাজ শুরু করেন। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন বড় ক্লায়েন্টের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। বর্তমানে তিনি অ্যানিমেশন, বিনোদন এবং মাইব মিউজিক নিয়ে কাজ করছেন। তিনি বলেন, 'প্রথম দিকে এসব উল্কি দেখে লোকজন সব সময় মজা করত। এমনকি সবাই বলত যে এসব পাগলামি। কিন্তু ২৬ বছর পর সেই ধারণা ভেঙে দিয়েছি আমি। বর্তমানের উল্কির মাধ্যমে আমি সচেতনতা তৈরির কাজ করছি, পাশাপাশি অর্থ সংগ্রহেও এটা বেশ কাজে আসছে।'

উল্কি নিয়ে জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য ভালো কিছু করতে চান মাইকেল। ইতিমধ্যে ব্রাইট ফিইচার নামের একটি ফাউন্ডেশন গড়ে তুলেছেন তিনি। ভবিষ্যতে এই শিল্পকর্মের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ নিয়ে একটি ডিজিটাল তহবিল গড়তে চান তিনি।

লবিস্টদের পেছনে কত অর্থ ব্যয়, তা জানার অধিকার নাগরিকদের আছে

প্রফেসর আলী রীয়াজ

উত্তর আমেরিকা অফিস

লবিস্টদের পেছনে কত অর্থ ব্যয়, তা জানার অধিকার নাগরিকদের আছে বলে বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর আলী রীয়াজ।

প্রথম আলো পত্রিকাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, "বিদেশের হয়ে যারা লবি করে, তাদের তদারকির দায়িত্ব হচ্ছে মার্কিন জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের। কিন্তু আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে এদের ওপরে অন্যদেরও নজর থাকে। যেমন ধরুন, ওপেন সিক্রেটস বলে একটি সংগঠন। এরা হচ্ছে সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠান। নজরদারির কারণ এসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাদের হয়ে কাজ করছে, তাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত। এটা বিশেষ করে সেই সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে কোনো দেশের প্রতিনিধিত্ব করা হয়। তার ওপরে যদি ওই দেশের ব্যাপারে কোনো ধরনের আপত্তির বিষয় থাকে, তবে তো অবশ্যই তারা নজরে থাকে। এসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের সব ধরনের তথ্য জাস্টিস ডিপার্টমেন্টে দিতে বাধ্য থাকে। আইনে বলা হয়েছে, এমনকি তাদের কাজের ব্যয়ের ফর্দ পর্যন্ত দিতে হবে।"

আলী রীয়াজ তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেন, "লবিস্টদের কাজ হচ্ছে আইনপ্রণেতাদের জানানো, তাঁদের মনোভাব প্রভাবিত করা। এ ক্ষেত্রে তাদের আসল লক্ষ্য হচ্ছে আইনপ্রণেতাদের অফিসে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের কাছে পৌঁছানো। ধরুন, তারা একটি আইনের প্রয়োগ না হোক তা চায়, সে জন্য লবি করল। কিন্তু তারপরও সেই আইন প্রয়োগ হলো, লবিস্টদের আসলে কিছুই করার নেই। তারা বারবার চেষ্টা করতে পারে। এর চেয়ে বেশি কিছু তারা করতে পারে না।" তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যারা লবি করে, তারা আসলে আইনপ্রণেতাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করে, তাদের নির্বাচনী প্রচারে অর্থ দেয় বা সংগ্রহ করে দেয়। ফলে তারা এ নিয়ে খুব বেশি উচ্চকণ্ঠ নয়। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। তবে বিদেশি লবিস্টদের ব্যাপারে আইনপ্রণেতারা বেশ স্পর্শকাতর।

আলী রীয়াজ

সাধারণ মানুষ লবিস্টদের ব্যাপারে খুব বেশি অবহিত বলে মনে হয় না। তাঁরা মাঝেমধ্যে শোনেন। এ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন, বুঝতে পারেন যে সাধারণের স্বার্থ লঙ্ঘিত হওয়ার কারণ এ ধরনের লবিং। বিদেশি লবিং বিষয়ে খুব বেশি ধারণা মানুষের নেই।

আলী রীয়াজ বলেন, যে তথ্যগুলো বাংলাদেশের গণমাধ্যম এখন প্রকাশ করছে, সেগুলো কিন্তু তাদের নিজস্ব কোনো অনুসন্ধান নয়। এগুলো আগেই পাবলিকলি পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু যতক্ষণ না নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ নিয়ে আলোচনা হয়নি। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। ২০১৮ সালের নভেম্বরে প্রথম আলোতে সাংবাদিক কামাল আহমেদ এ বিষয়ে প্রতিবেদন লিখেছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে কেউ এ নিয়ে খুব বেশি উৎসাহ দেখায়নি। এখন এগুলো নিয়ে পরস্পর আক্রমণ করা হচ্ছে এ কারণে যে সরকার এটা দেখাতে চাইছে যে বিএনপির লবিংয়ের কারণেই এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। সরকার দাবি করে, যুক্তরাষ্ট্রকে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ কথা মনে করার পক্ষে কোনো প্রমাণ পাই না। আবার আওয়ামী লীগ সম্ভবত ভাবেনি যে এ নিয়ে কথা বললে তাদের অতীত প্রচেষ্টাগুলো প্রকাশিত হবে। কারণ যদি বলেন তবে ক্ষমতাসীন দলের উদ্দেশ্য একটাই, অন্যকে দোষী সাব্যস্ত করা।

তিনি বলেছেন, বাংলাদেশ সরকার দেশের ভাবমূর্তি ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করতে লবিং ফার্ম আগেও নিয়োগ দিয়েছে, এখন বলছে তারা দেবে। প্রশ্নটা হচ্ছে, দেশে যদি তথ্যের অবাধ প্রবাহ থাকত, তবে তো সরকারকে লবিং ফার্ম নিয়োগ দিতে হতো না। দেশি-বিদেশি নির্ভরযোগ্য গণমাধ্যমগুলো নিজেরাই তা তুলে ধরত। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, এই যে জনগণের অর্থ ব্যয় হলো, তা দিয়ে আদৌ কোনো কাজ হয়েছে কি না, সেটার ব্যাপারে একধরনের অস্বচ্ছতা আছে। কত অর্থ ব্যয় হয়েছে, সেটা জানার অধিকার তো নাগরিকদের আছে। কী কারণে এই ব্যয় করতে হলো, কারা এ থেকে সুবিধা পেলেন, সেসব জানার অধিকার করদাতাদের আছে।

জ্যামাইকায় আড়াই শতাধিক মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও পিপিই বিতরণ করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

জ্যামাইকায় বিনামূল্যে খাবার বিতরণ

উত্তর আমেরিকা অফিস

করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে আবারও বিনামূল্যে খাবার ও পিপিই বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও কোভিড টেষ্ট করা হয়েছে। কমিউনিটি অ্যালায়েন্স গ্রুপের (ক্যাগ) স্পন্সারে কমিউনিটি ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিভ ক্লাব ও প্রিন্টিং হাউজ আইজে ক্রিয়েটিভ সলিউশনের যৌথ আয়োজনে গত ২৭ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও পার্সন্স বুলেভার্ডের কর্নারে আড়াই শতাধিক মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও পিপিই বিতরণ করা হয়। এই অয়োজনে সহযোগিতায় ছিল জাপনিত সিং, ইউনাইটেড কমিউনিটি গ্রুপ, সাদাকাহ ফাউন্ডেশনেবং কমিউনিটি ইয়্যুথ এম্পাওয়ামেন্ট।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মূলধারার রাজনীতিক জাপনিত সিং, মিজান চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, কামরুল ইসলাম সনি, আইজে ক্রিয়েটিভ সলিউশন প্রিন্টংয়ের মুহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম । এছাড়াও আইজে ক্রিয়েটিভ সলিউশন প্রিন্টংয়ের সালমা জাহান, জ্যাক ইউএসএ টেকের আবু জে চৌধুরী এসময় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা দেশি-বিদেশি সবাই মিলে 'ইউনাইটেড কমিউনিটি' গড়ে তোলে যেকোনো আপদে-বিপদে দলমত-নির্বিশেষে সকল মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশিসহ অন্যান্য কমিউনিটির নারী-পুরুষ লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার সংগ্রহ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণ ৩০ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়াল

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণ ৩০ ট্রিলিয়ন (৩০ লাখ কোটি) ডলার ছাড়িয়েছে। ১ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার মার্কিন রাজস্ব বিভাগ এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানায়। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণের নতুন রেকর্ড তৈরি হয়েছে।

রাজস্ব বিভাগের প্রতিবেদনে তথ্য জানানো হয়, সরকারি ঋণের পরিমাণ গত বছরের জানুয়ারি থেকে ২০২২ সালের জানুয়ারিতে ঋণ বেড়েছে প্রায় সাত লাখ কোটি ডলার। ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে আমেরিকার ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৩ লাখ কোটি টাকা। বিপুল পরিমাণ এই ঋণের বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। প্রথমেই রয়েছে করোনাভাইরাস। করোনা আবহে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যাপক চাপ বেড়েছে। ব্যয় বেড়েছে প্রশাসনের।

একইসাথে এই মহামারি পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট ব্যবসায়িক ক্ষতি হয়েছে।

সিএনএন প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ

'রোমান্টিক সম্পর্ক'

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম সিএনএনের প্রেসিডেন্ট জেফ জুকার পদত্যাগ করেছেন। এই গণমাধ্যমের জ্যেষ্ঠ এক কর্মকর্তার সঙ্গে তাঁর 'রোমান্টিক' সম্পর্ক ছিল। তবে এ সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আনেননি তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের আরেক গণমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, এ সম্পর্কের কথা স্বীকার করে পদত্যাগ করেন জেফ।

নিউইয়র্ক টাইমস জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি জেফ জুকার। তিনি নয় বছর ধরে এই দায়িত্ব ছিলেন। এমন সময়ে তিনি সিএনএন ছাড়ছেন, যখন গণমাধ্যমটি সিএনএন প্লাস নামে একটি স্ট্রিমিং সার্ভিস চালু করতে যাচ্ছে।

পদত্যাগের বিষয়ে ৫৬ বছর বয়সী জেফ লিখেছেন, নিউইয়র্কের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোর ভাই ও সিএনএনের উপস্থাপক ক্রিস কুমোর বিরুদ্ধে যখন অভ্যন্তরীণ তদন্ত চলছিল, তখন তাঁর রোমান্টিক সম্পর্কের বিষয়টি সামনে

জেফ জুকার

আসে। এই তদন্তের পেছনের কারণ, যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠার পর অ্যান্ড্রু কুমোকে রাজনৈতিকভাবে সহযোগিতার চেষ্টা করেছিলেন ক্রিস কুমো। এ তদন্তের পর ক্রিস কুমোর চাকরি যায়।

জেফ বলেন, 'এই তদন্তের সময় এক সহকর্মীর সঙ্গে আমার সম্পর্কের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়। এমন মানুষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যার সঙ্গে আমি ২০ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করছি। আমি স্বীকার করেছি, সম্প্রতি আমাদের সম্পর্কে ধরন বদলেছে। আমার এটা প্রকাশ করা উচিত ছিল। কিন্তু আমি করিনি।' জেফ মূলত অ্যালিসন গলস্টের কথা বলেছেন। এই নারী সিএনএনের ভাইস প্রেসিডেন্ট।

জ্যাকসন হাইটস- এ
অভিজ্ঞ ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠান
TAX
সুরমা এজেন্সি INC.
$40 থেকে শুরু
ব্যাক্তিগত ও বিজনেস
ট্যাক্স ফাইলিং
ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট
লাইসেন্স
পেরোল
অলাভজনক ব্যবসা শুরু করা
ট্যাক্স সংক্রান্ত অন্যান্য সেবা
এই আর এস ও নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যার সমাধান
37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY-11372
+1 (631)805-1051

PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

Print & Art
New York Medical Career Training Center
New York Medical
Career Training Center
Committed To Provide Medical Training
Manhattan (212) 947-4444
Queens (718) 460-4340
Long Island (516) 778-9393
Programs Offered
• Diagnostic Medical Sonographer
• Medical Assistant (RMA)
• EKG Technician
• Phlebotomy Technician
• EKG & Phlebotomy (CET & CPT)
• Medical Billing (ICD9 & CPT)
• Medical Office Administration (CMAA)
• Patient Care Technician
• Pharmacy Technician
• Dialysis Tech (Bonnet)
• Nursing Assistant (CNA)
Financial Aid Available •Licensed by NYS Ed
Nationally Accredited Institute

M&N HOME CARE SERVICES LLC

$23/hr

CD PAP - PCA - HHA

866-688-6922

বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিবিনির্মাণ কমিশনের সভাপতি নির্বাচিত

বিশেষ প্রতিনিধি

বিশ্বজুড়ে শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের শান্তিবিনির্মাণ কমিশনের সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা ২০২২ সালের জন্য জাতিসংঘ শান্তিবিনির্মাণ কমিশনের (পিবিসি) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদরদপ্তরে ১ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার পিবিসির চেয়ার ও ভাইস-চেয়ারদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রদূত ফাতিমা হলেন পিবিসির প্রথম নারী সভাপতি।

বাংলাদেশের আইন শৃংখলা বাহিনীর কতিপয় সদস্যের বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর জাতিসংঘ শান্তিমিশনে বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে নানা কানাঘুষা শুরু হয়েছিল। এমনকি জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন থেকে র‍্যাবকে বাদ দেয়ার আহ্বান জানিয়ে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ মোট ১২টি মানবাধিকার সংস্থা জাতিসংঘের কাছে একটি চিঠি দিয়েছে।

এমন কঠিন সময়ে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা পিবিসির সভাপতি নির্বাচিত হওয়া বাংলাদেশের ভাবমূর্তির জন্য বড় ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। পিসবিল্ডিং কমিশন (পিবিসি) জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের একটি আন্ত:রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা সংস্থা।এই সংস্থা সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোতে শান্তি বিনির্মাণের জন্য কাজ করে, যাতে সংঘাতের পুনরাবৃত্তি রোধ এবং

রাবাব ফাতিমা

অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ইকোসক) থেকে নির্বাচিত সদস্যসহ ৩১ জন সদস্যের সমন্বয়ে ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পিবিসি। জাতিসংঘে শীর্ষ অর্থ প্রদানকারী ও শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোও কমিশনের সদস্য।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অবদান রাখা এবং বিশ্বব্যাপী 'নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা এজেন্ডা'কে চ্যাম্পিয়ন করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এক বিশ্বস্থ নাম। এই নির্বাচন বাংলাদেশের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আস্থা ও বিশ্বাসেরই বহি:প্রকাশ, কারণ বিশ্বের অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কিছু অঞ্চলে শান্তিরক্ষা ও শান্তিবিনির্মাণে বাংলাদেশ দীর্ঘ সময়ব্যাপী তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

যখন কোভিড-১৯ অতিমারি শান্তি বিনির্মাণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে ঠিক তেমনই এক চ্যালেঞ্জিং সময়ে পিবিসি পরিচালনার জন্য সদস্যরাষ্ট্রসমূহ বাংলাদেশের প্রতি যে আস্থা ও বিশ্বাস রেখে বাংলাদেশকে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করেছে, সেজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। তিনি বলেন, "উন্নয়ন ও শান্তি বিনির্মাণের ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ যে প্রভাব ফেলেছে তা প্রশমিত করতে আমরা বৈশ্বিক সংহতি এগিয়ে নিতে বিশেষ মনোযোগ দেব"।

সংঘাতপূর্ণ দেশ বা অঞ্চলে শান্তিবিনির্মাণ সক্ষমতাসমূহের উন্নয়নে শান্তিরক্ষীগণ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে এবং শান্তিবিনির্মাণ কাজে যুক্ত অন্যান্য অংশীজনকে সংঘাতের মূল কারণগুলো মোকাবেলায় যেভাবে সহায়তা করছে তা স্মরণ করেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। এ প্রেক্ষিতে তিনি শান্তিরক্ষা এবং শান্তি বিনির্মাণ কার্যক্রমের আন্ত:সম্পর্ককে শক্তিশালী করার উপর জোর দেন।

রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, শান্তিরক্ষীগণ যে সকল দেশে নিয়োজিত সেই দেশসমূহের উন্নয়নে তারা যে অবদান রেখে চলেছে, শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সবসময়ই তা গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করে। শান্তি বিনির্মাণে নারী ও যুবকদের পূর্ণ, সমান এবং অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে 'নারী শান্তি ও নিরাপত্তা' (ডব্লিউপিএস) এবং 'যুব শান্তি ও নিরাপত্তা (ওয়াইপিএস) এজেন্ডাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে আগ্রহের কথা তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

দুই পুলিশ কর্মকর্তা স্মরণে জ্যাকসন হাইটস ও ব্রংকসে শোকসভা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটির হারলেমে সহিংসতার ঘটনায় নিহত দুই পুলিশ কর্মকর্তা জ্যাসন রিভেরা ও উইলবার্ট মোরা স্মরণে জ্যাকসন হাইটস ও ব্রঙ্কসে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নিহত দুই পুলিশ কর্মকর্তা স্মরণে কুইন্স বরোর পুলিশ বিভাগ গত ২৬ জানুয়ারি জ্যাকসন হাইটসে এক শোক সমাবেশের আয়োজন করে। ডাইভারসিটি প্লাজার এই স্মরণ সমাবেশে কুইন্সের উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন-জেবিবিএ'র প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থেকে নিহতদের প্রতি শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন। এসময় জেবিবিএ'র নেতারা প্রদীপ প্রজ্জ্বালন করে নিহতদের প্রতি সম্মান জানান। শোক সমাবেশে ১৫ প্রিসিংক্টের কমান্ডিং অফিসার আল তাহেরী নিহত দুই পুলিশের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, চলতি মাসে নিউইয়র্ক পুলিশকে চারবার বন্দুক হামলার মুখোমুখি হতে হয়েছে। সর্বশেষ আমাদের দু'জন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হলেন, যা আমাদেরকে মর্মাহত করেছে।

এদিকে, ব্রঙ্কসের বাংলাবাজার এলকায় গত ২৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটি পুলিশের দুই কর্মকর্তা জ্যাসন রিভেরা ও উইলবার্ট মোরা স্মরণ সভায় বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। এসময় বক্তব্য রাখেন মূলধারার রাজনৈতিক মোহাম্মদ এন মজুমদার, উইলিয়াম রিভেরা ও মির্জা মামুন রশিদ, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মো. খলিলুর রহমান প্রমুখ।

হুমায়ূন রশিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মামলা খারিজ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের নর্থ ব্রঙ্কসের বাসিন্দা হুমায়ূন রশিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অভিযোগে দায়েরকৃত একটি মামলা খারিজ করে দিয়েছেন ব্রঙ্কস কাউন্টি ক্রিমিনাল কোর্টের বিচারক। গত ১০ জানুয়ারি আদালত প্রদত্ত রায়ে হুমায়ূন রশিদকে নির্দোষ ঘোষণা করে মামলার (মামলার ডকেট নম্বর- 'সিআর-০০৭৯৭৮-২১ বিএক্স') নথিপত্র সিল করার নির্দেশ প্রদান করেন।

হুমায়ূন রশিদ জানান, তিনি গত বছরের ২১ মে নর্থ ব্রঙ্কস ইসলামিক সেন্টারে আসরের নামাজ শেষে মসজিদ কমিটির কাছে অভিযোগ করে বলেন, যে ইমাম নামাজে ইমামতি করেছেন তার সুরা সহী না। তাঁকে যেন আর ইমামতির দায়িত্ব দেয়া না হয়। এর পর মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর মসজিদ কমিটির সভাপতি সৈয়দ জামিন আলী হুমায়ূন রশিদকে বলেন আপনার ভাল না লাগলে মসজিদে আসবেন না। এনিয়ে বাকবিতণ্ডা হলে স্থানীয় মুরব্বীসহ অন্যদের সহযোগিতায় বিষয়টি ওইদিনই মীমাংসা হয়ে যায়।

হুমায়ূন রশিদ জানান, ওই ঘটনার তিনদিন পর পুলিশ কমান্ডো স্টাইলে তাঁর বাসায় হানা দেয়। ওই সময় পুলিশ তাঁকে বাসায় না পেয়ে তাঁর মেয়েকে বলে যান তাঁর বাবা যেন ৫২ পুলিশ প্রিসেঙ্কটে যোগাযোগ করেন। পরে তিনি পুলিশ প্রিসেঙ্কটে কল করলে তাঁকে জানান হয় তাঁর বিরুদ্ধে টেরোরিস্ট হামলার অভিযোগ রয়েছে। ১ জুন তিনি পুলিশ প্রিসেঙ্কটে যান এবং আইনজীবী নিয়োগ করেন। প্রিসেঙ্কটে যাওয়ার পর তাঁকে গ্রেফতার

হুমায়ূন রশিদ

করা হয় এবং কয়েক ঘণ্টা পর তাঁকে কোর্টে হাজির করা হয়। আদালত তাঁকে জামিন দেন।

হুমায়ূন রশিদ জানান, মামলাটি ৮ মাস চলার পর গত ১০ জানুয়ারি আদালত তাঁকে নির্দোষ ঘোষণা করে মামলাটি খারিজ করে নথিপত্র সিল করার নির্দেশ প্রদান করেন। এব্যাপারে মসজিদ কমিটির সভাপতি সৈয়দ জামিন আলীর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। এবিষয়ে নর্থ ব্রঙ্কস ইসলামিক সেন্টারের সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন জানান, মুসল্লী হুমায়ূন রশিদ মসজিদের ওই ইমামকে বাদ দিতে বলেন অন্যথায় মসজিদ তছনছ করার হুমকি দেন। স্থানীয়ভাবে বিষয়টি সুরাহা না করতে পেরে পরবর্তীতে মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে স্থানীয় পুলিশ প্রিসেঙ্কটে জানালে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়। সেসময় মসজিদ কমিটির সভাপতি সৈয়দ জামিন আলী এবং সাক্ষী সৈয়দ রাহুল ইসলামকে পুলিশের সরেজমিন রিপোর্টে স্বাক্ষর করতে বললে তাঁরা সেখানে স্বাক্ষর করেন।

ব্রঙ্কসে জুয়েল অটো রিপেয়ার অ্যান্ড বডি শপের উদ্বোধন। ছবি: সংগৃহীত

জুয়েল অটো রিপেয়ার অ্যান্ড বডি শপের উদ্বোধন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে বাঙালি অধ্যুষিত ব্রঙ্কসের ২২৩৬ ক্রস ব্রঙ্কস এক্সপ্রেসওয়ে এলাকায় জুয়েল অটো রিপেয়ার অ্যান্ড বডি শপের যাত্রা শুরু হয়েছে। ৩১ জানুয়ারি সোমবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশি-আমেরিকান তরুণ ব্যবসায়ী ও কার স্পেশালিস্ট জুলফিজার আকতার জুয়েলের মালিকানাধীন ব্রঙ্কসের অন্যতম বৃহৎ এ অটো রিপেয়ার কারখানাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটির গ্র্যান্ড ওপেনিংয়ের বর্ণাঢ্য আয়োজনে শুভ কামনা জানাতে উপস্থিত হন নিউইয়র্কের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

দোয়া মাহফিলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। জুয়েল অটো রিপেয়ার অ্যান্ড বডি শপে'র কর্ণধার জুলফিজার আকতার জুয়েলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন পার্কচেস্টার ইসলামিক সেন্টারের ইমাম ও খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক। এসময় বক্তব্য রাখেন মূলধারার রাজনীতিক মোহাম্মদ এন মজুমদার, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট শেখ জামাল হুসেন, সিরাজুল ইসলাম খান, আব্দুর রহিম। কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

জুলফিজার আকতার জুয়েল জানান, একই ছাদের নিচে তাদের এখানে অনেক সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। তারা সব ধরনের দেশীয় এবং আমদানিকৃত গাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া প্রদান করে থাকেন। তাদের এখান থেকে ব্রোকারেজ, টিএলসি ইন্স্যুরেন্স সেবা প্রদান করা হয়। উবার, লিফট, ভায়া এবং অন্যান্য বেস সুবিধাও রয়েছে।

প্রাক্তন মিস ইউএসএ চেসলির আত্মহত্যা

উত্তর আমেরিকা অফিস

সুইসাইড নোট রেখে মারা গেছেন প্রাক্তন মিস ইউএসএ চেসলি ক্রিস্ট। ৩০ জানুয়ারি রোববার সকালে নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের একটি বিলাসবহুল বহুতল ভবন থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩০ বছর।

সিএনএন প্রতিবেদনে জানায়, স্থানীয় সময় ৩০ জানুয়ারি সকাল সোয়া ৭টায় ভবনটির পাশের রাস্তায় তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ম্যানহাটনে অবস্থিত ৬০তলা বিলাসবহুল একটি ভবনের নবম তলায় বসবাস করতেন চেলসি ক্রিস্ট। এদিকে মৃত্যুর আগে চেসলি ক্রিস্ট ইনস্টগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেন। তাতে লেখা ছিল, 'দিনটি আপনার বিশ্রাম ও শান্তি নিয়ে আসুক।'

চেসলি ১৯৯১ সালের ২৮ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানের জ্যাকসনে জন্মগ্রহণ করেন। ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সুন্দরী প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হন তিনি।

'এক্সট্রা টিভি'তে একটি বিনোদনমূলক সংবাদ অনুষ্ঠানের সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করতেন এই সুন্দরী। চেসলি ক্রিস্ট একজন অ্যাটর্নি ছিলেন। তিনি আমেরিকার বিচার ব্যবস্থার সংস্কারে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। ক্রিস্ট উত্তর ক্যারোলিনা থেকে আসা

চেসলি ক্রিস্ট

একটি আইন সংস্থার জন্য দেওয়ানি মামলার অনুশীলন করেছিলেন। তিনি যে সব বন্দিকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেয়া হয়েছিল তাদের বিনামূল্যে কম শাস্তি পেতে সাহায্য করার জন্য কাজ করেছিলেন।

ট্যাক্স রিটার্ন নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

সিপিএ মোহাম্মদ কে চিশতী

মার্কিন কংগ্রেস কোভিড-১৯ মহামারির এ সময়ে জনগণকে সহায়তা করার জন্য বেশ কিছু অর্থনৈতিক ত্রাণ ব্যবস্থার পক্ষে আইন পাস করেছে। নতুন আইনের কারণে এই কর মৌসুমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। এবছর আপনার ট্যাক্স রিফান্ড থেকে সর্বাধিক সুবিধা পেতে আপনার বেশ কিছু বিষয় জানা দরকার।

লুকব্যাক বিধি

১/ ২০২১ সালে কোন আয় না করলেও আপনি আর্নড ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট (EITC) এবং চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পেতে পারেন।

২/ কোভিড-১৯ মহামাররির কারণে অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে সমর্থন করতে কংগ্রেস একটি 'লুকব্যাক রুল' পাস করেছে যার অর্থ হলো আপনি যদি ২০১৯ সাল থেকে ২০২১ সালে কম উপার্জন করেন তবে আপনি আপনার অর্জিত আয়কর ক্রেডিট গণনা করার জন্য ২০১৯ বা ২০২১ সালের আয়কে ব্যবহার করতে পারেন (ETC) এক্ষেত্রে যেটি আপনাকে সবচেয়ে বেশি টাকা ফেরত দেবে, সে বছরের আয়কে ধরতে পারেন।

লুকব্যাকের সুবিধা নিতে আপনার ২০১৯ সালের ট্যাক্স রিটার্নের প্রয়োজন হবে। আপনি যদি ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২১ সালে কম উপার্জন করেন, তাহলে আপনি কোন আয় ব্যবহার করবেন তা বেছে নিতে পারেন। যদি আপনার ২০২১ এর আয় ২০১৯ এর আয়ের থেকে বেশি হয়, তাহলে আপনাকে অবশ্যই আপনার ২০২১ এর আয় ব্যবহার করতে হবে।

চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট (CTC)

১/ প্রায় প্রতিটি যোগ্য পরিবারই বর্ধিত চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়ার সুযোগ আছে, যার মধ্যে সাম্প্রতিক আয় নেই এবং যারা সাধারণত ট্যাক্স জমা দেন না। আপনি যদি ২০২১ সালে অগ্রিম পেমেন্ট পেয়ে থাকেন, তাহলে আপনার অবশিষ্ট ক্রেডিট পেতে আপনাকে ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করতে হবে। আপনি যদি অগ্রিম অর্থ না পেয়ে থাকেন, আপনি আপনার ট্যাক্স ফাইল করার সময় সম্পূর্ণ ক্রেডিট পেতে পারেন।

২/ প্রসারিত চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট ৬ বছরের কম বয়সী প্রতিটি শিশুর জন্য ৩,৬০০ ডলার পর্যন্ত এবং ৬ থেকে ১৭ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুর জন্য ৩,০০০ ডলার। সরকার জুলাই ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত অগ্রিম পেমেন্টের মাধ্যমে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটের অর্ধেক বিতরণ করেছে। আপনার চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটের বাকি অর্ধেক দাবি করতে, আপনাকে ২০২১ ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করতে হবে।

৩/ যৌথ কর রিটার্ন দাখিলকারী দু'টি চিঠি পাবেন। আপনাকে চিঠি ৬৪১৯ এর বক্স ১ এর উভয় পরিমাণ যোগ করতে হবে এবং শিডিউল ৮৮১২ -এ মোট পরিমাণ লিখতে হবে। অর্জিত (আর্নন্ড) আয়কর ক্রেডিট (EITC) আগের চেয়ে অনেক বেশি মানুষ এই আর্নড ইনকাম ক্রেডিট পেতে পারেন। আপনি যদি একটি চাকরি থেকে অর্থ উপার্জন করেন, তাহলে এই ক্রেডিটটি ট্যাক্স রিটার্নের সময় অর্থ ফেরত দিতে পারে বা আপনার পাওনা ফেডারেল ট্যাক্স কমিয়ে দিতে পারে। করদাতাদের জন্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ক্রেডিটগুলোর মধ্যে একটি হলো অর্জিত আয়কর ক্রেডিট। ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত—আংশিকভাবে

মোহাম্মদ কে চিশতী

সামাজিক নিরাপত্তা করের বোঝা কমানো এবং কাজ করার জন্য একটি প্রণোদনা প্রদানের জন্য—এ কর নির্ধারিত হয়। ফাইলিং স্ট্যাটাস অনুসারে পর্যায়ক্রমে হয়ে থাকে। অবিবাহিত, বিবাহিত, যৌথ ফাইলিং ফাইলিং যৌথভাবে বা সন্তান রয়েছে তাদের মধ্যে আলাদা ভাগে বিবরণী দাখিল করা যায়। সামঞ্জস্যপূর্ণ মোট আয়, অর্জিত আয় এবং বিনিয়োগ আয়ের ওপর ভিত্তি করে ট্যাক্স ক্রেডিট হিসেব করা হয়ে থাকে।

আই আর এস ২০২১ সালের জন্য ক্যাটাগরি অনুযায়ী সর্বোচ্চ চাইল্ড ক্রেডিটের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে অনুযায়ী ক্রেডিটের জন্য যোগ্য তিন বা এর বেশি সন্তানের বেলায় ৬ হাজার ৭২৮ ডলার, দুই সন্তানের বেলায় ৫ হাজার ৯৮০ ডলার, এক সন্তানের বেলায় ৩ হাজার ৬১৮ ডলার এবং কোনো সন্তান নেই এমন লোকজন ১ হাজার ৫০২ ডলারের ক্রেডিট পেতে পারেন।

২০২১ সালের জন্য সাধারণত একজন ব্যক্তির বয়স কমপক্ষে ১৯ বছর হতে হবে, ব্যতিক্রম হিসেবে একজন প্রাক্তন পালক সন্তান বা যোগ্য গৃহহীন যুবকের (হোম্লেস ইয়ুথ) এর ন্যূনতম বয়স ১৮ এবং একজন শিক্ষার্থীকে কমপক্ষে ২৪ বছর বয়সী হতে হবে। ২০২১ সালের জন্য কোনো উচ্চ বয়সের সীমা দেয়া হয়নি। বিবাহিত হলে উভয়ে, স্বামী/স্ত্রীর অবশ্যই বৈধ সামাজিক নিরাপত্তা নম্বর(সোশাল সিকিউরিটি নম্বর) থাকতে হবে এবং ছয় মাসের বেশি সময় ধরে আমেরিকায় বসবাস করতে হবে। যদি আপনাকে অন্য ফাইলারের ট্যাক্স রিটার্নের ওপর নির্ভরশীল হিসাবে দাবি করা হয় তবে আপনি এ ক্রেডিট পাওয়ার যোগ্য হবেন না।

আপনি যদি ২০২১ সালে বিনিয়োগ থেকে ১০ হাজার ডলার বা তার বেশি উপার্জন করেন তবে আপনি EITC-এর জন্য যোগ্য হবেন না। এটিকে "অযোগ্য আয়" হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং আপনি ক্রেডিট পাওয়ার জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন না।

আপনি যদি স্ব-নিযুক্ত কর্মী হন(সেলফ এমপ্লোয়েড), আপনি EITC-এর জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। ট্যাক্স বিশেষজ্ঞরা আপনাকে প্রতি বছর আপনার যোগ্যতা যাচাই করার পরামর্শ দিচ্ছেন, এমনকি যদি আপনি মনে করেন আপনি এ ক্রেডিট পাওয়ার যোগ্য হবেন না।

চাইল্ড অ্যান্ড ডিপেন্ডেন্ট কেয়ার ক্রেডিট এই ট্যাক্স ক্রেডিট প্রথমবারের জন্য সম্পূর্ণরূপে ফেরতযোগ্য। এটি শিশুর যত্নের জন্য বা একজন প্রাপ্তবয়স্ক নির্ভরশীল ব্যক্তি যিনি নিজের যত্ন নিতে অক্ষম তাদের যত্নের জন্য আপনি যে খরচ প্রদান করেন তা অফসেট করতে সহায়তা করে।

চাইল্ড অ্যান্ড ডিপেন্ডেন্ট কেয়ার ক্রেডিট বেবিসিটিং বা ডে কেয়ারের খরচ মিটিয়ে দিতে সাহায্য করে। এটি এমন লোকেদের জন্য উপলব্ধ, যাদের কাজ করার জন্য বা কাজের সন্ধান করার জন্য ১৩ বছরের কম বয়সী নির্ভরশীলদের জন্য চাইল্ড কেয়ারের জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে। ক্রেডিটটি একজন পত্নী বা স্ত্রীর যত্ন নেয়ার খরচের জন্যও পাওয়া যায়। এটি যে কোনো বয়সের একজন নির্ভরশীল যিনি শারীরিক বা মানসিকভাবে স্ব-যত্ন করতে অক্ষম তার বেলায় প্রযোজ্য। যোগ্যতা অর্জনের জন্য, আপনার ফাইলিং স্ট্যাটাস অবশ্যই অবিবাহিত হতে হবে, যৌথভাবে বিবাহিত ফাইলিং, পরিবারের প্রধান বা যোগ্য সন্তানের সাথে বিধবা বা বিধবা হতে হবে।

সুতরাং কর বছরের ২০২১ এর জন্য (২০২২ সালে আপনি যে ট্যাক্স ফাইল করছেন): একজন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য যোগ্যতা ব্যয়ের(কোয়ালিফাইং এক্সপেন্স) পরিমাণ ৩ হাজার থেকে ৮ হাজার এবং দুই বা ততোধিক যোগ্য ব্যক্তির জন্য ৬ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬ হাজার হয়েছে। ক্রেডিট পাওয়ার জন্য যোগ্য খরচ ৩৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত হয়েছে। সমন্বয়যোগ্য মোট আয় (আডজাস্টেড গ্রস ইনকাম) এর জন্য ক্রেডিট হ্রাসের হিসাব শুরুর অংক ১৫ হাজার ডলার থেকে বারিয়ে এক লাখ ২৫ হাজার ডলার করা হয়েছে।

মোহাম্মদ কে চিশতী সিপিএ, এমবিএ। প্রধান নির্বাহী, চিশতী একাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস

অধিকারের লড়াই চলমান: ঝর্ণা চৌধুরী

রওশন হক

পরিবারের বড় মেয়ে ঝর্ণা চৌধুরী উচ্চশিক্ষার জন্য সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। একটি পরিবারের সাথে তিনি নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন। ফেসবুকে ঝর্ণা কিছু ছবি আপলোড করেন। তাঁর পোশাক নিয়ে নিজের এলাকার পঞ্চায়েতের লোকজন সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ঝর্নার পরিবারকে ‘সমাজচ্যুত’ করার ঘোষণা দেন তারা। বিষয়টি সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হলে এ নিয়ে দেশে বিদেশে হৈচৈ শুরু হয়। বাংলাদেশের উচ্ছল তরুণী ঝর্ণা চৌধুরীর সমর্থনে সামাজিক মাধ্যমগুলো সরগরম হয়ে ওঠে। স্থানীয় গণ্যমান্য ও প্রশাসনের লোকজনের টনক নড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার ভাটেরার কৃষ্ণপুর গ্রামে।

ঝর্ণা ১ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার কথা বলেছেন প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাথে। জানিয়েছেন তাঁর সমর্থনে অসংখ্য লোকজন ও সংবাদমাধ্যম এগিয়ে আসার কারণে বিষয়টির আপাত সুরাহা হয়েছে। স্থানীয় নির্বাহী কর্মকর্তা এবং গণ্যমান্যরা মিলে পরিস্থিতি আপাতত শান্ত করেছেন। যারা সমাজচ্যুত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন, তাদের বোদোধয় ঘটেছে। নিউইয়র্কের জামাইকায় নিরাপদে বসবাসরত ঝর্ণা তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসার জন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

নারী অধিকার , মানবাধিকারের এবং মুক্তচিন্তার লড়াই চলমান বলে মনে করেন ঝর্ণা চৌধুরী। কোনো অপগোষ্টির কারণে এ সংগ্রাম থেকে তাঁর সরে দাঁড়ানোর কোনো অবকাশ নেই।

ঝর্ণা চৌধুরী জানিয়েছেন তাঁর ছবি ব্যবহার করে কিছু লোকজন সামাজিক মাধ্যমগুলোতে অপপ্রচার চালিয়েছে, তাঁকে হেনস্তা করার প্রয়াস চালিয়েছে। তাঁর পক্ষ থেকে এসব লোজকজনের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন। সদ্য দেশ থেকে আসা ঝর্ণা চৌধুরী দ্রুততার সাথে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রথম আলো উত্তর আমেরিকাকেও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।

পেছনের কথা

মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার ভাটেরার কৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দা হাজী আব্দুল হাই চৌধুরী (৭০)। তাঁর দুই ছেলে ও তিন মেয়ে। এর মধ্যে ঝর্ণা চৌধুরী দ্বিতীয় সন্তান। ঝর্ণা ২০০৮ সাল থেকে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘পজিটিভ বাংলাদেশ’-এর সদস্য এবং ২০১৩ সাল থেকে প্রধান সমন্বয়ক। নারী অধিকার নিয়ে স্থানীয়ভাবে কাজ করছেন দীর্ঘদিন ধরে। এ কারণে এলাকার কিছু লোক তাঁকে আগে থেকেই নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছিলেন।

ঝর্ণা চৌধুরী

ঝর্ণা আইন বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করে গত ২৬ ডিসেম্বর উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। এখানে তাঁর সংগঠনের চেয়ারম্যান জয়তূর্য চৌধুরীসহ কয়েকজনের সঙ্গে তোলা ছবি ফেসবুকে প্রকাশ করেন।

ঝর্ণার গ্রামের কিছু মানুষ তাঁর বিদেশে যাওয়া ও এমন ছবি ফেসবুকে শেয়ার করা এবং বিদেশে জীবনাচরণ নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করেন। ঝর্ণার পরিবারকেও হেয় করে ফেসবুকে মন্তব্য করতে থাকে কিছু স্থানীয় লোকজন। এলাকার পঞ্চায়েতের লোকজন আব্দুল হাই চৌধুরীর কাছে জানতে চান, তাঁর মেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে হিন্দু ছেলে জয়তূর্যর সঙ্গে কেন চলাফেরা করেন, ছোট কাপড় কেন পরেন। ঝর্ণা জয়তূর্যকে বিয়ে করেছেন এমন গুজবও ছড়ানো হয়। মেয়ের এমন জীবনাচরণের কারণে তাঁকে একঘরে করার হুমকিও দেয়া হয়।

এ ব্যাপারে ঝর্ণার বাবা আব্দুল হাই চৌধুরী সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘আমার মেয়ে আমেরিকা যাওয়ায় এলাকার কিছু লোকজন অতি উৎসাহী হয়ে তাঁকে ও আমার পরিবারকে জড়িয়ে বিভিন্ন অপপ্রচার শুরু করে। মসজিদ পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি শামসুল ইসলাম মাখন ও সম্পাদক আমীন আলী আমাকে গত শুক্রবার (২৮ জানুয়ারি) কমিটির

সালিস বৈঠকে গিয়ে আমার মেয়ের এমন চলাফেরার জবাব দিতে বলে। আমি অসুস্থ থাকায় বৈঠকে যেতে পারিনি। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তারা আমাদের সমাজচ্যুত করে একঘরে করার সিদ্ধান্ত নেয়। এমন সিদ্ধান্ত ও মিথ্যা অপপ্রচারের কারণে আমার পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।’

অভিযোগের বিষয়ে পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি শামছুল ইসলাম মাখন ও সম্পাদক আমিন মিয়া মোবাইল ফোনে এ প্রতিবেদককে বলেন, ‘ঝর্ণার এমন চলাফেরা নিয়ে পঞ্চায়েতের লোকজন আমাদের চাপ দেন। আমরা কমিটির লোকজন তাঁর বাবা আব্দুল হাই চৌধুরীর কাছে দেড় মাস আগ থেকে বিষয়টি জানতে চাই। তিনি আমাদের সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ করেননি। গত শুক্রবার পঞ্চায়েতের লোকজন মসজিদে বসে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করি।

আমরা তাঁদের সমাজচ্যুত করিনি। তিনি পঞ্চায়েতকে গুরুত্ব দেননি, সেহেতু উনি ওনার মতো করে চলবেন। আমরা আমাদের মতো চলব। এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।’

পঞ্চায়েতের এমন সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানতে চাইলে ভাটেরা ইউপি চেয়ারম্যান সৈয়দ একেএম নজরুল ইসলাম বলেন, ‘কারও চলাফেরা নিয়ে কথা বলার অধিকার কারও নেই। ঝর্ণাকে নিয়ে আগে যারা অপপ্রচার চালিয়েছে তাদের শাসিয়েছি। এখন তাঁর পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তা দিতে আমি খোঁজ রাখছি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইউএনও মহোদয়সহ আমরা পরিষদের সভাকক্ষে সবাইকে নিয়ে বসে বিষয়টি সমাধান করব।’

ইউএনও এটিএম ফরহাদ চৌধুরী বলেন, ‘বিষয়টি জেনে তাৎক্ষণিক মসজিদ পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি ও সম্পাদককে সতর্ক করে দিয়েছি। আব্দুল হাই চৌধুরীর পরিবারকে যাতে হয়রানি না করা হয় সেটি বলে দেওয়া হয়েছে। ওসি ও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানকেও নির্দেশ দিয়েছি নজর রাখতে এবং ওই পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। উভয় পক্ষকে নিয়ে বসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ নেব।’

সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা গেছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইউপি চেয়ারম্যান, ইউএনও এবং স্থানীয় গণ্যমান্য লোকজন সভা করেছেন। ঝর্ণা চৌধুরীর পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং স্থানীয়ভাবে বিষয়টির আপাতত সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

ডিজিটাল নগরী সিলেটে নতুন সমস্যা প্লাস্টিক বর্জ্য

প্রতিকারে নাগরিক সংলাপ

সিলেট অফিস

বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল নগরী সিলেটে প্রতিদিন আনুমানিক ৩০০ মেট্রিক টন বর্জ্য হয়। এরমধ্যে একবার ব্যবহার করা প্লাস্টিক বর্জ্য বেশি। প্লাস্টিক বর্জ্য পরিবেশ ও প্রতিবেশের জন্য ক্ষতিকর হওয়ায় ব্যবহার কমাতে সচেতনতা প্রয়োজন। নইলে বর্জ্য নিয়ে নতুন করে সমস্যায় পড়তে হবে।

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) উদ্যোগে ২ ফেব্রুয়ারি সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শীর্ষক এক নাগরিক সংলাপে এসব কথা ওঠে এসেছে। প্রতিকারে পন্থা অবলম্বন করতে নাগরিক সংলাপের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সবার আগে নাগরিকদের সচেতন থাকার আহবান জানানো হয়।

সিসিকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত নাগরিক সংলাপে সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি এমাদ উল্লাহ শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন সিটি মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। বেলার সিলেট বিভাগীয় সমন্বয়ক শাহ সাহেদা আখতারের সঞ্চালনায় নির্ধারিত আলোচক হিসেবে বক্তব্য শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিইই অধ্যাপক ড. জহির বিন আলম, সিসিকের প্রধান প্রকৌশলী নূর আজিজুর রহমান, সিলেট প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকবাল সিদ্দিকী, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) সিলেটের সভাপতি ফারুক মাহমুদ চৌধুরী।

নাগরিক সংলাপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিসিকের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আলী আকবর। মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মো. মোতাহার হোসেন, শাবিপ্রবির সহকারি অধ্যাপক সেতু আক্তার, অধ্যাপক ড. মো. শফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) সিলেটের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল করিম কিম, হাওর ও পরিবেশ উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি কাসমির রেজা, পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সুকুমার সাহা, টিআইবির এরিয়া সমন্বয়কারী সাজিদুর রহমান।

সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শীর্ষক নাগরিক সংলাপ। ছবি : সংগৃহীত

বেলার পক্ষ থেকে ভিডিও চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে বলা হয়, ডাম্পিং স্টেশনে বর্জ্য পোড়ানো হয়, এটা পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। গৃহস্থালী পঁচনশীল বর্জ্য ক্ষতিকর না হলেও প্লাস্টিক বর্জ্য ক্ষতিকর, যা বিশ্বের প্রতিটি দেশেই স্বীকৃত। একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক আমাদের বর্জন করা উচিত। যদিও সম্পূর্ণভাবে প্লাস্টিক ব্যবহার থেকে সরে আসতে আমাদের সময় লাগবে। এজন্য সবার সচেতনতা এবং সহযোগিতা কামনা করা হয়।

সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল নগরী সিলেট। নগরে প্রতিদিন আনুমানিক ২৮০ থেকে ৩০০ মেট্রিক টন বর্জ্য হয়। এসব বর্জ্যকে অপসারণ করে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার জন্য সিসিকের ২১টি প্রাইমারি ডাম্পিং স্টেশন এবং ৪৫টি সেকেন্ডারি ডাম্পিং স্টেশন বিদ্যমান। সাকার মেশিন দিয়ে সিউয়ারেজ ডেভলাপমেন্ট, বস্তি-কলোনিতে ইউনিসেফকে সঙ্গে নিয়ে স্ল্যাম এরিয়ার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব বাসস্থান এবং স্যানিটারি, মানিকপীরের টিলায় গার্ডেনিং, দুটি পাইলট প্রোগ্রাম, সলিড বর্জ্য থেকে মেডিকেল বর্জ্যকে আলাদাকরণসহ ইত্যাদি কাজে সিসিক গুরুত্ব দিচ্ছে।

ফেসবুক লাইভে নায়ক রিয়াজের শ্বশুরের আত্মহত্যা

ঢাকা ডেস্ক

ফেসবুক লাইভে এসে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করেছেন মোহাম্মদ আবু মহসিন খান (৫৮) নামের এক ব্যবসায়ী। গত বুধবার রাতে রাজধানীর ধানমন্ডির বাসায় এ ঘটনা। তিনি চিত্রনায়ক রিয়াজের শ্বশুর।

ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইকরাম আলী মিয়া বলেন, 'মহসিন খান রাত সাড়ে ৮টার দিকে নিজ বাসায় আত্মহত্যা করেন।

রাত সাড়ে ৮টার দিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে লাইভে আসেন আবু মহসিন খান। লাইভে নিজেকে ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দেন তিনি। লাইভে প্রায় ১৫ মিনিট কথা বলেন। আত্মহত্যার আগে পিস্তলের লাইসেন্সও দেখান। লাইভের একপর্যায়ে মহসিন খান বলেন 'পৃথিবীটা সুন্দর। আমি হয়তো দুই দিন পরে যেতাম। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনেরা সবাই আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে।' এরপর কালিমা পড়েন এবং সন্তানদের কাছে ক্ষমা চান তিনি। সর্বশেষ আবারও কালিমা পড়ে নিজের মাথায় গুলি চালান।

ম্যানহাটনের রাইট এইড

শেষ পৃষ্ঠার পর

অবশ্যই এই সব ক্রেতা সাজা চোরদের সাথে লড়াই করতে হয়।সারাক্ষণ নজরে রাখতে হয়। আবার প্রায়শই অহেতুক বিবাদের মুখে পড়তে হয় কর্মচারীদের।

রাইট এইড জানিয়েছে যে, এই দোকানের কর্মীরা অন্য রাইট এইডে কাজ করতে পারবে। কিন্তু কোম্পানি এটিকে প্রতিস্থাপন করার জন্য কোনো নতুন দোকান খোলার কথা জানায়নি।

গত ডিসেম্বর পর্যন্ত, নিউইয়র্ক সিটি রিটেইল কর্মচারি প্রি-পেন্ডামিক অবস্থা থেকে ১৩ শতাংশ হারিয়েছে। ম্যানহাটনের অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। বিশেষ করে, এইটথ অ্যাভিনিউ এবং ৫০তম স্ট্রিটে অবস্থিত রাইট এইড দোকানটি পর্যটক এবং অফিস-কর্মী গ্রাহকদের হারিয়েছে, এটা নিশ্চিত। অথচ গত দুই বছর আগেও এই দোকানটি পরিপাটি ছিল এবং মহামারি শুরুর দিকে স্থানীয় গ্রাহকদের ধরে রেখেছিল।

মহামারি শুরুর পর থেকেই নিউইয়র্ক নগরজুড়ে দোকানপাটে লুটপাট এবং ব্যাপক হারে চুরি বৃদ্ধি পেয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির ওষুধের দোকানের তাকগুলো প্রায়ই খালি পড়ে থাকতে দেখা যায়। ক্রেতা সেজে তারা দোকানে ঢোকেন এবং

মহামারি শুরুর পর থেকেই নিউইয়র্ক নগরজুড়ে দোকানপাটে লুটপাট এবং ব্যাপক হারে চুরি বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুবিধামতো পছন্দের জিনিসপত্র ব্যাগে ঢুকিয়ে একজন সাধারণ মানুষের মতোই দরজা দিয়ে বের হয়ে যায় দুষ্কৃতিকারীরা। চলতি বছর গত ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শহরে খুচরা দোকানে চুরির ২৬ হাজার ৩৮৫টি অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত বছর শেষের দিকে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক রিপোর্ট বলা হয়, ৪৫ বিলিয়ন ডলারের সংগঠিত চুরির লক্ষ্যবস্তু হচ্ছেন খুচরা বিক্রেতারা। চুরি করা এসব পণ্য প্রায়ই আমাজনে বিক্রি করা হয়।

ডব্লিউএসজে রিপোর্টে বলা হয়, 'মহামারি শুরুর পর থেকে রিপোর্ট করা চুরি (সিভিএসে) ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে।'

শপ্লিফিটিংকে ছোট চুরি হিসেবে দেখা হয়। অপরাধ বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে এসব চুরি বেড়েছে। এদের চুরির দায়ে ধরা হলেও সহজেই জামিন পাওয়ার কারণে অনেক খুচরা বিক্রেতা নিজের সময় ও অর্থ ব্যয় করে মামলা চালিয়ে নেয়াকে ঝামেলা মনে করে থাকে। এ সুযোগই গ্রহণ করছে দুর্বত্তরা।

আমাদের জীবনে নামাজের গুরুত্ব

শেষ পৃষ্ঠার পর

করার নাম সালাত'। মোট কথা, যে যেভাবেই বর্ণনা করেন না কেন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ইবাদত করার নাম সালাত। বিশ্ব নবী (সা.) যখন মিরাজ গমন করেন, তখন মহান আল্লাহ তা'আলা তার ওপর সালাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন। প্রথমে ৫০ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন। তারপর, কমাতে কমাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে মিরাজ থেকে বিশ্ব নবী (সা.) দুনিয়ায় ফিরে আসেন। নামাজ আদায়ের মাধ্যমে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার সাথে বান্দার গভীর সম্পর্ক স্থাপন হয়।

নামাজের ব্যাপারে এরশাদ হচ্ছে- 'নিঃসন্দেহে সালাত বিশ্বাসীদের উপর সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে আবশ্যকীয় করা হয়েছে' (সুরা নিসা-১০৩)। নামাজ আদায়ের মাধ্যমে একজন মোমিন বান্দা সময়ানুবর্তিতা ও দায়িত্ব পরায়নতার শিক্ষা লাভ করে থাকেন। কেননা মোমেন বান্দা নিজের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে যথা সময়ে নামাজ আদায় করতে পারে। নামাজ পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে, শৃঙ্খলার সাথে আদায় করতে হয়। নামাজের ইবাদতটি শুধু মানুষকে শৃঙ্খলিত করে না, বরং সৃষ্টি কর্তার সাথে দাসত্বে বন্ধনে আবদ্ধ করে তুলে। তাই নামাজ কায়েম মানে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। নামাজকে অস্বীকার করা মানে নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। বিশ্ব নবী (সা.) বলেছেন- 'যে সালাতকে প্রতিষ্ঠা করল, সে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করল। আর যে সালাতকে বিনষ্ট করল, সে দ্বীনকেই বিনষ্ট করল'। নামাজ এমন একটি ইবাদত, যে ইবাদতের মাধ্যমে মানসিক, মৌখক ও দৈহিকভাবে সব কাজ সম্বনয় সাধন করা যায়। যার সাথে আর্থিক, আর্থ সামাজিক, মানসিকসহ ও অন্যান্য বিষয়সমূহ বিদ্যমান। আর্থিক বিষয়টি হলো রিজিকের সাথে অন্তর্ভুক্ত। নামাজি ব্যক্তি হালাল ও পবিত্র রিজিক নিশ্চিত না করে ভক্ষণ করেন না। শুধু মাত্র নামাজের মাধ্যমে দৈহিক-জৈবিক পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব।

নামাজ গুরুত্ব বর্ণণা করতে গিয়ে হজরত মোয়াজ বিন জাবাল (রা.) বলেন, বিশ্ব নবী (সা.) আমাকে দশটি বিষয়ে অসিয়ত করেছেন, 'কোন অবস্থাতেই ফরজ নামাজ ত্যাগ করা যাবে না। কেননা, যে ইচ্ছা করিয়া ফরজ নামাজ ত্যাগ করে, আল্লাহ তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করেন না'। বিশ্ব নবী (সা.) বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তির এক ওয়াক্ত নামাজ ছুটিয়া গেল তাহার সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত ধন দৌলত যেন লুণ্ঠিত হইয়া গেল'। হযরত রাসূল (সা.) আরো এরশাদ করেন- 'বেনামাজীর ইসলামে কোন অংশ নেই'। এমনি ভাবে বিশ্ব নবী (সা.) অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। বিশ্ব নবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যথারিতি নামাজ পড়ে আল্লাহ তার নামাজের বদলে, পাঁচটি বিশেষ সম্মান দান করেন। ১.নামাজির অভাব দূর করেন, ২. কবরের আজাব দূর করেন, ৩. কেয়ামতের দিন ডান হাতে আমল নামা দিবেন, ৪. বিদ্যুতের ন্যায় পুলসিরাত পার করবেন, ৫. যথারীতি নামাজ আদায়কারী বিনা হিসাবে বেহেস্তে প্রবেশ করবেন।

যে ব্যক্তি নামাযে অলসতা করে সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলা ১৪টি শাস্তি নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। পাঁচটি ইহজগতে, তিনটি মৃত্যুর সময়ে, তিনটি কবরে ও তিনটি কবর হইতে বাহির হইবার পর হাশরে ময়দানে'। সালাতের অন্যতম শিক্ষা হলো বিনয় ও নম্রতা। সালাতের মনস্তাত্বিক ব্যবহার হচ্ছে বিনয় নম্রতা অর্জন করা। বিনয় নম্রতার মাধ্যমে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে যথাসময়ে নামাজ আদায় করার তওফিক দান করুন। আমিন।

মুসলিম বিদ্বেষের কারণে

শেষ পৃষ্ঠার পর

ডিউটি পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবেও পরিচয় প্রদান করেন। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ পুরো ঘটনার ভিডিও উদ্ধার করে এবং প্রমাণ পাওয়া যায় রিগস কউংগস আগেভাগেই মোতালেবকে আক্রমণ করেছেন।

পুলিশের তদন্তের পরই ১৬ জানুয়ারি থেকে প্রেসিংক্টের কাজ থেকে পুলিশ কর্মকর্তা রিগস কউংগসকে সাময়িক অব্যাহতই দেয়া হয়। ৩১ জানুয়ারি ব্রুকলিনের

আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো এবং মাতাল হয়ে গাড়ি চালানোর অভিযোগ আনা হয়েছে।

ব্রুকলিন ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি এরিক গনজালেস বলেছেন, ব্রুকলিনের মতো জায়গায় কোনো বিদ্বেষকে সহ্য করার অবকাশ নেই। একজন পুলিশ অফিসার হয়ে এমন বিদ্বেষমুলক মনোভাব পোষণ এবং এর প্রকাশের জন্য রিগস কউংগসকে পরিণাম বহন করতে হবে বলে উল্লেখ করেন। বিদ্বেষমুলক অপরাধকে তাঁর অফিস থেকে অগ্রাধিকার হিসেবে দেখা হয় বলে ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন।

ব্রুকলিনের মুসলমান জনসমাজের

রিগস কউংগস

পক্ষ থেকে ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নির পদক্ষেপকে স্বাগত জানানো হয়েছে। রিগস কউংগসকে আইনের আওতায় নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে বিরাজমান ইসলামোফোবিয়ার বিরুদ্ধে লোকজনের মধ্যে সচেতনতা আসবে বলে মনে করেন নাগরিক সমগঠক মোসাব সাদিয়া। তিনি বলেন, এমন অপরাধমূলক ঘটনা প্রায়ই ঘটছে এবং বিদ্বেষপ্রসূত লোকজনকে আইনের আওতায় নিয়ে এসে দণ্ড নিশ্চিত করা হলে ভুক্তভোগীরা স্বস্তিই পাবে বলে তিনি তাঁর বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

সুইস ব্যাংকে

শেষ পৃষ্ঠার পর

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ কে এম আমিন উদ্দিন। এর আগে প্যারাডাইস ও পানামা পেপারস কেলেঙ্কারিতে নাম আসা বাংলাদেশি ৬৯ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা ২৬ জানুয়ারি আদালতে দাখিল করে বিএফআইইউ। রোববার শুনানিতে আদালত রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর উদ্দেশে বলেন, '৫ বছর কী করেছেন! সুইস ব্যাংকে কারা টাকা রেখেছে সেই তথ্য আসেনি।'

এ সময় ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ কে এম আমিন উদ্দিন বলেন, 'আমরা গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন দেখে চিঠি দিয়েছি। সুইস ব্যাংক থেকে তথ্য আনা অনেক কঠিন বিষয়। বিএফআইইউ তালিকা ধরে কাজ করছে। এখনো তদন্ত চলছে।'

দুদকের আইনজীবী পানামা পেপারসে নাম আসা ৬১ ব্যক্তি ও ৭ প্রতিষ্ঠানের তালিকা দাখিল করেন আদালতে। এর আগে ৪৩ জনের তালিকা দিয়েছিল দুদক।

ন্যানী আবশ্যক

জ্যামাইকার পারসনে বেবি সেটিং এর জন্য একজন মধ্য বয়স্ক মহিলা ন্যানী আবশ্যক। ভাল বেতন দেয়া হবে। অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যোগাযোগ ফাতিমা : 718-974-8892

বৃদ্ধাশ্রমে সাহায্যের আবেদন

ঢাকার উত্তরখান আপন নিবাস বৃদ্ধাশ্রম। বর্তমানে ৮৮ জন কুড়িয়ে পাওয়া মা আছেন।তারা মোটামুটি মানসিকভাবে অসুস্থ।আপনারা সহযোগিতা করে এই ভালো কাজের শরীক হতে পারেন। যোগাযোগ: শেলিনা ইসলাম, ফোন: ০১১-৮৮-০১৮১৬৭৭৯১৬৩ বিকাশ: ০১৮১৬৭৭৯১৬৩

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন(929-278-6294)

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

পাত্রী চাই

সু-প্রতিষ্ঠিত,পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, Green Care Holder, USA থেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ৫''৭ ৩৩ বছর পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 732-595-2602। Email: kanalyst2020@gmail.com

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা এ্যাভিনিউতে E F J & LI R R ট্রেনের সন্নিকটে তিন বেড দুই বাথরুম বড় লিভিং রুম ও কিচেনসহ প্রাইভেট হাউসের একটি এ্যাপার্টমেন্ট সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ ৭১৮-৬৯০-৬৭৪৮

বাসা ভাড়া

হিলসাইডের ও পারসন্স বুলোবার্ডের F ট্রেনের এক ব্লকের মধ্যে দুই বেডরুম লিভিংসহ (হিলক্রষ্ট হাই স্কুলের সামনে) বেইসমেন্ট এবং দ্বিতীয় তলায় এক বেডরুম আলাদা কিচেন বাথরুমসহ অতি সস্তা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ-৩৪৭-২৭৯-৫৪০০

বাসা ভাড়া

লং আইল্যান্ডের মিনিয়োলা এলাকায় বাস ও ট্রেন এর সন্নিকটে এক বেডরুম বাসা (দ্বিতীয় তলা)। জানুয়ারি ২০২২ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-220-2037

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

MLS
York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury, President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

OFFICE SUITS
FOR RENT

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্র ৭২ স্ট্রিট ও রুজভেল্ট এভিন্যুর কর্ণারে প্রফেশনাল অফিস সেন্টারে বিভিন্ন সাইজের পৃথক অফিস রুম ভাড়া দেয়া হবে।
Please Contact: **646-641-5348**
Email: DgDesignNYC@gmail.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্‌-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

নিউইয়র্কে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিশ্বস্ত নাম আসিফ চৌধুরী
লাইসেন্সড রিয়েলেটর
(ডিজিটাল কার্ডের জন্য ৮৫৩৭৭ নাম্বারে টেক্সট করুন)
যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪১- ৫৩০৮ (সেল)
অফিস: ৭১৮- ২৬২- ০২০৫
ফ্যাক্স: ৭১৮-২৬২- ০২৫৪
ইমেইল: ashif.choudhury@gmail.com

EXIT REALTY PRIME
১৮৯-১০ হিলসাইড আভিন্যু, সুইট: ই হলিস, এনওয়াই ১১৪২৩
www.EXITPrimeNY.com

PRIVATE TUTORING

GRADE 4 - 12

MATH & ELA | SHSAT | SAT
NY ST EXAM | NY ST REGENTS

➔ EXPERT TUTOR :
+20 YEARS TEACHING EXPERIENCE IN PUBLIC & PRIVATE SCHOOLS IN Sty V , Bronx Sci, Trinity ...

FOR RATE AND MORE DETAIL PLEASE VISIT :

TanvirTutoring.com/privatelesson
833-826-8478

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকা ১৬৪-৬১ ১০৯ এভিনিউ। ৩ বেডরুম,১বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন ২য় তলায়। ফোন: 646-255-0947

রুমমেট চাই

এস্টোরিয়া ষ্টাইনওয়ের অতি নিকটে একজন অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৬৯৬-৭৫২১

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ইষ্ট নিউইয়র্ক ব্রুকলিন নতুন সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ 347-575-1913

Basement for rent

2 bedroom 1bathroom for rent in 155 street & Sutphin Blvd. Rent $1250. Including wifi & bills.Next to Titash Grocery. No negotiation please. Contact: 929-261-2110

রুমমেট চাই

Jamaica 148 Street 88 Aveতে মনোরম পরিবেশে এপার্টমেন্টে ২ জন অধুমপায়ী নামাজী ব্যাচেলর রুমমেট আবশ্যক। এখন সম্পূর্ণ খালি আছে। লোকেশন: তাজমহল রেষ্টুরেন্ট/ কাওরান বাজার এর অপজিটে। এক ব্লকের মধ্যেই F Train. ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: 347-553-4830

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস আপনা বাজারের সামনে এ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ মা মেয়ে সাথের একজন ছাত্রী অথবা কর্মজীবি মহিলার কাছে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: 347-237-3171

House for rent

1 Bedroom apartment in east Elmhurst 100th street & 25th Ave next to La-Guardia Airport. Phone: 9177457249

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলিজের ৯১ এভিনিউ এবং ২১৬ স্ট্রীটে ২ বেডরুম ও লিভিং একটি বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 917-868-9679

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণকারী বয়স ৩২ ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত লম্বা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রের বায়োডাটা ছবিসহ যোগাযোগ করুন। mhpatwa@gmail.com

পাত্রী চাই

কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা -কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk & DU, ডিভোর্স পাত্রের জন্য সমমনা পাত্রী চাই। **যোগাযোগ- 13475538417**

পাত্রী চাই

পাত্র সিটিজেন ৫/৬ ইঞ্চি,ধার্মিক মধ্যবিত্ত পরিবারের ধার্মিক হিজাব পড়া সুন্দরী পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 929-422-8642

Groom wanted

US citizen,Bangladeshi Muslim girl,35 Optometrist, looking for someone residing in US, 35-38, good education/career. Tel:202-386-5401

Help wanted

Salon/SPA workers $900-$1200 weekly Ayodhay Salon 37-43 76th St, Jackson Heights. 718-433-9616. www.ayodhany.com

Help Wanted

Looking for employee's for an ice cream parlor located at Gaithersburg, MD. looking to hire: CSR, Manager, Ice cream maker and Young/energetic individuals with/without experience. In house training will be available for reliable employees. If anyone is interested contact the following numbers: +1-347-499-9427, +1-917-687-5248

অ্যাটিক ভাড়াঃ

ব্রংক্সের পার্ক চেষ্টার এলাকায় জেমেগা সাবওয়ে থেকে মাত্র ২ ব্লকের মধ্যে ১ বেডরুম, ১বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন স্পেসসহ ভাড়া দেওয়া হবে। ১ ব্লকের মধ্যে মসজিদ, বাংলাদেশী গ্রোসারি, স্কুল।
যোগাযোগ:
347-340-6474

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৮৮৯–৯০১৩**

পাত্রী চাই

কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকটিক্যাল ডিপলমা -কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk& DU, ডিভোর্সী পাত্রের জন্য সমমনা পাত্রী চাই। যোগাযোগ- 14373247008

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত আমেরিকার নাগরিক ৪৮+ বয়সী মুসলিম পাত্রের জন্য মার্জিত, ধার্মিক ৩০-৩৮ বয়সী আমেরিকায় বসবাসকারী পাত্রী চাই। পাত্রের শর্ট-ডিভোর্স আছে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৪৯৬-৬৮৭৯

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

গ্রোসারী বিক্রয়

সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় স্টারলিং এভিনিউ ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক এর একটি গ্রোসারী স্টোর বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৭৮-২৩০০ (৩.০০-৫.০০)

ক্যাব ড্রাইভার আবশ্যক

ব্র্যান্ড নিউ হাইব্রিড RAV4 এর জন্য ইয়েলো ক্যাব ড্রাইভারের প্রয়োজন.আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য কামাল চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করুন(917)602-8876

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইসের প্রানকেন্দ্রে সেলভেল ফোনের দোকানে সেলস পার্সন ও টেকনিশিয়ান আবশ্যক। কাজ জানা এবং ইংরেজী জানাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ভাল বেতন আলোচনা সাপেক্ষে দেয়া হবে। 718-478-8100

অফিস ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে ফার্নিচার, ইন্টারনেট, বিদ্যুৎসহ একটি অফিস ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া: 700 যোগাযোগ: 646-645-9830

রেস্টুরেন্টে লোক আবশ্যক

উডসাইডের একটি বাংলাদেশী রেস্টুরেন্টে কিচেন হেলপার, কাষ্টমার সার্ভিস ও ক্লিনার পদে জরুরীভিত্তিতে লোক আবশ্যক। যোগাযোগ-347-792-4704

হাউস কীপার আবশ্যক

জ্যামায়কার হিলসাইড ও ১৬৯ স্ট্রীটে একজন বয়স্ক মহিলাকে সপ্তাহের ৬ দিন দেখাশুনার জন্য একজন অভিজ্ঞ মহিলা হাউস কীপার আবশ্যক। **থাকা-খাওয়া ফ্রি + আকর্ষণীয় বেতন।** দীর্ঘমেয়াদী চিন্তায় বিশ্বাসী শুধুমাত্র সিরিয়াস প্রার্থীগণ কল করুন।
ফোন: **৩৪৭-৪৪৫-৫০৯৩**, ৯১৭-৪৩৫-৯৪১৬

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং স্টোর বিক্রয়

জ্যাকসন হাইটসে অবস্থিত
একটি প্রিন্টিং স্টোর
সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় অতিসত্ত্বয়
বিক্রয় করা হবে
শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন
Ph: 201-884-0513

বোম্বে বাজারের উদ্বোধন

জুয়েল সাদত

সেন্ট্রাল ফ্লোরিডার সবচেয়ে পুরোনো গ্রোসারি বোম্বে বাজারের নিউ ম্যানেজমেন্টের উদ্যোগে গ্রান্ড কমিউনিটি এপ্রসিয়েশন পার্টি গত ৩০ জনুয়ার রোববার বোম্বে বাজারে বিকাল ৩ টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় তিন দশক পুর্বে শহরের প্রথম বাংলাদেশি গ্রোসারি হিসাবে বোম্বে বাজার চালু হয়। শহরের হালাল খাবারের নির্ভরযোগ্য এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম দেশ-বিদেশের সব জায়গায়। অরলান্ডোতে কেউ ভিজিট করতে আসলে নানা স্টেটের প্রবাসীরা বোম্বে বাজারে আসেন। সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার নিদনপুরের শামসুল আহমদ ও তাঁর ভগ্নিপতি বোম্বে বাজার প্রতিষ্ঠা করেন, সেটি ত্রিশ বছর থেকে তাদের মালিকানায় ছিল পারিবারিকভাবে। সর্বশেষ গত সপ্তাহ পর্যন্ত বোম্বে বাজারের মালিকানায় ছিলেন কমিউনিটির পরিচিত মুখ শহিদুল আহমদ। বিয়ানীবাজারের নিদনপুরের শহিদুল আহমদ বোম্বে বাজারকে বৃহদ পরিসরে নিয়ে এসেছিলেন।

সম্প্রতি নোয়াখালির মাইজদির একজন সফল ব্যবসায়ী ও বাংলাদেশ আমেরিকার ফাউন্ডেশন অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডার সাধারণ সম্পাদক রাসেল মিয়া বোম্বে বাজারের মালিকানা কিনে ফেলেন।

নতুন ম্যানেজমেন্ট হিসাবে কমিউনিটি গ্রান্ড এপ্রিসিয়েশন পার্টি হিসাবে রোববার ৩০ জানুয়ারি বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ড গ্রান্ড ওপেনিংয়ে ওরলান্ডোর আশপাশের প্রায় তিনশ প্রবাসী ঐতিহ্যবাহী বোম্বে বাজারে আসেন। দুই মাসব্যাপী বিশাল সেলের আকর্ষণীয় অফারে সবাই কেনাকাটা করেন। ছিল নানা রকম খাবারসহ ছোটখাটো একটি ইভেন্ট।

রাসেল মিয়া জানান, আগামী এক মাস বিনা ফিতে দেশে টাকা পাঠাতে পারবেন প্রবাসীরা।

বোম্বে বাজারের নতুন মালিকানার আরেকটি প্রতিষ্ঠান আহমদ রেষ্টুরেন্টের মালিক ও রাসেল মিয়ার পিতা জনাব তাহের আহমদ জানান, হালাল খাবারের এই প্রতিষ্টানটি তার ঐতিহ্য বজায় রাখবে।

বাসা ভাড়া

৩২-৩০ ৮৪ স্ট্রীট ইষ্ট এলমহাস্টে এক বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: ৬৪৬-৪০৬-৯৭৬৫

Apartment for rent

Bronx 3BR/1 Bath Private house 3rd Fl.Near 2 train-Burke ave Buses BX-8,26,28,30,38,39,41& BXM11. Call Kibria (917-335-1097)

বাসা ভাড়া

ইষ্ট এলমহাষ্ট ৯৯ স্ট্রীট এষ্টোরিয়া বুলেভার্ড এর সন্নিকটে নিরিবিলি পরিবেশে দুই রুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 917-361-7815, 347-704-0968

বেসমেন্ট ভাড়া

৯৪-২১ ২১৫ প্লেস, কুইন্স ভিলেজ বেসমেন্ট দুই বেডরুম, কিচেন ও বাথরুম ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৩৬-০২৬৮

রেষ্টুরেন্ট বিক্রয়

রেডি অবস্থায় ব্রুকলীনে একটি রেষ্টুরেন্ট বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬১৩-৫৮০০

বাসা ভাড়া

নর্দান বুলোভার্ড এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮০ স্ট্রীটে সম্পূর্ন রেনোভেটেট দুই বেডরুম কিচেন সাথে লিভিং রুম ফেব্রুয়ারী ১ তারিখ থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-580-9330

বাসা ভাড়া

Rockway BLVD 134St (129-12,134St South Ozone Park) এ সম্পূর্ন রেনোভেটেড ৪ বেড, ২ বাথ কিচেন, ডাইনিং, এসিসহ ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৩৮-৯৪৩০

For sale

116-11 Francis Lewis Blvd, Jamaica, NY, Vacant $599K
Contact: 347-592-9979

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD.

Board certified internal medicine

Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা

- ফিজিক্যাল এক্সাম
- স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা
- টিএলসি এক্সাম
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা
- চর্মরোগ
- ডায়বেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- থাইরেড
- এজমা
- বাতের ব্যাথা
- যৌন রোগ

TREATMENT / SERVICES

- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG

Please call for Appointment
At# 917-503-5002

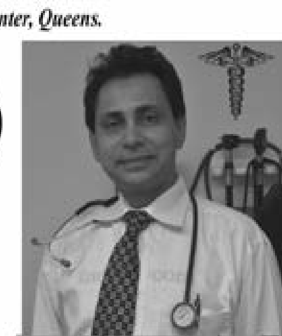

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only.
9am-1pm

Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি

We accept all major insurances including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.

40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

আমেরিকায় নতুন এসেছেন- থেকে যেতে চান; পলেটিক্যাল এসাইলাম করবেন নাকি স্টুডেন্ট, এল১, ই২ ভিসা- কোনটা? এমপ্লয়মেন্ট-বেইজড-গ্রীনকার্ডও আছে। আমাদের সংগে কথা বলুন, বুঝুন আগে সবকিছু- তারপর যা হয় করুন।

বহু বছর যাবৎ আমেরিকায় আছেন কিন্তু নানা জটিলতা বা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভাল কাগজ বা তথ্যের কারণে আটকে রয়েছে আপনার প্রসেসিং। আপনার প্রয়োজন ওয়ার্ক পারমিট, সোসাল, ট্রাভেল ডকিউমেন্ট। এবং ফাইনালী গ্রীনকার্ড। এরপর সিটিজেনশীপ। যেখানেই সমস্যা সেখানেই সমাধানও।

যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, বি১বি২ বা এফ১এফ২, সি-১ ট্রানজিট বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে ইন্সপেকশন ছাড়া- সব সমস্যারই সমাধান আছে। বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড পেয়েছেন কিন্তু স্পাউসের অসহযোগিতার কারণে 'কন্ডিশন' রিমোভ করতে পারছেন না, হুমকী খাচ্ছেন! অথবা, সিটিজেন বিয়ে করার পরও নানা কারণে-জটিলতায় গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না। আইন কিন্তু আপনারই পক্ষে, শুধুমাত্র সবকিছু বুঝতে হবে, সমস্যানুযায়ী সমাধান করতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে স্পাউস-ভাই-বন্ধু-আত্মীয়কে আমেরিকায় আনতে চাচ্ছেন কিন্তু 'রাস্তা' খুঁজে পাচ্ছেন না! ইংরেজীতে সিটিজেনশীপ পরীক্ষা দিতে পারছেন না, অসুস্থ্য। এসব সমস্যারও সমাধান রয়েছে। ইমিগ্রেশনের প্রতিটি ধাপের প্রতিটি সমস্যা নিয়েই আমরা কাজ করি, সহযোগীতা করি।

নিউ ইয়র্কে রয়েছেন কিন্তু মেডিকেল ইন্সুরেন্স নেই ফ্রি চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না! আমরা আছি- কোন অসুবিধে নেই। পেয়ে যাবেন ড্রাইভার লাইসেন্সও। ব্যাংক একাউন্ট, নতুন কোম্পানী, নিজের নামে ইআইএন সবই হবে।

আমরা সহযোগীতা করছি। সকল সমস্যারই সমাধান আছে।
কল করুন বা এসএমএস (টেক্সট) করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

QA TEK SOLUTIONS
An Information Technology Company

GET A JOB WITH $80K PLUS SALARY!
NO IT EXPERIENCE REQUIRED!
WE PROVIDE GUARANTEED JOB ASSISTANCE

What We Offer:
- Professional IT Courses
- Resume Build Up
- Job Assistance
- Website Design
- IT Consultancy

Most Popular IT Courses:
- Software Testing with Selenium & Accessibility Testing
- Data Analysis With Power BI

Get The Job You Deserve:
- Interactive Training Courses
- Guaranteed Job Assiscance
- Onsite & Online Classes
- Weekdays & Weekend Sessions
- Student Support Session

ADMISSION GOING ON
QA TEK Solutions Inc.

New York: 89-16 175 St., CF-4, Jamaica, NY 11432 Cell: (347) 259-1930 / (347) 658-9284
Virginia: 6 Pidgeon Hill Drive, Suite 220, Sterling, VA 20165 Cell: (571) 457-0371
Email: admin@qateksolutions.com Website: www.qateksolutions.com

কানাডার অটোয়ায় ট্রাক চালকদের বিক্ষোভ। ছবি: সংগৃহীত

ট্রাক চালকদের বিক্ষোভে বাসভবন ছেড়েছেন ট্রুডো

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা সীমান্তে চলাচলকারী ট্রাক চালকদের জন্য জারি করা করোনার টিকাসংক্রান্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের দাবিতে অটোয়ায় বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। ৩০ জানুয়ারি রোববার দ্বিতীয় দিনের মতো হাজারো বিক্ষোভকারী ফ্রিডম কনভয় নামক আন্দোলনে যোগ দেন।

কানাডার জাস্ট্রিন ট্রুডোর সরকার ১৫ জানুয়ারি আন্তঃসীমান্ত ট্রাক চালকদের জন্য করোনার টিকাসংক্রান্ত আদেশ জারি করে। এর আওতায় কানাডার যে ট্রাক চালকেরা টিকা নেননি, তাঁদের ট্রাক নিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে দেশে ফেরার পর প্রতিবারই কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারও সম্প্রতি বলেছে, সেদেশে প্রবেশের জন্য বিদেশি ট্রাক চালকদের অবশ্যই টিকা গ্রহণের প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে।

কানাডায় টিকাসংক্রান্ত আদেশ জারি করায় ট্রাক চালকেরা ক্ষুব্ধ হন। গত শনিবার থেকে অটোয়ায় তুমুল বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা। বিক্ষোভের দ্বিতীয় দিন রোববার কানাডার পার্লামেন্টের আশপাশের রাস্তাগুলোও বন্ধ করে দেন ট্রাক চালকেরা।

অটোয়ার মেয়র জিম ওয়াটসন বলেন, কিছুসংখ্যক বিক্ষোভকারী রেস্তোরাঁয় ঢুকে এর কর্মীকে মারধর করেছেন। করোনার বিধিনিষেধ অনুযায়ী বিভিন্ন রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ মাস্ক ছাড়া বিক্ষোভকারীদের প্রবেশে বাধা দিলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়। নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগকে কেন্দ্র করে শনিবার অটোয়ার বাসভবন ছাড়েন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ও তাঁর পরিবার।

বিক্ষোভের সময় এক সেনাসদস্যের ভাস্কর্যের ওপর দাঁড়িয়ে এক নারীর নাচের ফুটেজসহ বিভিন্ন ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে অটোয়া পুলিশ। পুলিশ ও নগরকর্মীদের প্রতি হুমকি–ধমকিমূলক আচরণ এবং একটি গাড়ি নষ্ট করার ঘটনারও তদন্ত চলছে।

কানাডার প্রতিরক্ষামন্ত্রী আনিতা আনন্দ বলেন, এসব ঘটনা অত্যন্ত নিন্দাজনক।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।
ultra mobile | SIMPLE mobile | h2o UNLIMITED | T-Mobile | UNIVISION mobile | Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

ল' অফিস অব এটর্নি মো: গোলাম মোস্তফা
Our Services
★ Personal Injury & Workers Compensation (Recovery over 3 million dollar)
★ Car Accidents
★ Medical Mal Practice
★ Accident in Construction
★ Lead Poisoning
★ Slip and Fall
★ Dental Mal Practice
★ Immigration all kinds &
★ Green Card via employment & Investments
★ Real Estate & Business Closings
★ Non payment or no over time payment
★ Will, Trust and Estate Planning
★ Bankruptcy, Landlord-Tenant
★ Family Matter-Divorce
★ All Civil Matters
"Prior results do not guarantee a similar outcome"
New York State Attorney
M. Mostofa, Esq
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY
Queens: 146-10 Hillside Ave, 2nd Fl. Jamaica, NY 11432
Long Island: 405 Elm Dr, Roslyn, NY 11576
Ph# 917-285-6247
E-mail: abmostofa1@gmail.com
বাড়ি বিক্রয়ের সুযোগ্য ও বিশ্বস্ত সাথী
Attorney Realty Inc.
Regulated by Experienced Real Estate Attorney
REAL ESTATE SALESPERSONS
MOSHARRAF HOSSAIN Cell: 347-307-1406
ADVOCATE MD NURUZZAMAN Cell: 347-469-9268
ADVOCATE MOHAMMAD HASHEM Cell: 646-552-2748

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
DR. SADI ALAM, DPM
আপনি পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | Email: dralamdpm@gmail.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

নতুন বিড়াল উইলো

হোয়াইট হাউসে নতুন বিড়াল উইলো

রওশন হক

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন হোয়াইট হাউসে নতুন একটি পোষা বিড়াল এনেছেন। উইলো নামের বিড়ালটি দুই বছর বয়সী, সবুজ চোখ এবং ধূসর-সাদা। বিড়ালটি পেনসিলভানিয়া থেকে নেয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। ফার্স্ট লেডির মুখপাত্র মাইকেল লারোসা বলেন, উইলো হোয়াইট হাউসে মানিয়ে নিচ্ছে। ওখানে ওর পছন্দসই খেলনা, খাবার ও দৌড়াদৌড়ির প্রচুর জায়গা আছে।

২০২০ সালের নভেম্বরে জো বাইডেন নির্বাচনে জয়লাভের পর জিল বাইডেন জানিয়েছিলেন যে তাঁরা হোয়াইট হাউসে একটা বিড়ালছানা নিয়ে আসবেন। কিন্তু সেই পরিকল্পনাটি পিছিয়ে যায়। গত মাসে হোয়াইট হাউস থেকে জানানো হয়েছিল যে, জানুয়ারিতে বিড়ালটি নিয়ে আসা হবে। ফার্স্ট লেডির নিজের শহর পেনসিলভানিয়ার উইলো গ্রোভ-এর নামে বিড়ালটির নাম দেন উইলো।

প্রেসিডেন্টের ভাই জেমস বাইডেন ও তাঁর স্ত্রী সারা, জো বাইডেনকে ডিসেম্বরে জন্মদিনের উপহার হিসেবে জার্মান শেফার্ড কুকুরছানা উপহার দেন। তার নাম রাখা হয় কমান্ডার। কমান্ডারের আগেও বাইডেন পরিবারের হোয়াইট হাউসে আরও দু'টি জার্মান শেফার্ড ছিল। একটি চ্যাম্প ও অন্যটি মেজর। তিন বছর বয়সী উদ্ধারকারী □কুকুর মেজর আক্রমণাত্মক আচরণ করতে থাকে। হোয়াইট হাউস থেকে জানানো হয়, মেজর তখনো নতুন জায়গায় খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছিল। এরপর তাকে ডেলাওয়্যারয়ে বাইডেনদের পারিবারিক বাসস্থানে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়। গত বছরের জুনে ১৩ বছর বয়সে চ্যাম্প মারা যায়।

যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের নতুন কমিটি গঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি ড. নুরুন নবীকে পুনরায় সভাপতি এবং ক্যালিফোর্নিয়া বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার রানা হাসান মাহমুদকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। ২৯ জানুয়ারি শনিবার অনলাইন জুম কনফারেন্সে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যের নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এক সাংগঠনিক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই কমিটি গঠন করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের নতুন কমিটি: সভাপতি ড. নুরুন নবী (নিউজার্সি), সহ-সভাপতি রাফায়েত চৌধুরী (নিউইয়র্ক), ফাহিম রেজা নূর (নিউইয়র্ক), সফেদা বসু বিন্ধু,(বোস্টন), ইঞ্জিনিয়ার আহাদ আহমেদ (মিশিগান), আবু তাহের বীরপ্রতীক (পেন্সিলভেনিয়া), ড. আবু নাসের রাজীব (ক্যালিফোর্নিয়া), নজরুল আলম (ক্যালিফোর্নিয়া), মঞ্জুরুল ইসলাম রুমি (আটলান্টা), আব্দুর রহীম বাদশা (নিউইয়র্ক), জাকারিয়া চৌধুরী (নিউইয়র্ক)।

সম্পাদকমণ্ডলী: সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার রানা হাসান মাহমুদ (ক্যালিফোর্নিয়া), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়া (নিউইয়র্ক), কোষাধ্যক্ষ মাহাবুবুর রহমান ভুইয়া (আটলান্টা), সাংগঠনিক সম্পাদক দস্তগীর জাহাঙ্গীর (ওয়াসিংটন), বিশেষ প্রকল্প সম্পাদক শাখাওয়াত আলী (নিউইয়র্ক), আইন বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী বাবুল (নিউইয়র্ক), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ মতিউর রহমান সিমু (মিশিগান), কমিউনিটি বিষয়ক সম্পাদক মাহাবুবুর রহমান টুকু,(নিউইয়র্ক), সোশাল ওয়েলফেয়ার সম্পাদক সিরাজুদ্দিন আহমেদ সোহাগ (নিউইয়র্ক), সংস্কৃতি সম্পাদক অজন্তা সিদ্দিকি (নিউজার্সি), মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নাসরিন আহমেদ মুন্না (ওয়াসিংটন), যুব বিষয়ক সম্পাদক আরেফিন চৌধুরী পিয়াল (মিশিগান), সহ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মহসিন উদ্দিন টিপু (মিশিগান) ও নুরুননবী চৌধুরী শামীম (নিউজার্সি)।

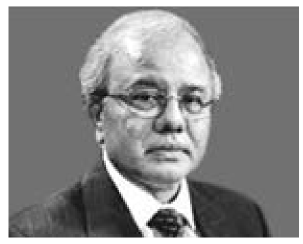

ড. নুরুন নবী

রানা হাসান মাহমুদ

উপদেষ্টামণ্ডলী: সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ(নিউইয়র্ক), বেলাল বেগ (নিউইয়র্ক), কবির আনোয়ার (নিউইয়র্ক), ড. বামন দাস বসু (বোস্টন), ড. মহসিন আলী (নিউইয়র্ক), মোরশেদ আলম (নিউইয়র্ক), রথীন্দ্র নাথ রায় (নিউইয়র্ক), শহীদ হাসান (নিউইয়র্ক), ড. সিদ্দিকুর রহমান (নিউজার্সি), দারা বিল্লাহ (ক্যালিফোর্নিয়া), মমিনুল হক বাচ্চু,(ক্যালিফোর্নিয়া), ড. মিজান আর মিয়া (শিকাগো), ড. জামিল তালুকদার (উইসকন্সিন), অধ্যাপক সাহদাত হাসান (নিউইয়র্ক), অধ্যাপক হাসান মাহমুদ (নিউজার্সি), ড. হাসান মামুন (নিউজার্সি), আব্দুস সালাম (নিউজার্সি), ড. মোহাম্মেদ দেলোয়ার হোসেন (আলাবামা), ড. সৈয়দ আশরাফ আহমেদ (ম্যারিল্যান্ড), তাজুল ইমাম (নিউজার্সি), গোলাম মোস্তফা মিরাজ (নিউইয়র্ক), জাহেদুল মাহমুদ জামি (ক্যালিফোর্নিয়া), রাশেদ আহমেদ (নিউইয়র্ক), কৌশিক আহমেদ (নিউইয়র্ক), আতিকুর রহমান (ফ্লোরিডা), ফারুক ভুইয়া (নিউজার্সি), মীর চৌধুরী (নিউজার্সি), নাহিদ চৌধুরী মামুন (নিউজার্সি), বেদারুল ইসলাম বাবলা (নিউইয়র্ক), ড. মোহাম্মদ আলী মানিক (আটলান্টা) , সাজ্জাদ জহীর (নর্থ ক্যারোলিনা), ড. মাসুদ হাসান (নিউইয়র্ক), ড. সজিদ কামাল (ম্যাচাসুচেস্ট), নিনি ওয়াহেদ (নিউইয়র্ক), অধ্যাপিকা হোসনে আরা (নিউইয়র্ক), শীতাংশু গুহ (নিউইয়র্ক), হেলালুর করিম (ক্যানেক্টিকাট), হাকিকুল ইসলাম খোকন (নিউইয়র্ক), হাবিব আহমেদ টিয়া (ক্যালিফোর্নিয়া), আফরোজা জামিল কঙ্কা (ক্যালিফোর্নিয়া), মতিন চৌধুরী (ক্যালিফোর্নিয়া), ইঞ্জিনিয়ার ভুইয়ান (ফ্লোরিডা)।

সদস্য: ড. জিনাত নবী (নিউজার্সি), নাজনীন হোসেন (নিউজার্সি), ইরানী আমিন (নিউজার্সি), ড. ফারুক আজম (নিউজার্সি), হাজি এনাম (নিউইয়র্ক), আবদুর রহমান (নিউইয়র্ক), মকবুল হোসেন তালুকদার (নিউইয়র্ক), দেওয়ান বজলু চৌধুরী (নিউজার্সি), গোপাল সান্যাল (নিউইয়র্ক), শুভ রায় (নিউইয়র্ক), তাহমিনা শহীদ (নিউইয়র্ক), ড. দিলিপ নাথ (নিউইয়র্ক), ফরিদা আরভি (বোস্টন), আবদুল লতিফ বিশ্বাস (নিউইয়র্ক), রুহুল ভুঁইয়া (নিউইয়র্ক), শেখ আতিকুল ইসলাম (নিউইয়র্ক), মো. মনির হোসেন (নিউইয়র্ক), অভিনাশ আচার্য (নিউইয়র্ক), ইসমাইল হোসেন স্বপন (নিউইয়র্ক), জিএইচ আরজু (নিউইয়র্ক), বিএম হোসেন হিরু ভুঁইয়া (নিউইয়র্ক), রেজাউল করিম চৌধুরী (নিউইয়র্ক), খুরশিদ আনোয়ার বাবলু (নিউইয়র্ক), স্বপন কর্মকার (নিউইয়র্ক), শিবলী সাদিক (নিউইয়র্ক), মিয়ান হেলালি (নিউজার্সি), অধ্যাপক নবেন্দু দত্ত (নিউইয়র্ক), ড. টমাস দুলু রায় (নিউইয়র্ক), মিনহাজ আহমেদ (নিউইয়র্ক), মিথুন আহমেদ (নিউইয়র্ক), লুতফুন রহমান লতা (নিউইয়র্ক), ড. আবদুল বাতেন (নিউইয়র্ক), আজমল আলী (নিউজার্সি), সন্তোষ বড়ুয়া (ওয়াসিংটন), ওসমান গনী (বোস্টন), মাহফুজ রহমান (বোস্টন), মিশা রহমান (বোস্টন), জাকির হোসেন (বোস্টন), মোরশেদা খাতুন (বোস্টন), জাহিদ ওসমান মামুন (বোস্টন), মহিতোস তালুকদার তাপস (বোস্টন), রেজাকুল হায়দের ফরিদ (বোস্টন)।

দুই বছরে তিন লক্ষাধিক বাংলাদেশি যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছে

কর্নেল অলির দাবি

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) প্রেসিডেন্ট কর্নেল (অব) ড. অলি আহমদ বীরবিক্রম বলেছেন, 'গত দুই বছরে বাংলাদেশ থেকে তিন লক্ষাধিক মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছে। এদের অনেকেই বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় সরকারের নিপীড়ন-নির্যাতন ও মামলা-হামলার শিকার হয়েছেন। তাদের বৈধ করার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকে পরিণত করতে সব পদক্ষেপের উদ্যোগ নিয়েছে এলডিপি।

ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকজন অ্যাটর্নির সঙ্গে এ বিষয়ে আমাদের কথাবার্তাও হয়েছে।' তিনি বলেন, 'এতে আমি অত্যন্ত আশান্বিত যে, বাংলাদেশের তিন লক্ষাধিক পরিবার স্বচ্ছলতার মুখ দেখতে পাবে। তারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। বিশ্বাস করি যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার আমাদের এই নেতাকর্মীদের যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব প্রদান করবেন।'

গত বৃহস্পতিবার সকালে নিউইয়র্কের মেমোস হোটেলে এবং বিকেলে হলিডে ইন কুইন্স হোটেলে এলডিপির বিভিন্ন অঙ্গ-রাজ্য শাখার নেতাকর্মীদের সঙ্গে দু'টি মতবিনিময় অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

মতবিনিময় অনুষ্ঠানে নিইউইয়র্ক শাখার আহ্বায়ক আলহাজ এমএ জাফরের সভাপতিত্বে এলডিপির কেন্দ্রীয় মহাসচিব ড. রেদোয়ান আহমদ, নিইউইয়র্ক শাখার সদস্য সচিব জাকির হোসেন, স্থানীয় নেতা মোহাম্মদ রুবেল অংশ নেন। এলডিপি প্রেসিডেন্ট বলেন, নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত এলডিপির যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গ-রাজ্যে এলডিপি'র শাখা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। অবশ্য ইতিমধ্যেই বেশ কিছু অঙ্গ-রাজ্যে কমিটি গঠনের কাজ শেষ হয়েছে। সেসব কমিটির নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়া নেতাকর্মীদের আইনি সহায়তাসহ সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

অলি আহমদ

বাইডেনকে ঈশ্বরের দাওয়াত দিতে যাচ্ছিলেন বুলেট নিয়ে!

ডেস্ক রিপোর্ট

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে হুমকি দেয়ার অভিযোগে কানসাস অঙ্গরাজ্যের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দারা। ২৬ জানুয়ারি বুধবার তাঁকে মেরিল্যান্ড থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত ওই ব্যক্তির নাম স্কট রায়ান মেরিম্যান। তিনি গোয়েন্দাদের জানান, বাইডেনকে ঈশ্বরের দিকে ফেরানোর জন্যই হোয়াইট হাউসের দিকে যাচ্ছিলেন।

স্কট জানান, বাইডেনের বিভাজনের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ বিরক্ত। আর এ জন্যই ঈশ্বর তাঁকে ওয়াশিংটন ডিসিতে যেতে বলেছেন। বাইডেন ঈশ্বরের দিকে না ফিরলে তাঁকে নরকে যেতে হবে বলেও জানান স্কট।

সিএনএনকে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, স্কটের কাছ থেকে তিন রাউন্ড বুলেটভর্তি ম্যাগাজিন পাওয়া গেছে। তবে তাঁর কাছে কোনো অস্ত্র পাওয়া যায়নি। স্কট জানান, ঈশ্বর তাঁকে গোলাবারুদ আনতে বলেছেন।

বাংলাদেশ কনস্যুলেটে নতুন কনসাল জেনারেল মনিরুল ইসলাম

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল অফিসে কনসাল জেনারেল হিসেবে যোগদান করেছেন মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম। গত ২০ জানুয়ারি তিনি নতুন কনসাল জেনারেল যোগদান করেন। নিউইয়র্ক বাংলাদেশ কনস্যুলেটে যোগদানের আগে তিনি তুরস্কের ইস্তাম্বুলের বাংলাদেশ কনসুলেটে কনসাল জেনারেল হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

মনিরুল ইসলাম নিউইয়র্কের সাবেক কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুন্নেসার স্থলাভিষিক্ত হলেন। সাদিয়া ফয়জুন্নেসা রাষ্ট্রদূত হিসাবে পদোন্নতি পেয়ে গতবছর ব্রাজিলে যোগদান করেন। মনিরুল ইসলাম নিউইয়র্ক কনস্যুলেট অফিসে বাংলাদেশসরকারের ষোলতম কনসাল জেনারেল।

কূটনীতিক মনিরুল ইসলামের জন্ম মাদারীপুর জেলায়। শিক্ষাগত জীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগ থেকে অনার্স ও মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। পাস করার পর কিছু দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগে শিক্ষকতাও করেন মনিরুল ইসলাম। পরবর্তীতে তিনি ২০০১ সালে ২০তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ে সহকারী সচিব হিসাবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে ইস্তাম্বুল ছাড়াও তিনি দেশের বাইরে জাপান ও নয়াদিল্লি দূতাবাসে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৭ সালে ইস্তাম্বুলে যোগদানের আগে মনিরুল ইসলাম ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ে ইকোনোমিক এ্যাফেয়ার্সের মহাপরিচালক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।

মনিরুল ইসলাম

আরব আমিরাতে সামরিক সরঞ্জাম পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা উপসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য ক্রমেই হুমকি হয়ে উঠেছে, যুক্তরাষ্ট্রের এমন অভিযোগ বেশ পুরোনো। সম্প্রতি সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন জোটের বিরুদ্ধে আক্রমণ বাড়িয়েছে হুতিরা। এর জেরে রক্ষণাত্মক সামরিক নীতির অংশ হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাতে সামরিক সরঞ্জাম পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এতে ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী ডেস্ট্রয়ার ও যুদ্ধবিমান রয়েছে।

মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনের পক্ষ থেকে আজ বুধবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মোতায়েন করা ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী ডেস্ট্রয়ার ইউএসএস কোল বোস্বিং এবং পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান সংযুক্ত আরব আমিরাতের নৌবাহিনীকে সহায়তা করবে। এর মধ্য দিয়ে দেশটি ইয়েমেন থেকে হুতি বিদ্রোহীদের হুমকি মোকাবিলায় আরও সক্ষম হয়ে উঠবে। হামলার আগেই সতর্ক হতে পারবে।

বাংলাদেশ হিন্দু এসোসিয়েশন অব কুইবেকের মানবিক কার্যক্রম

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ হিন্দু এসোসিয়েশন অব কুইবেক, মন্ট্রিয়ল শুধু পূজা-পার্বন কিংবা ধর্মীয় অন্যান্য কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি এর কর্মপরিধি। সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মানবিক কাজে সবসময় এগিয়ে এসেছে। ইতিপূর্বে বাংলাদেশের দরিদ্র ও মেধাবীছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা চালিয়ে নিতে কিংবা দুঃস্থ ও অসহায় রোগীদের চিকিৎসায় আর্থিক সহায়তা করেছে ধারাবাহিকভাবে।এবং সেটা করেছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে। শুধু তাই নয়, সংগঠনটি বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত নারী ও শিশু নির্যাতন এবং সাম্প্রদায়িক হামলায় নির্যাতিত, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। এসব নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রবাসে নানা কর্মসূচি পালন করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে যে জরুরী ও মানবিক বিষয় নিঃস্ব মানুষগুলোকে অর্থ সহায়তা দিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দেয়া - এসোসিয়েশন সেই দিকটির প্রতিই অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। 'মানুষ মানুষের জন্যে' এই শ্লোগানে বাংলাদেশ হিন্দু এসোসিয়েশন অব কুইবেক প্রবাসে থেকেও তহবিল সংগ্রহ করে মাতৃভূমির বিপন্ন মানুষের সহায়তায় সাধ্যমতো কাজ করে যাচ্ছে। সংগঠনটি এর সদস্য, পৃষ্ঠপোষক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সহৃদয়বান লোকদের স্বেচ্ছায় দেয়া অনুদানে এই তহবিলটি গঠন করে।

সহায়তা প্রদানের ধারাবাহিকতায় এসোসিয়েশন সম্প্রতি বাংলাদেশে সাত লাখ টাকা প্রেরণ করে। এই টাকা সাম্প্রদায়িক হামলায় রংপুরের পীরগন্জ ও সুনামগন্জের শাল্লার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ইতিপূর্বে মিথ্যা অজুহাতে ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠীদের হামলা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও নির্যাতনে ঐসব এলাকার হিন্দু পরিবারগুলো নিঃস্ব ও অসহায় হয়ে পড়েছিল।ঘটনাগুলোর পরপরই তহবিল সংগ্রহ করা শুরু হলেও অপ্রত্যাশিত কিছু বাঁধার কারণে যথাসময়ে অর্থ প্রেরণে কিছু বিলম্ব হয়।বাঁধাগুলো ছিল, কোভিড ১৯ সংক্রান্ত পরিস্থিতি, বেসরকারি, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান/সংগঠন কর্তৃক সাহায্যদানে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক জটিলতা এবং অর্থ বিতরণে সহসাই বিশ্বস্ত মাধ্যম খোঁজে না পাওয়া। সবশেষে এই অর্থ এসোসিয়েশনের প্রাক্তন উপদেষ্টা শ্রী দিলীপ কর্মকারের মাধ্যমে সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট ভূক্তভোগীদের হাতে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। মন্ট্রিয়ল প্রবাসী এই প্রবীণ সমাজকর্মি বাংলাদেশে থাকায় এসোসিয়েশনের অনুরোধে তিনি এই মহৎ কাজটি করে দেন। তিনি নিজ খরচে পীরগন্জ ও সিলেটে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে সরাসরি এই অর্থ বিতরণ করেন এবং বিতরণের ছবি তোলে এসোসিয়েশনের কাছে পাঠান। মৌলবাদী মুসলমানদের সাম্প্রতিক হামলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত পীরগন্জের হতদরিদ্র পরিবারদের মধ্যে পাঁচ লাখ টাকা এবং শাল্লায় হামলার প্রধান টার্গেট যাকে দীর্ঘদিন জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছিল সেই ঝুমন দাসকে দেড় লাখ টাকা এবং শাল্লারই আরেক অসহায়, অসুস্থ যুবক রনি দাসকে চিকিৎসা সহায়তা বাবৎ ৫০হাজার টাকা এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়।সিলেটে রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ মহারাজের উপস্থিতিতে শাল্লার দুজনকে আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়।

বাংলাদেশ হিন্দু এসোসিয়েশন অব কুইবেক কর্তৃপক্ষ এবং সাম্প্রতিক তহবিল সংগ্রহের উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে অর্থ প্রদানকারী সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলা হয়, সবার সহযোগিতায় মানবিক এই কর্মকান্ড অব্যাহত রাখা হবে। এছাড়া তহবিলের স্বচ্ছতা প্রদানে অর্থ দানকারীদের নাম ও অর্থের পরিমাণ এবং বাংলাদেশে অর্থ বিতরণের ছবি সহ সকল তথ্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ফেসবুক মেসেন্জার গ্রুপ 'United for humanity'র মাধ্যমে অবহিত করা হয় বলেও তাঁরা জানান। বিজ্ঞপ্তি।

ইনফো কর্নার

অনেক বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে নানা স্বপ্ন, আশা নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমেরিকায় পাড়ি জমান অনেকে। কিন্তু আমেরিকায় আসার কয়েকদিন পর অধিকাংশই বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারেন। অনেকেই বুঝতে পারেন, স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় টিকে থাকা এত সহজ নয়। এর পেছনে রয়েছে নানাবিধ কারণ। তার মধ্যে ইংরেজি ভাষায় দুর্বলতা, কাজে অদক্ষতা, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে নিত্যপণ্যের উচ্চ দাম উল্লেখযোগ্য। ফলে অনেকেই নিজে চলতে অথবা পরিবার চালাতে হিমশিম খান। সমস্যা যেমন আছে, তেমনি সব সমস্যার সমাধানও রয়েছে। নতুন আসা বাঙালি অভিবাসীদের অনেকেই মার্কিন সরকারের দেয়া বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবগত নন। জীবনধারণের জন্য আমেরিকান সরকার খাদ্য, চিকিৎসা, আবাসন, শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। এ লেখার মাধ্যমে এসব সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে, যাতে কেউ পর্যাপ্ত তথ্য না জানার কারণে ভোগান্তির শিকার হন। **আসিফ মোক্তাদির**

তুষারপাতের জন্য নিউইয়র্ক সিটিতে আগামী কয়েকদিন যেসব পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে।

পার্কিং: তুষারপাতের জন্য অল্টারনেট সাইড পার্কিং স্থগিত করা হয়েছে। তবে পার্কিংয়ের জন্য ফি প্রদানের জন্য মিটার চালু থাকবে।

বর্জ্য-আবর্জনা বা গার্বেজ কালেকশন: তুষারপাতের জন্য গার্বেজ সংগ্রহ করতে দেরি হতে পারে।

পাবলিক স্কুল: স্কুল খোলা থাকবে।

অভিবাসীরা পেছনে ফেলছে আমেরিকানদের

অভিবাসীরা পেছনে ফেলছে আমেরিকানদের। শিক্ষার যোগ্যতার উপর ভিত্তি করেআমেরিকায় নানা ধরনের চাকরি রয়েছে। এক সময় আমেরিকানদের মধ্যে ব্যাচেলর ডিগ্রি করার হার কম ছিল। কারণ ব্যাচেলর ডিগ্রি না করেও তারা অনেক ভালো ভালো চাকরি করার সুযোগ পেত। বিভিন্ন ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট কোর্স কিংবা হাই স্কুল শেষ করে চাকরিতে ঢুকে যেত। তারপর সেখানে কাজ করতে করতে অভিজ্ঞতা অর্জন করে প্রমোশন পাওয়ার সুযোগ ছিল। ব্যাচেলর ডিগ্রি কিংবা উচ্চ শিক্ষা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা কম ছিল৷

কিন্তু আমেরিকার বিভিন্ন কোম্পানিতে বাইরের দেশের লোক এসে যখন তাদের চেয়ে ভালো পজিশনে কাজ পেয়ে যায় এবং তাদের চেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা পায় তখন সাধারণ আমেরিকানদের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে। দক্ষ কর্মী নিয়োগের জন্য আমেরিকার বিভিন্ন কোম্পানি বাইরের দেশ থেকে লোক নিয়োগ করে। আবার আমেরিকায় আসা অভিবাসীর সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে তারাও বিভিন্ন চাকরিতে রাজত্ব করা

শুরু করে দেয়। আমেরিকায় আসা এসব অভিবাসীরা শিক্ষার গুরুত্ব অনুভব করে।

অনেকে তাই উচ্চ শিক্ষায় নিজেদের নিযুক্ত করে। জ্ঞান, বিজ্ঞানে এগিয়ে যায়। আমেরিকানরা তখন বুঝতে পারে উচ্চ শিক্ষা ছাড়া ভবিষ্যতে তারা আর এসব চাকরিতেযোগদান করতে পারবে না। এভাবে চলতে থাকলে চাকরির বাজারে তাদের যে একচেটিয়া

রাজত্ব তা হুমকির মুখে পড়বে। তাই তারা উচ্চ শিক্ষার জন্য নিজেদের নিয়াজিত করতে থাকে। তাদের প্রভাব ধরে রাখার জন্য নিজেদের কোয়ালিফিকেশন বাড়াতে থাকে।

একসময় যেসব চাকরিতে ব্যাচেলর ডিগ্রি ছাড়াই ঢুকা যেত সেসব চাকরিতে উচ্চতর ডিগ্রির প্রয়োজন হতে শুরু করে। অভিবাসীরা নিজেদের যোগ্যতায় আমেরিকানদের সাথে পাল্লা দিতে থাকে। তারা বিভিন্ন কোম্পানির উচ্চ পদে চাকরি পেতে থাকে। পিউ রিসার্চ সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, উচ্চতর দক্ষতার প্রয়োজন এমন চাকরিক্ষেত্রে প্রায় ৩০ শতাংশ অভিবাসী জায়গা করে নিচ্ছে। আমেরিকানদের ক্ষেত্রে এ সংখ্যা ৪৪ শতাংশ। পরিসংখ্যান দেখেই বোঝা যায় অভিবাসীরা আমেরিকানদের একচ্ছত্র রাজত্ব করার কোন সুযোগ দিচ্ছে না৷ সমানতালে প্রতিযোগিতা করে চলছে।

নিউইয়র্কে শহীদ তৌহিদ স্মৃতি সংসদের দোয়া ও আলোচনা সভায় বক্তারা। ছবি: সংগৃহীত

লিয়াকত ও প্রদীপের মৃত্যুদণ্ড

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাদক মামলা করে অপরাধ করেছেন প্রদীপ। পাশাপাশি লিয়াকত গুলি করে হত্যা, নাটক সাজানো, হত্যার পরিকল্পনা করা, শাস্তিমূলক অপরাধ করেছেন। এছাড়া এ মামলার ৬ আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ৭ জনকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত।

এর আগে বেলা ২টা ২০ মিনিটে এজলাসে উপস্থিত হয়ে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. ইসমাঈল ৩০০ পৃষ্ঠার রায়ের সারসংক্ষেপ পড়া শুরু করেন। সোমবার সকালে এই মামলার সব আসামিকে আদালতে আনার কথা থাকলেও পরে তা পরিবর্তন করা হয়। পরে দুপুর ১টা ৫৭ মিনিটের দিকে আসামিদের আদালতে আনা হয়। তাঁদের আদালতের

কাঠগড়ায় নেয়া হয়। সাবেক ওসি প্রদীপ আদালতে উপস্থিত হয়েছেন ধূসর রঙের সোয়েটার আর নেভি ব্লু রঙের প্যান্ট পরে। এজলাসের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

রায়কে কেন্দ্র করে আদালতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। রায় শুনতে আদালতে রয়েছে উৎসুক জনতার ভিড়। তাঁদের বেশিরভাগই টেকনাফের বাসিন্দা। এদিকে সাবেক ওসি প্রদীপের ফাঁসির দাবিতে সকাল থেকেই আদালত চত্বরে মানববন্ধন করছেন টেকনাফের সাধারণ মানুষজন।

আদালতপাড়ায় সরেজমিনে দেখা যায়, সকাল ৮টার দিকে শতাধিক পুলিশ সদস্য জজ কোর্ট এলাকার চারদিকে প্রতিবন্ধকতা (বেরিকেড) দিয়ে রাখেন। নিরাপত্তার অংশ হিসেবে কক্সবাজার জেলা পুলিশ আদালতে প্রবেশের একটি ফটক পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। পরে ঠিক নয়টার দিকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্ব সদস্যরা আদালত ছাড়েন।

পরে আবার বেলা ১টা থেকে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রফিকুল ইসলাম বেলা দেড়টায় হ্যান্ড মাইকে ঘোষণা দিয়ে মিডিয়াকর্মী ছাড়া বাকিদের আদালত প্রাঙ্গণ ছেড়ে যেতে অনুরোধ করেন।

নিহত বাংলাদেশি জঙ্গির আমেরিকান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের (আইএস) নারী ব্যাটালিয়নকে নেতৃত্বদানকারী ‘অ্যালিসন ফ্লুক-একরেন’ নামের এক আমেরিকান নারীকে ৩১ জানুয়ারি সোমবার ভার্জিনিয়ার আলেকজান্দ্রিয়া আদালতে হাজির করা হয়। সিরিয়ায় নিহত বাংলাদশি এক জঙ্গির বিধবা স্ত্রী অ্যালিসনকে জামিন না দিয়ে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। ৪২ বছর বয়সী এ নারীর বিরুদ্ধে আমেরিকানদের ওপর হামলাকারীদের সহযোগিতা ও উপাদানগত যোগান দেয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। বিচারে তাঁর ২০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

সিরিয়া থেকে গত সপ্তাহান্তে আমেরিকায় নিয়ে আসা অ্যালিসন সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তির সাথে উচ্চারিত হচ্ছে বাংলাদেশের নাম। জঙ্গিবাদে যুক্ত হতে বেশ কয়েক বছর আগে সিরিয়ায় পাড়ি জমান অ্যালিসন। অন্তত

২০১৪ সাল থেকে তিনি আইএসের হয়ে বেশ কিছু জঙ্গি তৎপরতায় অংশ নেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

আমেরিকার ক্যানসাস রাজ্যের ছোট্ট ওভারব্রুক শহরের নারী অ্যালিসন একরেনের বর্তমান বয়স ৪২ বছর। আদালত থেকে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, ২০০৮ সালে তিনি মিসরে স্থানান্তরিত হন স্বামীর সাথে। ২০১২ সালের দিকে তিনি সিরিয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছেন বলে এফবিআই অনুমান করছে। ২০১৬ সালে সিরিয়ার তেল আবায়েদ নামের শহরে বিমান হামলায় অ্যালিসনের প্রথম স্বামীর মৃত্যু ঘটে। প্রথম স্বামীর কোনো নাম বা জাতীয়তার পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি বিবরণীতে।

প্রথম স্বামীর মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই অ্যালিসন ফ্লুক-একরেন একজন বাংলাদেশি জঙ্গিকে বিয়ে করেন। বিভিন্ন তথ্য সূত্রের বরাত দিয়ে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম জানাচ্ছে, অ্যালিসনের দ্বিতীয় স্বামী একজন বাংলাদেশি এবং ড্রোন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এফবিআইকে দেয়া তাঁর পরিবারের তথ্য মতে অ্যালিসনের বাংলাদেশি স্বামী জঙ্গিগোষ্ঠী আই এস'এর জন্য একটি ড্রোন প্রকল্প নিয়ে কাজ করছিলেন। এ ধরনের একটি ড্রোন ব্যবহার করে অ্যালিসন আমেরিকায় রসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে হামলার পরিকল্পনা করছিলেন। ২০১৬ সালের শেষদিকে বা ২০১৭ সালের প্রথমদিকে সিরিয়ায় বিমান হামলায় বাংলাদেশি এ জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলে বিভিন্ন সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশি স্বামীর মৃত্যুর চারমাস পর অ্যালিসন একরেন আবার এক আইএস নেতাকে বিয়ে করেন। নিজের ঔরসজাত নয় এমন একটি সন্তানও অ্যালিসন লালন পালন করছিলেন। তাঁকে সিরিয়া থেকে কীভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, মার্কিন বিচার বিভাগের তথ্য বিবরণীতে তা জানানো হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের একটি কলেজের ক্যাম্পাস ও একটি শপিং মলে হামলার পরিকল্পনা করেছিলেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।

অ্যালিসন সিরিয়া ভিত্তিক জঙ্গি গোষ্ঠীর খুব প্রভাবশালী নারী প্রশিক্ষক ছিলেন। নারী জঙ্গিদের প্রশিক্ষণের জন্য আইএস তাঁকে নিয়োগ দেয়। তিনি ইংরেজি, আরবিসহ বহু ভাষায় পারদর্শী এবং নারীদের জঙ্গি কাজে প্রশিক্ষণে দক্ষতা অর্জন করেন। মামলার বিবরণে দেয়া সাক্ষীর বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, অ্যালিসন বলেছেন, যে হামলায় বহুজনের প্রাণহানি ঘটে না, সেসব হামলাকে সময় ও সম্পদের অপচয় বলে তিনি মনে করেন।

'খাতিবা নুসাইবা ব্যাটালিয়ন' নামের আইএস জঙ্গি উপদলের প্রধান ছিলেন অ্যালিসন। জিহাদি জঙ্গিদের বিয়ে করা স্ত্রীদের নিয়ে গঠিত এ দলটির শতাধিক নারী জঙ্গিদের তিনি প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। একজন আমেরিকানকে দিয়ে পরিচালিত এমন প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য আইএস'র নেতৃত্বের কাছে অ্যালিসন খুবই মূল্যবান একজন নারী ছিলেন। ৩১ জানুয়ারি সোমবার ভার্জিনিয়ার আদালতে কয়েক মিনিটের জন্য তাঁকে হাজির করা হয়। কয়েদীর পোশাক পরা এবং মাথায় স্কার্ফ পরা অ্যালিসন ফ্লুক-একরেন অনেকটা ভাবলেশহীন ছিলেন। বিচারের বিষয়বস্তু তিনি বুঝতে পারছেন এবং তাঁকে তাঁর নামের শেষ অংশ-একরেন বলেই সম্বোধন করলে হবে বলে তিনি আদালতকে জানান। এর আগে আদালত তাঁর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ উত্থাপনের সময় পূর্ণ নাম -অ্যালিসন ফ্লুক-একরেন ব্যবহার করা হচ্ছিল।

বিচারক ইভান ডেভিস অ্যালিসনের বিরুদ্ধে আটকাদেশ বলবৎ রাখার শুনানির তারিখ ধার্য্য করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ প্রদান করেছেন। অ্যালিসনের জন্য নিযুক্ত আইনজীবী জোসেফ কিং সোমবারের শুনানি শেষে কোন মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন।

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে তৌহিদ হত্যার বিচার

উত্তর আমেরিকা অফিস

নোয়াখালী জেলার সোনাইমুরী উপজেলা বিএনপি'র যুগ্ম আহ্বায়ক তৌহিদুল ইসলাম তৌহিদ-এর অষ্টম মৃত্যু বার্ষিকীতে দোয়া ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কে তাকে স্মরণ করা হলো। শহীদ তৌহিদ স্মৃতি সংসদ যুক্তরাষ্ট্র-এর উদ্যোগে মঙ্গলবার (১ ফেব্রুয়ারী) সন্ধ্যায় ব্রঙ্কলীনের একটি রেষ্টুরেন্টে এই দোয়া ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় বক্তারা তৌহিদের স্মৃতি চারণ করে বলেন, তিনি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে বিচার বহির্ভূত নির্মম হত্যার শিকার হয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তৌহিদ শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শের রাজনীতি বিএনপি করতেন বলেই আওয়ামী সরকারের প্রতিহিংসার শিকার হন। বক্তারা বলেন, বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে তৌহিদ হত্যার বিচার করা হবে।

শহীদ তৌহিদ স্মৃতি সংসদ ইউএস'র আহ্বায়ক আহমেদ সালেহ রুমেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন বিশেষ অতিথি যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম ভূইয়া, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র জাগপা'র সভাপতি এইচ এম রহমত উল্লাহ সহ সাখাওয়াত উল্লাহ মামুন, নূর আলম ও আহসান উল্লাহ বাচ্চু।

আহসান উল্লাহ মামুনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন মওলানা আবুল খায়ের। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন মশিউর রুবেল, বদল মির্জা, ইসমাইল হোসেন, সোহাগ রানা, হাছান সোহেল নাজমুল হোসেন, আনোয়ার হোসেন, আল মামুন সবুজ, মোহাম্মদ হোসেন, আবু সায়েদ সোহাগ প্রমুখ।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটি যুক্তরাষ্ট্রের সদস্য সচিব মিজানুর রহমান ভ‚ইয়া (মিল্টন ভ‚ইয়া) অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি থাকলেও ব্যক্তিগত বিশেষ জরুরী কাজে তিনি উপস্থিত থাকতে না পারার জন্য তিনি দু:খ প্রকাশ করেছেন বলে আয়োজনকরা জানিয়ে বলেন, তিনি সার্বিকভাবে তৌহিদ স্মৃতি সংসদ জড়িত এবং সকল প্রকাশ সহযোগিতা করে আসছেন। বিপুল সংখ্যক নোয়াখালীবাসী ও প্রবাসী বাংলাদেশী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে জসিম ভূঁইয়া বলেন, বিএনপি র‌্যাব প্রতিষ্ঠা করলেও কোন রাজনৈতিক কর্মীকে ক্রস ফায়ারে হত্যা করেনি। শেখ হাসিনা সরকার র‌্যাব সহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে ক্ষমতায় আকড়ে রাখতে ব্যবহার সহ তাদের ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য আজ র‌্যাব কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আর বেশীদিন সময় নেই, ২০২৩ সালের নির্বাচনে তারেক রহমানের নেতৃত্বে গণ জাগরণ তুলে বিএনপি আবার ক্ষমতায় আসবে। আর তখন রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বা ক্রস ফায়ার নয়, আইনেই আওতায় সকল অপরাধীর বিচার করা হবে।

জাকির এইচ চৌধুরী বলেন, আমার হাতে গড়া অনেক রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের মধ্যে তৌহিদুল ইসলাম ছিলো অন্যতম। তৌহিদ ছিলো দেশপ্রেমিক, মনবদরদী আর বিএনপি'র সাচ্চা কর্মী। তাকে পরিকল্পিতভাবে তথা কথিত ক্রসফায়ারের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে। বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসলে অবশ্যই তৌহিদ হত্যার বিচার হবে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, শেখ হাসিনা সরকার হত্যা, গুম, খুন আর বিরোধী মতকে দমন করার মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় টিকে আছে।

বাসায় ফিরলেন খালেদা জিয়া

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নন। হাসপাতালে কোভিড রোগী বেশি থাকায় নিরাপত্তার কারণে তাঁকে আপাতত বাসায় রাখা হবে। বাসায় থেকেই তিনি চিকিৎসা গ্রহণ করবেন।

এভারকেয়ার হাসপাতালে এক সংবাদ সম্মেলনে খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসক প্রফেসর ফখরুদ্দিন মো. সিদ্দিকী বলেন, আপাতত দৃষ্টিতে খালেদা জিয়ার অবস্থা স্ট্যাবল থাকলেও ভবিষ্যতে যে রক্তকরণ হবে না-সেটার কোনো নিশ্চয়তা নেই। দেশে ফের করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। শুধু জানুয়ারি মাসেই এভারকেয়ার হাসপাতালে ৩৮০ জন কর্মকর্তা কর্মচারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাই ম্যাডামের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বিবেচনা চিন্তায় নিচ্ছি।

৭৬ বছর বয়সী সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী বহু বছর ধরে আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি, ফুসফুস, চোখের সমস্যাসহ নানা জটিলতায় ভুগছেন। সর্বশেষ গত ১৩ই

নভেম্বর ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর তাঁর ‘পরিপাকতন্ত্রে’ রক্তক্ষরণ এবং লিভার সিরোসিসের কথা জানান চিকিৎসকরা। বাংলাদেশে খালেদা জিয়ার ‘সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নেই’ দাবি করে তাঁকে বিদেশে পাঠানোর জন্য কয়েক দফা পরিবারের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়। সাময়িক মুক্তির শর্তের বিষয়টি উল্লেখ করে প্রতিবারই তা নাকচ করা হয়।

প্রবল তূষারঝড়ের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাখছেন বাসিন্দারা।

তূষারঝড়ের কারণে সপ্তাহান্তে সাত হাজারের বেশি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রাজধানী ওয়াশিংটনে প্রথমে হানা দেয় এই তুষারঝড়। পূর্বাঞ্চলের ওয়াশিংটন থেকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত হানা দিয়েছে তুষারঝড়টি। আরকানসাস, টেনেসি, কেনটাকি, নর্থ ক্যারোলিনা, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ানিয়া ও ভার্জিনিয়ানিয়াসহ দক্ষিণাঞ্চলের ১৮ অঙ্গরাজ্যে তুষারঝড় বয়ে গেছে। ভারি তুষারপাত ও তুষার ঝড়ের কারণে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

জাতীয় আবহাওয়া কার্যালয়ের পরিচালক লুইস ইউসেলিনির আশঙ্কা, এই তুষার ঝড়ের কারণে পাঁচ কোটির মতো মানুষ আক্রান্ত হতে পারে। ওয়াশিংটনের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এজেন্সির পরিচালক ক্রিস গিলভার্ট জাতীয় ঐতিহাসিক স্থাপনা, ক্যাপিটাল ভবন ও জাদুঘর বন্ধ থাকার কথা জানান।

যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২২ সালে প্রবল তুষারঝড়ে নাট্যশালার ছাদ ধসে পড়ে ১০০ মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল। এবারের তুষারপাতে এসব পুরনো কথাই আলোচিত হচ্ছিল।

রোববার বিকেল পর্যন্ত নিউইয়র্ক ও নিউজার্সিতে পাঁচ শতাধিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এসব সড়ক দুর্ঘটনার বেশিরভাগই হয়েছে পিচ্ছিল মহাসড়কের কারণে। রোববার সকাল থেকেই সর্বত্র বরফ পরিচ্ছন্নতা শুরু হয়েছে। হিমাংকের নিচে প্রচণ্ড শীতে জমে ওঠা বরফ সরাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে নাগরিকদের।

নিউইয়র্কসহ অন্যান্য নগরকেন্দ্রে অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগ দিয়ে বরফ সরাতে হয়েছে।

চ্যালেঞ্জে মার্কিন অর্থনীতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দিয়ে সরকার অর্থ প্রবাহ নিশ্চিত করেছে। যদিও দেশের অর্থনীতি আচরণ করছে অর্থনীতির নিজস্ব নিয়মে। মূল্যস্ফীতির নিম্নমুখী যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। এর মোকাবিলায় চাপে আছে যুক্তরাষ্ট্র। ফেডারেল রিজার্ভ মার্চ মাস থেকে সুদের হার বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। এ নিয়ে আগাম কথাবার্তা শুরু হওয়ায় এরইমধ্যে অর্থনীতিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। চলমান এ সময়ে সুদের হার বাড়ানোর ফলে অর্থনীতি কী আচরণ করবে, এ নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। ২০১৮ সালের পর প্রথমবারের মতো মূল সুদের হার বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক।

মহামারির প্রভাব কাটিয়ে বেশ দ্রুতগতিতে পুনরুদ্ধার হচ্ছে মার্কিন অর্থনীতি। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানও বলছে, গত বছরে দেশটির অর্থনীতি বিগত কয়েক দশকের মধ্যে দ্রুততম হারে বেড়েছে। তবে চলতি বছরে এসে সেই প্রবাহ কমে যাবে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। মহামারির ধাক্কায় ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৩ দশমিক ৪ শতাংশ কমে গিয়েছিল। লকডাইনের বিধিনিষেধের কারণে কাজ হারিয়েছিলেন প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ মানুষ। সরকার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় নাগরিক প্রণোদনা নিয়ে এগিয়ে আসে। সরকারের প্রণোদনা ব্যয়ের কারণে এ ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সহায়ক হয়। এ সহায়তা নিয়ে সে বছর প্রবৃদ্ধি যতটা খারাপ হওয়ার শঙ্কা ছিল তা হয়নি, যা গত বছরও অব্যাহত ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগ জানিয়েছে, ১৯৮৪ সালের পর গত বছরই সবচেয়ে বেশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। প্রবৃদ্ধির এ হার প্রায় ৫ দশমিক ৭ শতাংশ। ক্ষতি পুষিয়ে নিতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বেশ কিছু উদারনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পুনর্নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন এবং শিশুযত্নের মতো খাতগুলোতে ব্যয় বাড়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।এসব পদক্ষেপের কারণে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে নিজের সফলতা দেখছে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রশাসন। এ প্রবৃদ্ধি তাঁর সরকারের নেয়া পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টার কারণেই সম্ভব হয়েছে বলে বলছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

করোনার নতুন ধরন ওমিক্রনের সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় শঙ্কা তৈরি হয়েছে। দেশটিতে করোনা পরিস্থিতি কিছুটা ভালো হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র সরকার তার প্রণোদনা ব্যয় কমিয়ে আনতে শুরু করেছিল। অন্যদিকে ফেডারেল রিজার্ভও সুদের হার বাড়িয়ে দিচ্ছে। করোনার নতুন ধরন ওমিক্রনের সংক্রমণ আর উচ্চ মূল্যস্ফীতিও মার্কিন অর্থনীতিবিদদের জন্য চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, এসব কারণে গত বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধির গতি চলতি বছরে কিছুটা কমে যাবে। বিশ্বব্যাংকও জানিয়েছে, চলতি বছরে ৩ দশমিক ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে মার্কিন অর্থনীতি, যা গত বছরের চেয়ে কম। এসব উদ্বেগের মধ্যে মার্কিন স্টক মার্কেটগুলোতে টানা তিন সপ্তাহের মতো দরপতন হয়েছে। সূচকের এ নিম্নগতি আরও বাড়তে পারে। লন্ডনভিত্তিক অর্থনৈতিক গবেষণা পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান ক্যাপিটল ইকোনমিকসের জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ অ্যান্ড্রু হান্টার বলেন, করোনার নতুন ধরন ওমিক্রনের সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণে চলতি বছরের শুরুতে অর্থনীতি গতিটা কিছুটা শ্লথ।

এ অবস্থা বছর শেষ পর্যন্ত চলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মার্কিন বহুজাতিক অর্থ প্রতিষ্ঠান ওয়েলস ফার্গোর অর্থনীতিবিদেরা জানিয়েছেন, এখন থেকে প্রণোদনার মতো আর্থিক নীতি কমে গিয়ে উল্টো কঠোর আর্থিক নীতি আসবে। এ পরিস্থিতির মধ্যে কতটা ভালোভাবে প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা সম্ভব হবে, সেটাই হবে আগামী বছরগুলোতে মার্কিন অর্থনীতির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

গুজব-গুঞ্জনে উত্তপ্ত দেশের রাজনীতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পাচার করে সেই অর্থ দিয়ে বিদেশে লবিস্ট নিয়োগ করেছে। তারা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে এবং দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী চারটি কারণের কথা বলেছেন। এগুলো হচ্ছে- যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষা, বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বাঁচানো, নির্বাচনকে বানচাল ও প্রশ্নবিদ্ধ করা এবং দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগের রাজনীতি হচ্ছে দেশের জনগণের ভোটের অধিকার রক্ষা করা, কেড়ে নেয়া নয়। আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়। নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের নির্বাচন তার বড় প্রমাণ। বিএনপি এই নির্বাচনেও নানা খেলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি, ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স, জনগণের ভোটের অধিকার রক্ষাসহ সবকিছু আওয়ামী লীগের আন্দোলনের ফসল। তিনি আরও বলেন, এদের কোনো দেশপ্রেম নেই, জনগণের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই। তাই দেশের অগ্রযাত্রাকে বন্ধ করতে, দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে নানা চক্রান্ত করছে।

এদিকে একটি বড় জোট গঠন করে শিগগিরই নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এক দফা দাবিতে আন্দোলনে নামার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি। দলটির স্থায়ী কমিটির সভায় গত শুক্রবার এ সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সভাপতিত্বে ভার্চুয়ালি রাত নয়টা থেকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ওই সভা চলে বলে স্থায়ী কমিটির একাধিক সদস্য জানিয়েছেন।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে নির্বাচন কমিশন গঠনে আইন পাস হয়। এর পরদিন বিএনপি ওই সভা করে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য প্রথম আলোকে বলেছেন, বৃহত্তর জোট গঠনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চলছিল। তবে তা হচ্ছিল না। তবে সরকার নিজেদের পছন্দমতো ইসি গঠনে আইন করে আবারও একতরফা নির্বাচনের দিকে যাচ্ছে।

আইন পাসের পর তাঁরা তাগিদ অনুভব করেন যে এই সরকারকে আর বেশি দিন সময় দেয়া যায় না। এক দফা নিয়ে আন্দোলনে নামা ছাড়া সামনে বিকল্প নেই।

ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে বিশেষ বার্তা হিসেবে দলীয় নেতাকর্মীদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন দলটির কেন্দ্রীয় নেতারা। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ষড়যন্ত্র নিয়ে একাধিকবার বার্তা দিয়েছেন। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুর রহমান বলেছেন, একটি গোষ্ঠী পানি ঘোলা করার চেষ্টা করছে। তাই আমি নেতাকর্মীদেরকে বলবো আপনারা প্রস্তুত হন। সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে শেখ হাসিনার হাতকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। আগামী নির্বাচনের আগে সব নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

বিএনপি ২০–দলীয় ঐক্য জোট ও জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট—নামের দুটি জোট আছে। এই দুই জোটকে সঙ্গে রেখে কোন ফর্মে বৃহত্তর জোট হবে, তা এখনো ঠিক হয়নি ।

একাধিক সূত্র জানিয়েছে দলের সভায় এ নিয়ে বস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আর যে যেখানে আছেন, তাঁদের সবার সঙ্গে এক দফা নিয়ে আলোচনা করেই বৃহত্তর জোট গঠন করা হবে। কাউকে বাদ দেয়া হবে না। যে যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখবেন—এ নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে যানা গেছে।

গত শনিবার নারায়ণগঞ্জের এক অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য শামীম ওসমান বলেছেন, জাতির পিতার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে একটা ভাষণ দিয়েছেন। সেখানে তিনি অনেক কিছুর ইঙ্গিত দিয়েছেন। আমি যা বুঝলাম সামনে আমাদের চরম কঠিন একটি পরীক্ষা অতিক্রম করতে হবে। আমাদের দায়িত্ব এই মেসেজটা সবার কাছে পৌঁছে দেয়া'। তিনি আরও বলেন, যারা খেলা খেলতে চান তাদের বলি আমরাও এইবার খেলব। আমরাও এইবার প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমরা এইবার কিন্তু খেলার জবাবটা কঠিনভাবে দিবো। খুব কঠিন ভাবে দেব। আমরা কাবাডি খেলতে জানি। খেলা হবে। নেতাকর্মীদের উদ্দেশে শামীম ওসমান বলেন, আমার কথা হালকাভাবে নেবেন না। গেট প্রিপারেশন নারায়ণগঞ্জ। প্রস্তুতি নেন যাতে আমাদের নেত্রী, আমাদের শেখ হাসিনার তরফ থেকে যদি কোনো ডাক আসে নারায়ণগঞ্জ থেকে যেনো ভিমরুলের চাকের মতো লক্ষ লক্ষ নেতাকর্মী ঢাকায় যেতে পারে। শেখ হাসিনার ওপর আঘাত আসলে ঘরে বসে থাকবো না। আওয়ামী লীগের তৃণমূলের নেতাকর্মীরা জানান, গত কয়েকদিন ধরে আমাদের নেতারা নানা ষড়যন্ত্রের বার্তা দিচ্ছেন। আমরা তাদের নির্দেশের অপেক্ষায় আছি। রাজপথে নামতে হলে নামব। আন্দোলন করব। প্রয়োজনে রক্ত দেব। সব মিলে বাংলাদেশের রজনীতি ক্রমশ উত্তপ্ত হওয়ার আলামত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কতিপয় কর্মকর্তার ওপর মার্কিন সরকারের নিষেধাজ্ঞা, মানবাধিকার প্রশ্নে বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলের তৎপর হয়ে ওঠায় বিরোধীদের মধ্যে এক ধরনের চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশ বাহিনীর বাদ পড়া নিয়ে নানা মহলের আলোচনা,চিঠি চালাচালির পরও জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রকে পাশ কাটিয়ে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগাম কোন নজির নেই। বাংলাদেশ এখনও শান্তি মিশনে শীর্ষ দেশ। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর ক্রমাগত চিঠি গ্রহণ করেও জাতিসংঘ এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বলে কোন মহল থেকে গ্রহণযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। বরং এ নিয়ে গুজব এবং বিরোধীদের আশাবাদ ছাড়া তেমন কোনো তথ্য অনুসন্ধান করে পাওয়া যায়নি।

বাইরের দেশে নিরাপদ অবস্থান নিয়ে সরকারবিরোধী পক্ষের জোর প্রচারণা থাকলেও এ প্রচারণা জের ধরে মাঠের পরিস্থিতিকে প্রভাবান্বিত করার তেমন কোনো ঐক্যবদ্ধ শক্তি এখন বাংলাদেশে নেই। ফেসবুক , ইউ টিউব আর সাইবার বিভ্রান্তি ছড়িয়ে গুজব বাড়ানো যায় , সরকার পরিবর্তন করা যায় না বলে প্রচারণায় নিত্য ব্যস্ত থাকা একাধিক লোকজনের মন্তব্য থেকে তা পাওয়া যায়। সরকারের পক্ষ থেকে এ প্রচারণাকেও মোকাবেলার জন্য প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে নানা তৎপরতা চলমান রয়েছে বলে জানা গেছে।

দেখে আসা কোস্টারিকা

মওদুদ পাশা

কোস্টারিকার নাম অনেক শুনেছি। পাহাড় পর্বত আর প্রশান্ত মহাসাগর বেষ্টিত দেশ। বিশ্বের পর্যটক ও আমার মতো সৌখিন ফটোগ্রাফারদের জন্য এক আদর্শ গন্তব্য। জীব বৈচিত্রে ভরা জনারণ্য। ৪ জানুয়ারি নিউইয়র্ক থেকে ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট। গন্তব্য সান হুয়ান ইন্টারনেশনাল এয়ারপোর্ট। স্থানীয় সময় তখন দুপুর দুইটা। সান হুয়ান এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশন পর্ব শেষ করতে একটু সময় লাগল বটে, কিন্তু কোন ধরনের অসুবিধা হলো না। এয়ারপোর্টের সবাই বেশ আন্তরিক, এমনকি এয়ারপোর্টের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সিওয়ালা পর্যন্ত। যা আমাদের নিজ দেশেও সাধারণত পাওয়া কঠিন।

বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সিওয়ালাদের কাছে জানতে চাইলে বললাম আমাদের রেন্টাল কারের শাটল বাস আসার কথা। ওরা জিজ্ঞেস করল, কোন কোম্পানি? নাম বলতেই ওরা শাটল বাসের নিদির্ষ্ট স্থান দেখিয়ে দিল। ২০ মিনিট পরে বাস আসল। বাসে উঠে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে দশ মিনিটে পৌঁছলাম রেন্টাল কার কাউন্টারে। রেন্ট পর্ব শেষ করে আশপাশের একটি রেস্টুরেন্টে ঢোকার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলাম। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার বিমান ভ্রমণে চা আর বিস্কিট ছাড়া কিছুই দেয় না আজকাল।

যাহোক খাবার পর্ব শেষ করে গন্তব্য সাড়ে তিনঘণ্টার পথ। অজানা অচেনা দেশে গুগুল জিপিএস-এর সহযোগিতা নিয়ে আল্লাহ আল্লাহ করে গাড়ি ছুটালাম। কিছুদূর যেতে লক্ষ্য করলাম গাড়িতে ওরা ফুল টেংক পেট্রল দেয়নি। তাই পার্শ্ববর্তী কোনোও পেট্রলপাম্পে ঢুকে পেট্রল নিয়ে আবার রওনা দিলাম। পাহাড়ি পথে প্রথমে কিছুটা জ্যামের মধ্য দিয়ে গেলেও পরে আর কোনো অসুবিধা হয়নি হোটেলে পৌঁছাতে। রাত এগারোটায় পৌঁছে ক্লান্ত শরীরে গোসল করে সোজা বিছানায়। ইচ্ছে সকাল সকাল ওঠা। যাতে অনেক পাখিদের ছবি তোলা যায়। কারণ ভোর সকাল হলো পাখিদের ফটো ওঠানোর উত্তম সময়। তাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। ভোর ছয়টায় উঠে তাড়াতাড়ি নাস্তা সেরে কেমেরা কাঁধে বেরিয়ে পড়ি।

যখন নাস্তা করছিলাম, তখনই আমার রিসোর্টের আঙিনায় অনেক সুন্দর সুন্দর পাখির উপস্থিতি দেখছিলাম। অপেক্ষা করার বা অন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। ক্লিক করা শুরু করলাম একের পর এক। প্রথম দিনই অনেক পাখির ছবি তুলে ফেললাম। প্রথম সকালটাই বেশ আত্মবিশ্বাসী করে তুললো ফটো উঠানোতে। ছিমছাম রিসোর্ট “একো এরিনাল”। গাছপালায় ঘেরা। সামনেই মাইল দুয়েক দূরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ১৯৬৮ সালে সর্বশেষ অগ্নুৎপাত হওয়া এরিনাল আগ্নেয়গিরি। স্পষ্টই তখনকার লাভা বেরিয়ে আসার রেখাগুলো। যদিও এখন ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি। তারপরও বেশ রোমাঞ্চকর এ দৃশ্য!

প্রস্তুত হতে লাগলাম “লা ফরচুনা” ঝর্ণা দেখার উদ্দেশ্যে। ঝর্ণাটা রিসোর্ট থেকে বিশ মিনিটের গন্তব্য। সেখানে পৌঁছে ভ্রমণ প্রবেশের টিকিট নিতে হলো। বিশ ডলার। প্রথমেই ঝুলন্ত ব্রিজ। হেঁটে পাড়ি দিয়ে অনেক নিচে সিঁড়ি বেয়ে নামতে হলো। প্রায় আধা মাইলের মতো পাহাড়ের নিচে। দুর থেকেও ঝর্ণার গর্জ্জন। ঝর্ণার অঢেল জলরাশি পড়ার গর্জ্জন আর বাষ্প হয়ে উড়ে যাওয়া বাষ্পকনা এসে সমস্ত শরীর ভিজিয়ে দেয়। সৃষ্টির ওপার মহিমায় আন্দোলিত হই। স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টি চোখ না ফিরিয়ে দেখতে থাকি। ভাবি, কতো সৃষ্টিই দেখা হয়নি! না বেরুলে কি আর তা দেখা যায়?

ঝর্ণা দেখে মোহবিষ্টতার মধ্যে হোটেলের দিকে ফিরছিলাম। পাহাড়ি রাস্তায় উঠতে গিয়ে মানুয়েল গাড়ি ফেঁসে গেলো গিয়ার বক্সে। অনেক কষ্টে রেন্টাল কার কোম্পানির মাধ্যমে টো ট্রাকের ব্যবস্থা করে দুই ঘণ্টার অপেক্ষার ঝামেলায় পড়তে হলো। এই দুই ঘণ্টা কি করি তাই ভাবছিলাম!

হঠাৎ মনে হলো জঙ্গলের মধ্যে না দাঁড়িয়ে, পেছনে ফেলা এসেছিলাম একটি রেস্টুরেন্ট। সেখানেই আপাতত টো ট্রাক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করি। লিফট নিতে হলো এক স্প্যানিশ দম্পতির ছুটে চলা গাড়ির কাছে। তাঁরা খুবই সদয় হয়ে লিফট দিলেন রেস্টুরেন্ট পর্যন্ত। সেই রেস্টুরেন্টে ঢুকার সময় হামিং বার্ডের কিছু সুন্দর ছবি তুললাম। একজন শৌখিন ফটোগ্রাফারের জন্য এমন সুযোগ বেশ উত্তেজনার। বেশ অপ্রত্যাশিতভাবেই এ সুযোগ পেলাম। মনে মনে বললাম, খোদা যা করেন তা ভালোর জন্যই করেন। প্রকৃতি শুধু বিস্ময়েরই নয়, ব্যাখ্যাতীতও বটে!

প্রিয় পাঠক, কোস্টারিকা ভ্রমণের রোমাঞ্চকর বর্ণনার বাকি অংশ থাকছে আগামী পর্বে

লেখক: নিউইয়র্ক প্রবাসী সৌখিন ফটোগ্রাফার।

ছবি: লেখক

TLC Insurance

Renewal / Broker Change

প্যানডেমিকের কারণে আমাদের অফিসে আসার প্রয়োজন নেই।
আপনারা অনলাইনেই সব সেবা পেতে পারেন।

Nexar Camera
with Discounted Price
on the spot.
সেই সাথে ইন্স্যুরেন্স ডিসকাউন্ট

দীর্ঘ ১২ বছরের সাফল্য ও
অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়
আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Class

ব্রোকারেজ চেঞ্জ করতে হলে
TLC বা DMV-তে
যেতে হয় না।

We Do all forms of Insurance

- আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা
- Auto, Home & Business
- TLC, Car Service, Uber, Black Car
- Restaurant, Grocery & Other Stores
- Construction & Bond
- Food Vendor
- Commercial Van
- Workers Comp.

TDS Insurance Brokerage Corp.

118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310 Fax: 718-483-9311
email: team@tdsinsurance.com

অনু গল্প

মহামারি বা অতিমারি যাই বলি না কেন, এই কুচ্ছিৎ ব্যাপারটা বহুদিন ধরে অশুভ শকুনীর মতো আমাদের দুই কাঁধের উপর তার দুই হাঁটু গেড়ে বসেছে। একে যেন কিছুতেই সরানো যাচ্ছে না। দিনরাত্রি মহামারির প্রকোপ নিয়ে কথা বলে বলে মুখ তেতো হয়ে গেছে। আর কাহাতক? আজকের অণুগল্পের আসরে বরং অণুগল্পের চেহারা, রং, চরিত্র নিয়েই না হয় কিছুকথা বলি। আমরা অনেকে ইতোমধ্যেই একাধিক অণুগল্প লিখেও ফেলেছি। তাই অণুগল্প লিখিয়ে হিসেবে অণুগল্প কী, কাকে বলে? দেখতে কেমন? খেতে কেমন? সেইসব বিষয়গুলো একটু উল্টেপাল্টে দেখতে পারি। একজন গল্পকার হিসেবে অণুগল্প সম্পর্কে কতটা জানি বা বুঝি তাও মাঝেমধ্যে একটু ঝালাই হওয়া প্রয়োজন বৈকি। উপন্যাস, বড়গল্প, ছোটগল্প এবং অণুগল্প এগুলোর নাম এবং আকৃতির মধ্যে যেমন বিস্তর পার্থক্য রয়েছে, তেমনি পার্থক্য রয়েছে চরিত্রে। অণু অর্থ হল সূক্ষ্ম। তাই নামের মতোই অণুগল্প আকারে সূক্ষ্মতম। অণুগল্পের এই সংক্ষিপ্ত অবয়বের মধ্যেই গল্পকারকে বিশাল বক্তব্য উপস্থাপন করতে হয়। তাই অন্যান্য ক্ষেত্রের চেয়ে অণুগল্প লেখার কাজটি বরং আরও জটিলতর। আকৃতিতে ছোট হলে কী হবে, গল্প হতে হবে বিশেষ অর্থপূর্ণ, ইঙ্গিতপূর্ণ, তাৎর্যপূর্ণ। অণুগল্প বিশারদরা অণুগল্পকে তাই রূপকগল্প বা প্রতীকীগল্পও বলে থাকেন। আমাদের অণুগল্প পাতার গল্পগুলো দিনে দিনে আরও ধারালো এবং শানিত হয়ে উঠবে গল্পকারদের কাছে এটাই প্রত্যাশা—শেলী জামান খান

বাঘিনি

অর্ঘ্য রায় চৌধুরী

বাঘ বেরোচ্ছে মাঝেমাঝে। সুলতা দরজা জানলা বন্ধ করে শোয়, পাশে অতুল নেশা করে অকাতরে ঘুমাচ্ছে। সুলতা বোঝে রাত গভীর হলে বাঘটা উঠোনে হেঁটে বেড়াচ্ছে। ঠোঁট চেটে নিচ্ছে। সুলতা ভাবে বাঘের গায়ের গন্ধে ঝিম ধরানো নেশা।

অতুলের সঙ্গে বিয়ের পর কেটে গেছে পনের বছর। এক মেয়ে শহরে মামাবাড়িতে থেকে পড়ছে। ওরা মাঝেমাঝে দেখতে যায়। এ এক গ্রাম, ধীরে ধীরে মফস্বল হয়ে উঠছে। অতুল সকালে কাজে যায়, ফেরার পথে মদে চুর হয়ে এসে ঘুম। কখনো কখনো সুলতার শরীরে গভীর রাতে কয়েকটা কাঁকড়াবিছে হেঁটে বেড়ায়।

বাঘটাকে জানলার ফাঁক দিয়ে দেখেছিল একদিন, বাঘটা হাঁটে, জানলার দিকে তাকায়। ঠোঁট চাটে, সুলতা অনুভব করে একটা খরখরে জিভ, গরম নিঃশ্বাস এসে ঘাড়ের ওপর শক্ত থাবায় চেপে ধরেছে। সুলতা ঘামতে থাকে, অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে আসে। বাঘটা উৎকর্ণ হয়।

একদিন দরজা খুলে বাঘটাকে ঘরে ডেকে নেয়। পাশের ঘর খালি। অতুলের ঘরে শিকল তুলে দেয়। বাঘটা সারারাত ওকে চাটে, আঁচড়ায়, কামড়ায়, তছনছ করে। সুলতা একসময় টের পায় ওর শরীরে সুখের ক্লান্তি।

বাঘটা বলে আবার আসবে, কখনো দুপুরেও। বাঘটা পাশের গ্রামে হেঁটে যায়। ওর গলায় লেগে থাকে দাঁতের দাগ।

বাঘটা যখন অনেকদিন ধরে আসে না, অতুল টের পায় পাশে এক বাঘিনি ঘুমাচ্ছে। টের পায় তার দাঁতের ধার। নখের ভেতরে কাঁকড়াবিছার হুল।

কালান্তর

অমিতা মজুমদার

ভোরের আশাবরী রাগে সুর মূর্ছনা কালে প্রবীণ প্রজন্মের সুর সাধক রামানুজ আজকাল বেশ কুণ্ঠিত থাকে। ফলে বার বার সুর কেটে যায়। এ পাড়ায় রামানুজবাবু আছেন গত পঞ্চাশ বছর ধরে। সবাই তাকে চেনে। পাশের বাড়ির রহমান সাহেবের মৃত্যুর পর তার সুন্দর দোতলা বাড়িটা ভেঙে এক আকাশ ছোঁয়া ইমারত উঠেছে। সেখানে কত পরিবার থাকে রামানুজ জানে না,কিন্তু সারা রাত অনেকগুলো ঘরে আলো জ্বলে। প্রায় লাগোয়া বাড়ি বলে একটু উচ্চগ্রামে গান বাজালে শব্দ শোনা যায় এবাড়ি ওবাড়ি। প্রায়ই কোনো না কোনো ঘরে রাতভর নাচগান, হৈ-হুল্লোড় চলে।একটা উৎসব উৎসব আমেজ সব সময়। আসলে ওখানে তো রামানুজের গ্রামের চেয়েও বেশি ঘর,বেশি মানুষ থাকে। তাই এমনটাই স্বাভাবিক।

রহমান সাহেবের প্রবাসী ছেলেমেয়ে একজন লোক রেখে গেছে বাড়ি ও শবনমকে দেখাশোনার জন্য। শবনম রহমান ভাইয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। শবনম ছাড়া ওবাড়ির সবাই এ পাড়ায় নতুন। তাই এখন আর কেউ ওবাড়িতে যায় না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা ছাত্রদের নিয়ে সঙ্গীতচর্চার সময় ওবাড়ি থেকে কয়েকজন তরুণ এসে বলেছে এভাবে সন্ধ্যাবেলা গান-বাজনা করলে তাদের সমস্যা হয়। অশীতিপর রামানুজ খুব অপমানিত বোধ করেন। ধীরে ধীরে ছাত্রদের আসাও কমে যেতে যেতে শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকেছে। রামানুজ নিজে কী করবে? সেতো না খেয়ে থাকতে পারবে কিন্তু সঙ্গীত ছাড়া বাঁচতেই পারবে না।

বসার ঘর থেকে ভেতরের সবচেয়ে ছোটো ঘরটায় ঠাঁই হয়েছে তার সুরযন্ত্রের। সে ঘরের সব দরজা-জানালা বন্ধ করে রাতের প্রথম প্রহরে তানপুরায় রাগ ইমন তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু ওই যে সংকোচ মনে প্রোথিত হয়েছে তা থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না।

মনে হয় বন্ধ ঘরে রাগ-রাগিণীরা হাঁসফাঁস করছে। রামানুজের মনে পড়ে গেল রহমান ভাই কেমন তন্ময় হয়ে তার গান শুনতো। সে যখন রাগ সঙ্গীতের চর্চা করত তখনও বসে থাকত নীরবে। গান শেষে বলতো ভাই রামানুজ তুমি যখন এই গান গাও কিছু বুঝি না কিন্তু মনে হয় বেহেস্তে বসে আছি। কখনো কখনো কেঁদেও ফেলত। সে জলের ধ্রাই যেন আজ ভাসিয়ে নিয়ে যায় রামানুজের সকল রাগ-রাগিণীকে।

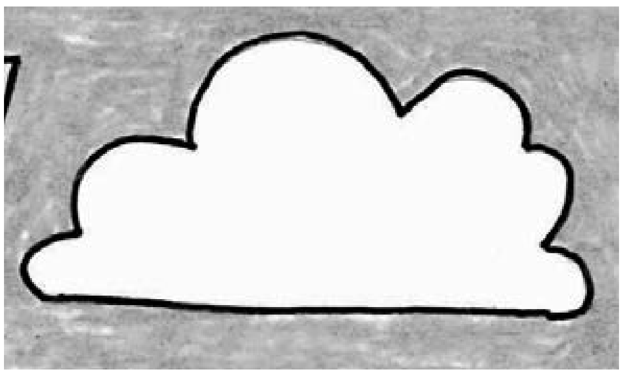

কৃতঘ্ন

মাহবুবা আরিফ শুমি

“কণা, কণা..! ওঠো তাড়াতাড়ি, চা দাও।”

রফিকের কর্কশ কণ্ঠের হাক শুনে কণা ধরফর করে বিছানায় উঠে বসে। আজকাল ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে যাচ্ছে রোজ। রফিক দেখলেই অস্রাব্য খিস্তিখেউড় করে। মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠে কণার। পড়ে যাওয়া ঠেকাতে বিছানাটার চাদরটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে সে।

মাত্র কিছুদিন আগেই করোনা থেকে সেরে উঠেছে। কিন্তু ভীষণ দুর্বল লাগে আজকাল তার শরীর। চেষ্টা করেও ভোরে ঘুম থেকে উঠতে পারে না কিছুতেই। আর রফিকও ব্যাপারটা একদম সহ্য করতে পারে না। দুর্বল শরীরটাকে টেনে বিছানা থেকে নামিয়ে চুলায় চায়ের পানি চাপায় কণা। কাপ ধুয়ে তাতে দুধ, চিনি দিতে থাকে। করোনায় আক্রান্ত হবার পর কাজের সাহায্যকর্মী ছুটা মেয়েটাকেও ছুটি দিয়েছিল সে এক মাসের জন্য। বাচ্চা সামলানো, ঘরের সমস্ত কাজ এখন একা হাতেই সামলাতে হচ্ছে তাকে। পায়ের শব্দ শুনে কণা দরজা দিয়ে তাকায়। রফিক খাবার ঘরে গ্লাসে পানি ঢালছে। মুখটা রাগে কালো হয়ে আছে। কণা নির্লিপ্ত চোখে দেখতে দেখতে চুলার ফুটন্ত পানিতে চাপাতা দেয়। কাপে চা ঢালে। হঠাৎ কানে ভেসে আসে পাশ দিয়ে যেতে যেতে রফিক ক্ষোভে গজগজ করছে, “দুপুর পর্যন্ত ঘুমায়। মানসিক বিকারগ্রস্ত, অপদার্থ, অলস মহিলা একটা!”

কণা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

এই তো সেদিনের কথা, রফিকই প্রথম করোনায় আক্রান্ত হয়েছিল। হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল সে সময় ওকে।... আর সে নিজের জীবনের পরোয়া না করে রফিকের সঙ্গেই লেগে ছিল সব সময়। সেদিন অবশ্য রফিকের কণ্ঠটা অন্য রকম ছিল। সে নরম, মায়া মাখা গলায় বলেছিল, —বিপদে আপনজন চেনা যায়। তোমার মতো স্ত্রী পেয়ে আমি ধন্য। আমি সত্যিই ভাগ্যবান কণা।

আর এখন তারই জন্য কণা যখন...আচ্ছা বিপদে পাশে দাঁড়ানো প্রকৃত বন্ধুর পরিচয়।

আর বিপদ কেটে যাওয়ার পর তা বেমালুম ভুলে যাওয়া, সেটা কিসের পরিচয়?

কণা চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে রান্না ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। সেখানে এক টুকরো নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। এক ঝাঁক শালিক মনের আনন্দে উড়ে যাচ্ছে আকাশে। কণার অজান্তে ওর চোখ থেকে একবিন্দু অশ্রু হাতে ধরা চায়ের কাপে গড়িয়ে পড়ে।

নায়িকার অপমৃত্যু

আবদুস শহীদ

মেঘলার বয়স খুব কম। পড়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে। কিন্তু পড়ার বই ততটা মুখস্থ না যতটা ভারতীয় হিন্দি সিরিয়ালের ডায়লগ তার মুখস্থ। হিন্দি সিনেমার রোমান্টিক দৃশ্যগুলি মেঘলা খুব মন দিয়ে দেখে। সিনেমার নায়িকাদের মতো ড্রেস বানায় আর তাদের মতো সাজে। বাবা বোরহান উদ্দিন আর মা জমিলা খাতুন একমাত্র মেয়ের শখ মেটাতে মেটাতে দ্বিধা করেন না।

৮ম শ্রেণিতে উঠতে উঠতে মেঘলা বেশ কয়েকটি রিলেশন করে ফেলে। প্রত্যেকটা রিলেশন সে শুরু করে বেশ আগ্রহ নিয়ে কিন্তু শেষ হতেও সময় লাগে না তার। সবই চলে সিনেমার স্টাইলে। তার ইচ্ছে করে নাটকের সিনেমার নায়কের মত একটা হ্যান্ডসাম ছেলের হাত ধরে হাঁটবে সাড়াদিন। কিন্তু সেরকম উষ্ণ অনুভূতি এ পর্যন্ত পায়নি মেঘলা। পাড়া পড়শীর কটাক্ষ দৃষ্টি সে কখনো গায়ে মাখেনি। বাবা-মায়ের ভাল উপদেশ পেয়েও সে শুধরায়নি। রাস্তার যুবকেরা তার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে, কিন্তু মেঘলা তা উপভোগ করে।

নবম শ্রেণীতে যখন মেঘলা পড়ে, তখন সে একটা ছেলের প্রতি ভীষণ আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। দিন-রাত ঐ ছেলেকে নিয়ে ভাবতো সে। কারণ ছেলেটা খুব ধনী বাবার একমাত্র ছেলে। একদিন মেঘলা ছেলেটার সাথে এক রেস্তোরাঁয় ঘনিষ্ঠ সময় কাটাচ্ছিল। তার বাবার বন্ধু সেটা দেখে ফেলে। তিনি সাথে সাথে মেঘলার বাবাকে ফোন করেন।

তালা বন্ধ ঘরে ৫ ঘণ্টা কেটে গেল কেউ মেঘলাকে ডাকতে আসেনি। তার প্রতি কারো মায়া নেই। একটা উচিত শিক্ষা দিতেই হবে নিজের পরিবারকে। সাথে সাথে একটা সিনেমার দৃশ্য মনে হলো তার। নায়িকা গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্ম হত্যার ভান করে। এবং হাসপাতালে নেয়ার পড়েই তার জ্ঞান ফিরে আসে। এই ভেবে মেঘলা আত্মহত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু বাস্তবজীবন তো আর সিনেমাটিক জীবন নয়।

বংশ পরম্পরা

লুনা রাহনুমা

হাসিনা আর শাহাদাতের সুখের সংসার। একযুগ প্রেম করে ওরা একে অপরকে মনের কথা বলেছে দিনের পর দিন টেলিফোনে, চিঠিতে, পার্কের বেঞ্চিতে হাত ধরাধরি করে। নিজেকে যতটা বুঝতে পারে হাসিনা, তারচেয়েও বেশি বুঝে শাহাদাতের মন, মনের ভাঁজ-খাঁজ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সিদ্ধান্তহীনতার দোনোমনা আর সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারার অপারগতা।

হাসিনা যখন মা হলো, ওদের প্রেমের প্রথম ফসল সাহিদাকে কোলে নিয়ে ফ্যাকাশে হেসেছিল শাহাদাত। সামলে নিয়েছে হাসিনা। প্রশ্নের আঘাতে আহত করেনি প্রেমিক পুরুষকে।

পরেরবার তোয়ালে প্যাঁচানো দ্বিতীয় সন্তান শাহানাকে দেখেও একই মুখ হয় শাহাদাতের। হাসিনা এতদিন প্রিয় উপন্যাসের খোলা পাতার মতো যে মানুষটিকে আনন্দ নিয়ে পড়তো, সেই উপন্যাসের গল্পে এখন ক্লাইমেক্স পর্ব এসেছে। শব্দে শব্দে দ্বিধা। অধ্যায়ে অধ্যায়ে আতঙ্ক আর পৃথিবী থেকে নিজের অস্তিত্ব মুছে যাওয়ার ভয়। আলগোছে নিঃশব্দে সরে গেছে উপন্যাস শুরুর সেই রোমান্টিকতা।

শাহাদাতের মনে ভয়, তার যদি একটিও পুত্র সন্তান না থাকে তবে শাহাদাতের মৃত্যুর পর খাটিয়া বহন করবে বাইরের সব লোক। জানাজার নামাজে যারা দাঁড়াবে তারা সবাই হবে বাইরের লোক। কবরের ঘরে তাকে শুইয়ে দেবে বাইরের লোক। গোরস্থানে কবরের পাশে বসে বিলাপ করে কাঁদবে বাইরের লোক।

স্বধর্ম মতে, পিতার মৃত্যুতে সশরীরে শরিক হবার অধিকার আছে শুধু পুত্র সন্তানদের। পিতার বংশের ধারা বহন করতে পারে শুধুমাত্র তার রক্তের একটি ছেলে সন্তান। মেয়ে সন্তান আজীবন ভালোবাসা ছাড়া আর কি-ই-বা দিতে পারে বাবা-মাকে!

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিয়মগুলো এমনই। অনেক পুরুষ মিলে তৈরি করেছে এই নিয়ম। একা শাহাদাতের কি সাধ্য আছে শত বছরের পুরুষতন্ত্রকে ভাঙে! শত বছরের ধর্মীয় বিধানকে অমান্য করে!

সম্ভব হয় না তার পক্ষে। তাই কেবল সহজভাবে নিজের ভেতরে নিজেকেই ভাঙে প্রতিনিয়ত। আশাহত হবার তীব্র ব্যথা বুকে নিয়ে প্রতিদিন মরে যায় বারবার করে। তিনটি কন্যা সন্তানকে ভালোবাসলেও তাদের নিয়ে গর্বিত পিতার মতো বুক উঁচিয়ে হাঁটতে পারে না সে। স্বামীর ছায়ায় ক্রমাগত ছোট হতে থাকে হাসিনার গলার স্বরও।

আশ্রয়

ফারহানা হোসেন

ফেলিসা সারাদিন জানালার পাশে বসে থাকে। ও যখন সকালে আমার রুমে গিয়ে আমার মুখে চুমো দেয় তখনই আমি বুঝে ফেলি ফেলিসা জানালার পর্দা সরিয়ে দিতে বলছে। আমি উঠে ফ্যামিলি রুম ও লিভিং রুমের পর্দা সরিয়ে দেই। তখনই ফেলিসা লাফিয়ে জানালার পাশে বসে থাকে। আমি বেশ কিছুদিন ধরে দেখার চেষ্টা করছি ও বাইরে তাকিয়ে কি করে। তো একদিন ফেলিসা এমনি বাহিরে তাকিয়ে আছে, এমতাবস্থায় আমিও বাইরে তাকিয়ে দেখি একটা কাঠবিড়ালী আমার ফ্রন্টইয়ার্ডে বসে আছে। এবং তারা দুজন দুজনকে দেখছে। তারপর থেকে প্রতিদিন এভাবেই ওরা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে। কি আর করা প্রেম তো সবার জীবনেই আসতে পারে ফেলিসা না থাকলে আমি সৎমার মতো কাঠবিড়ালী কে তাড়িয়ে দেই যেন ফেলিসা প্রেম না করতে পারে।

একদিন বাবু আমাদের গাড়ি থেকে গ্রোসারি নামাতে গেলো, এই সুযোগে ফেলিসা আমার চোখের আড়াল করে বের হয়ে গেলো মুহূর্তে, অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখলাম ও পেছনের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে। আমি দেখেই এক চিৎকার দিলাম। এরপর বাসায় ও যখন আবার জানালার পাশে বসলো আমি ওকে আদর করে কাছে ডেকে বললাম,

শোনো ফেলিসা তুমি সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছো আর ওই কাঠবিড়ালীর কোনো চাল চুলা নেই, ওর ঘর নেই, কিছুই নেই ও নিজে একটা বাউণ্ডুলে নিজের থাকার জায়গা নেই। সারাদিন মানুষের গাছ তলায় থাকে। ও তোমাকে কোথায় নিয়ে রাখবে বলো? মাম্মী তোমার জন্য খাওয়া অর্ডার দেয় প্রতিমাসে পেটসোপ থেকে। তুমি কোনোদিন ঘরের খাওয়াও খাওনা, পানি পর্যন্তও কিনে খাও। তাহলে তুমি কি করে ওর সাথে গাছ তলা থাকবে?

জানি না পাঠক ফেলিসা কি বুঝলো বুঝলাম না। ও শুধু ঝুঁকে এসে আমার মুখে একটা চুমা দিলো। হয়তো এটা ফেলিসার ব্লেসিং আমার জন্য। এর পর থেকে ও আর তেমন জানালার পাশে বসে না। সে তার নিজের মতো করে খেলে আমাদের সাথে।

আসলে সবাই নিজস্ব একটা আশ্রয় চায়, হোক সে মানুষ কিংবা পশু।

মানুষ প্রতিদিন নতুন

স্বপন বিশ্বাস

বটেশ্বর বাবুর বয়স হয়েছে। প্রাচীনপন্থী মানুষ। সব কিছুতেই তার ঐতিহ্যপ্রীতি। পুরাতন বাড়ীটার ইট সুরকি ভেঙে পড়ছে। তবু মেরামতের নাম নেই। তাতে নাকি ঐতিহ্য নষ্ট হবে। মেয়েটার ডেলিভারি হবে, তাকে হাসপাতালে পাঠাবে না। বাড়িতে বাচ্চা হওয়াও নাকি ঐতিহ্য। হাসপাতাল থেকে নার্স ডেকে এনেছে। তাই নিয়ে বাড়িতে টান টান উত্তেজনা চলছে। এর মাঝে কাজের মাসিটা একটা কাণ্ড করে বসল।

দেয়ালে ঠাকুরদার আমলের একটা পেণ্ডুলাম ঘড়ি ছিল, ঘরের ঝুল ঝাড়তে গিয়ে সেই অচল ঘড়ি মেঝেতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। বটেশ্বর বাবু তারস্বরে চিৎকার দিয়ে উঠল, ‘হতচ্ছাড়ি,কি সব্বনাশটা করলি’!

বড়ছেলে পাঁচু এসে বলল, ‘বাদ দাওতো বাবা, অচল মালটা বিদেয় হয়েছে। ভাগ্যিস কারও মাথায় পড়েনি। তাহলে কী কাণ্ডটাই না হতো’। অচল হলেই যদি ফেলে দিতে হয়, ‘তাহলে তো বুড় বাপ-মাকেও ফেলে দিতে হয়। আমরাও তো পুরনো হয়ে গেছি’। সুযোগ পেয়ে বটেশ্বরবাবু বেশ একটা যুক্তি হাজির করল।

পাঁচু বলল, “জীবিত মানুষ কি কখনও পুরাতন হয়। সে প্রতিদিনই নতুন।”

পাঁচু তার বিয়েতে উপহার পাওয়া একটা ঘড়ি এনে দেয়ালে ঝুলিয়ে দিল। দেখেছ বাবা, নতুন ঘড়িতে চাবি দিতে হবে না, তাছাড়া সময়ের সাথে সাথে দিন-তারিখও দেখা যাবে। কত্ত সুবিধা। ঠিক সেইসময় বাড়িতে নতুন অতিথির কান্না শোনা গেল। বটেশ্বরবাবুর বউ চিৎকার দিল, “কই গেলে গো! আমার সতীন এসেছে। তুমি যে দাদু হয়ে গেলে।” নতুন দাদু হওয়ার খবর শুনে বটেশ্বর বাবু খুব খুশি। ভাবল, পাঁচু কথাটা ঠিকই বলেছে। জীবিত মানুষ কখনও পুরাতন হয় না। প্রতিদিন তার নতুন নতুন পরিচয়।

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোনঃ ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মের্সি

(সাটফিন ব্লুবাড, এফ ট্রেনের
সাবওয়ে এবং তাজমহল
রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- ✓ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- ✓ সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- ✓ সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- ✓ বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- ✓ যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ✓ ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়।
লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

মাটি ও মানুষ

হাসান ইমতিয়াজ

তাঁর চামড়া খসে গেল এবং দেখা দিল
দগদগে ঘা
চোখ অন্ধ হলো
আর ধীরে ধীরে পঙ্গু হলো পা!

কণ্ঠ থেমে গেল তবুও উচ্চারিত হলো
কাতরধ্বনি —
মুশকিল এটুকুই; মানুষ পাথরের মতো
না বুঝি – না শুনি!

এইভাবে দ্বিধাদ্বন্দ্বে
বসে আছি চুপচাপ

চাতালে পোহাচ্ছি রোদ
মাঝেমধ্যে হাই তোলে
চোখেমুখে ভেসে ওঠে স্তন নাভিমূল!

মাঝেমধ্যে চোখ মেলে তাকাই
দূরে ও কাছে
দেখি; সে দিনের সেই শিম গাছে
ধরেছে হলুদ বসন্তের সবকটা ফুল।

রুখে দাঁড়ালেই

আহসান জামান

একবার রুখে দাঁড়ালেই; দলছুট
হয়ে যায় মাটির অন্ধকার। ইথারে
দোল খায় পাপের স্তুপ। সূর্য জিতে
নেয় কুয়াশাভোর। ধবল কার্পাসে
করোটি খুলে দেয় মাটির স্বজন।

একবার রুখে দাঁড়ালেই; লোকভয়
ভেঙে মানুষের কোমল হাসি ফোটে।
পাখিদের কূজন-মুখর সকাল ছড়িয়ে
পড়ে, দিগবিদিক। সুখের হৈচৈ খুলে দেয়
নিষেধের দেয়াল; মানবিক বোধের
সুতোয় উড়ে শিশুর উল্লাস।

একবার রুখে দাঁড়ালেই; একতার
যোগাঙ্কে মুছে যায় শোষকের বাহুবল।

ফান্ডামেন্টালিজম

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

দাঁড়ান মৌলবাদী, একটুখানি দাঁড়ান..,
পড়েছেন কী ভালো করে
গীতা- বাইবেল -কোরান!

হক কথা কই শোনেন, এই যে মৌলবাদী,
দেয়াল ভাঙুন, বেড়া ভাঙুন,
ভেঙে ফেলুন ছাদ-ই!

আহা, করেন ক্যানে গোসা! আচ্ছা, ধম্ম টম্ম বোঝেন!
খাসা চলে রাজনীতি' টা,
আমরা তো ছা-পোষা!

দাদা, এমনি করে ক'দিন? কী আর বলি!
বোবা গলি
ছল আর বল যদ্দিন!

থামুন দেখি এবার, ঢের খেয়েছেন
খুব চেটেছেন
মনের বড্ড অভাব!

আহা, মারবেন কি! মুঠো ক্যানে পাকান!
সাধু না নিষাদ!
বাধান ফ্যাসাদ,
বানান ক্যানে মশান!

এই যে দেখুন কুয়ো, কুয়োর ভেতর ব্যাঙ
ব্যাঙগুলো সব ভুয়ো,
কাটছে কেমন সাঁতার দেখুন
উল্টো করে ঠ্যাং!

খপ খপা খপ ধরুন, ছুঁড়ুন চিল্কা ঝিলে,
ফান্ডা বোঝেন! মেন্টালিজম?
সেকুলার-জল গিলে!

আসুন খোলা মাঠে, একটুখানি বসেন
ঝলমলিয়ে উঠবে তারা
আকাশটা'কে দেখেন!

জল মাপবেন পরে, হিসেব- অঙ্ক পুঁছুন,
কী সুন্দর চাঁদ'টা দেখুন
কলঙ্ক'টা মুছুন!

অপূর্ব কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন

আবদুল্লাহ জাহিদ

রাত প্রায় দুইটা। অক্টোবরের মধ্যরাত। কিশোরগঞ্জ রেলস্টেশনের চারিদিকে হালকা ধূসর একটা কুয়াশার চাদর নেমে এসেছে। রেল লাইনের পাশে বসানো উঁচু খাম্বায় ইলেকট্রিকের বাতির দিকে তাকালে সহজেই বুঝা যাচ্ছে কুয়াশার একটা বৃত্ত তৈরি হয়েছে। এখনও বাতির চারপাশে কিছু পোকা ঘুরতে দেখা যাচ্ছে যদিও সন্ধ্যা রাতের তুলনায় তা অনেক কম।

ময়মনসিংহ–গৌরীপুর লাইনের ট্রেন কিশোরগঞ্জ স্টেশন হয়ে ভৈরব ব্রিজের উপর দিয়ে চলে যায় আখাউড়ার দিকে। রাজশাহী থেকে আসা ট্রেনগুলি ময়মনসিংহে দুই ভাগ করা হয়, একভাগ যায় ঢাকার দিকে আরেক ভাগ কিশোরগঞ্জের উপর দিয়ে চলে যায় চট্টগ্রামের দিকে। উত্তরবঙ্গ মেল বা সেভেন আপ, মধ্যরাতে আসা সেই ট্রেনের অপেক্ষায় স্টেশন সরব থাকে।

আজো তেমনি ব্যস্ততা আছে, হকাররা সুরেলা কণ্ঠে হাঁকছে চা গরম, বাদাম, গরম ডিম..।

তবে একটি পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে—স্টেশনটি অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশি পরিষ্কার। স্টেশনে ঢুকার পথে দুই পাশের রেস্টুরেন্টগুলিতে আজও হেজাক বাতির উজ্জ্বল আলো আছে বটে, তবে উচ্চকণ্ঠে গান বাজছে না—আর তাই স্টেশনটির পরিবেশ কেমন যেন অপরিচিত ঠেকছে। স্টেশন মাস্টার সাদা রঙের পোশাকে এখনো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তদারকি করছেন। বিশেষভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে প্রথম শ্রেণির বিশ্রামাগার।

রইসউদ্দিন সাহেব স্টেশনে ঢুকেই পরিবর্তনটা টের পেলেন। তাঁর বান্ধা রিকশাচালক সগির হাতে দুই টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি খাবার নিয়ে পিছন পিছন এলো। রইসউদ্দিন সাহেব এই কিশোরগঞ্জ পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তবুও এখনো মানুষ তাঁকে চেয়ারম্যানই ডাকে। তিনি শহরের একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। বয়স হলেও এখনও তার স্বাস্থ্য অটুট, ছয় ফুটের চেয়ে বেশি লম্বা। চওড়া কাঁধ। চেহারায় এমন একটি দীপ্ত যা দেখে সহজেই বুঝা যায় তিনি ডাকসাইটে লোক। শহরে সাধারণত গরীব মানুষ যে কোন দরকারে তাঁর কাছে ছুটে আসে। কারো ছেলের ভর্তির টাকা নাই, কারো মেয়েকে যৌতুকের জন্য জামাই নেয় না। কিছুদিন আগে স্থানীয় পতিতারা মোল্লাদের আবাস উচ্ছেদের অভিযোগে তাঁর কাছে ছুটে এসেছিল। তিনি স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় পতিতাদের আবাস রক্ষা করেছিলেন।

আজ সকালে পাড়ার রিকশাচালক রতনের মা বিলাপ করে কান্না করতে করতে তাঁর ঘুম ভাঙালেন। কারণ তার ছেলেকে রাতে পুলিশ ধরে থানায় নিয়ে গেছে। তিনি রতনের মাকে বললেন "চিল্লাইও না থানায় যাও আমি আসতাছি, ওসি সাহেবের সাথে কথা বইলা দেখুমনে কি করতে পারি।"

নাস্তা না করেই তিনি থানায় গেলেন। থানার ছোট দারোগা তাকে জানালেন, রতন চোরাই মদ নিয়ে রিকশায় যাচ্ছিল, তাই পুলিশ তাকে ধরেছে। রইসউদ্দিন সাহেব রতনকে নিয়ে আসতে অনুরোধ করলেন। রতন হাজতের ভিতর থেকে রইসউদ্দিন সাহেবকে দেখেই চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো—

"চাচা আমারে বাঁচান"

দারোগা রতনকে রইসউদ্দিন সাহেবের সামনে নিয়ে এলে তিনি পায়ের চামড়ার জুতা খুলে বেশ কয়েক ঘা দিলেন। তারপর দারোগাকে অনুরোধ করলেন, গরীব মানুষ, এবারের মত কিছু মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেয়ার জন্য।

এই ভাবেই তিনি জনপ্রিয়, চেয়ারম্যান না হয়েও সাধারণের চেয়ারম্যান।

স্টেশনের মূল ফটকেই রইসউদ্দিন সাহেবের সাথে স্টেশন মাস্টারের দেখা। স্টেশন মাস্টার সালাম দিয়ে বললেন, "চেয়ারম্যান সাহেব কোথাও যাচ্ছেন নাকি?"

"না আমার মেয়ে-আর জামাই চট্টগ্রাম মেইল রাজশাহী থেকে কুমিল্লা যাচ্ছে। জামাইয়ের প্রমোশন হয়েছে, কুমিল্লায় নতুন পোস্টিং। ওখানে গুছিয়ে পরে এখানে আসবে। তাদের সাথে এখানে দেখা করে কিছু খাবার দিয়ে দিবো। স্টেশন খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! কোন বড় অফিসার আসছেন না কি?"

"জ্বি-এখান থেকে এক ক্যাপ্টেন সাহেব যাবেন চট্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জেরই ছেলে। তাই স্টেশনটা পরিষ্কার করিয়েছি। আমি উনাকে ট্রেনে উঠিয়ে বাসায় যাব। উনি তো ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমে আছেন, চলেন আপনাকে আমার রুমে বসাই"

"ব্যস্ত, হবেন না, আমি প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়াই, গাড়ির কী দেরি আছে?

"না, পনেরো মিনিটেই চলে আসবে"

দু'জনের কথা হচ্ছিল, স্টেশন মাস্টারের অফিসের পাশে, ওয়েটিং রুমের সামনে। এমন সময় ওয়েটিং রুম থেকে খাকি পোশাক পরা সেই যুবক ক্যাপ্টেন বাইরে এলেন। তার সাথে রইসউদ্দিন সাহেবের চোখাচোখি হতেই ক্যাপ্টেন এগিয়ে এসে মিলিটারি কায়দায় উনাকে স্যালুট করে, পা ধরে সালাম করলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় স্টেশন মাস্টার সহ সবাই থতমত খেয়ে গেল, এমন কি রইসউদ্দিন সাহেব নিজেও কিছু বুঝতে পারলেন না। মুখ খুললেন সেই ক্যাপ্টেন—

"চাচা, আমাকে চিনতে পারেন নাই? আমি বাচ্চু, আখরা-বাজারের দারোগা সাহেবের ছেলে"

"বাহ্, তোমাকে দেখেতো মনটা ভরে গেল"

"সেই দিন যদি আপনার কাছ থেকে শাসন না পেতাম তা হ'লে হয়তো আমার জীবনটা এই রকম হতো না, আমি সত্যি আপনার কাছে ঋণী"

"বাবা সে কথা এখন আর বলো না, পরে তোমাকে অনেকবার খুঁজেছি, তবে তুমি যে পশ্চিম পাকিস্তানে তোমার ভাইয়ের কাছে চলে গিয়েছিলে সেটা শুনেছিলাম। যাই হোক তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম।"

ঢং ঢং করে ট্রেন আসার ঘণ্টা বাজলো—ক্যাপ্টেন বাচ্চু, রইসউদ্দিন সাহেবের কাছে বিদায় নিলেন। এদিকে লম্বা ট্রেনের কোন কামরায় মেয়ে আর মেয়ের জামাই আছে তাদের খুঁজে পেয়ে খাবার উঠিয়ে দিলেন। এরপর রইসউদ্দিন সাহেব বাসায় ফিরার জন্য তার রিকশায় উঠে পাঁচ বছর আগের সেই ঘটনাটি মনে করলেন।

সময়টা সম্ভবত নভেম্বর মাস। চারিদিকে ধুমধাম করে বিয়ে হচ্ছে। কিশোরগঞ্জ হাই স্কুলের এক মাস্টার সাহেবের মেয়ের বিয়েতে রইসউদ্দিন সাহেবর দাওয়াত ছিল, তাই তিনি সন্ধ্যার মধ্যেই বাসায় চলে এসেছেন। হঠাৎ দরজায় ধাক্কার শব্দ পেলো। তিনি দরজা খুলতেই দেখেন মাস্টার সাহেব দরজার সামনে দাঁড়ানো। তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন।

"আমারে বাঁচান, আমার ইজ্জত রক্ষা করেন"

"শান্ত হয়ে বলেন কি হইছে"

"দারোগার পোলা বাচ্চু মিয়া হুমকি দিছে, সে এই বিয়া হইতে দিবো না, আমার মেয়ে নাকি তারে চিঠি দিছে, সে চিঠিগুলি মজলিসের সামনে পেশ করবো। আমি কি করমু, বুঝতেছি না, আমার মেয়ে আমার মান ইজ্জত সব খাইছে, আমি ওরে খুন কইরা নিজে মরমু.."

"মাস্টার সাহেব শান্ত হয়ে বাসায় যান দেখি কি করতে পারি। আপনি কোন হৈচৈ করবেন না। বিয়ার কাজ চালাইয়া যান আমি দেখি দারোগার পোলা কেমনে বিয়া ভাঙ্গে।"

রইসউদ্দিন সাহেব চাদরে মাথা মুড়ে মাস্টারের বাসার সামনে পায়চারি করতে থাকেন। সহসা দেখতে পান একটি ছায়া মূর্তি ধীরে ধীরে এদিকে আসছে। তিনি সাধারণ পথচারীর মত এগিয়ে যান যাতে আগন্তুকরা কিছু বুঝতে না পারে। ছায়া মূর্তিটি হাতের নাগালে এলে তিনি চাদরটা সরিয়ে খপ করে দারোগার ছেলের হাত ধরে ফেলেন, হাত থেকে ঝটকা টানে চিঠিগুলি নিয়ে বাম হাতে ওকে ধরে ডান হাতে গালে প্রচণ্ড এক চড় কষেন। বাচ্চু ঘটনার আকস্মিকতায় থতমত খেয়ে উঠে। রইসউদ্দিন সাহেব বাচ্চুকে উদ্দেশ্য করে বলেন—"তোমার বাপ তো আমার বন্ধু মানুষ ছিলেন, তুমি তো এখনও ইন্টারমিডিয়েট পাশ করো নাই ঐ মেয়েকে বিয়া করার লাইক তুমি হও নাই। কাল থেকে এই এলাকায় যদি তোমারে দেখি তা হইলে আমি কি করতে পারি নিশ্চয়ই তুমি ভাল করেই জানো।"

অপমানে দুঃখে বাচ্চু কিশোরগঞ্জ ছাড়ে। সোজা চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখানে তার বড় ভাই একটি ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি করতো। সেখানেই কলেজের লেখা-পড়া শেষ করে আর্মিতে ঢুকে। সেই দিনের সেই ঘটনাই তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। আজকে রইস চাচাকে স্যালুট দিয়ে সে ধন্যবাদ জানালো।

এই এক অপূর্ব কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন।

যে চিঠি পৌঁছায়নি

লিয়াকত হোসেন

আনা চার্লিয়ে ও নীলস স্ট্রীংব্যারী

না। চিঠিটি পৌঁছায়নি। প্রাপক চিঠিটি পাননি।

মেরু যাত্রার পূর্বক্ষণে চিঠিটি লিখেছিলেন অভিযাত্রী নীলস স্ট্রীংব্যারী। লিখেছিলেন পথের পানে চেয়ে থাকা বাগদত্তা প্রেয়ষী আনা চার্লিয়েকে। চিঠিটি আনার হাতে পৌঁছায়নি। নীলস ভেবেছিলেন বেলুন যাত্রার মূহূর্তে চিঠিটি আনার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেবেন। হাতের কৌটোর ভেতর রাখা ছিলো কিন্তু কি যে হয়ে গেল !

আজ থেকে একশত পঁচিশ বছর আগের কথা।

সুইডেনের তিনজন অদম্য অভিযাত্রী ভাবলেন বেলুনে উত্তরমেরু পাড়ি দেবার কথা। কঠিন শীতল বরফ, কনকনে হাওয়া ও দুর্গম অজানা উত্তরমেরুতে কোন মানুষ তখনো পৌছায়নি। তিন অভিযাত্রীর মধ্যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়র সলোমন আগষ্ট আন্দ্রে, স্টকহোম কলেজের ফিজিক্সের শিক্ষক ও ফটোগ্রাফার নীল্‌স স্ট্রীনব্যারী এবং সিভিল ইঞ্জিনীয়র ক্নুট ফ্রেন্‌কেল। অভিযাত্রী দলের নেতা আন্দ্রে, দ্বিতীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত নীল্‌স এবং তৃতীয় অভিযাত্রী ফ্রেন্‌কেল। বয়েসের দিক দিয়ে আন্দ্রে ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ বিয়াল্লিশ বছর বয়স্ক, ফ্রেন্‌কেল ছাব্বিশ আর নীল্‌স মাত্র চব্বিশ। বেলুনে উত্তরমেরু পাড়ি দিতে তিন অভিযাত্রীই আমেরিকা ও প্যারিস হতে বেলুন চালনায় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।

এগারো ভাইবোনের মধ্যে সুন্দরী আনা চার্লিয়ে ছোটবেলায় বাবা-মাকে হারান। সে সময় পিয়ানো শিক্ষক-শিক্ষিকার চাহিদা ছিল প্রবল। আনা ছিলেন পিয়ানো শিক্ষিকা পিয়ানো শিক্ষিকার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের গর্ভনেসের ও দায়িত্ব নেন। পরিচয় হয় নীল্‌সের সঙ্গে। আনা বাজাতেন পিয়ানো আর নীল্‌স ভাওলিন। উত্তরমেরু যাত্রার ঠিক আট মাস পূর্বে ১৮৯৬ সালের ২৬শে অক্টোবর উভয়ে বাগদানে আবদ্ধ হন।

এদিকে উত্তরমেরু অভিযানের আয়োজন চলতে থাকে। দিগন্ত বিস্তৃত বরফে ঢাকা তুষার শীতল বৈরী আবহাওয়ার উত্তরমেরুতে তখনো কেউ যেয়ে পৌঁছাতে পারেননি।এমন একটি অভিযানে ইতিহাসের সাক্ষ্য হতে তিন তরুন অদম্য সাহসে এগিয়ে গেলেন। অভিযান শেষে ফেরা অনিশ্চিত। অভিযানে আর্থিক সহায়তায় এগিয়ে এলেন রয়েল সুইডিশ একাডেমি অব সাইন্স, সুইডিশ রাজা দ্বিতীয় অস্কার, ডিনামাইট আবিস্কারক ও নবেল পুরস্কার প্রবর্তক আলফ্রেড নবেল, ব্যাবসায়ী অসকার ডিকশন ও ডাক্তার গুস্তাফ রেজুস সহ সমাজের বিত্তবানেরা।

প্যারিসে ইঞ্জিনিয়র প্যার নর্ডেনফেল্টের তত্বাবধানে ও পর্যবেক্ষণে বিশাল এক বেলুন তৈরী হল। বেলুনের আয়তন ৪৮০০ স্কোয়ার মিটার, লোড ক্ষমতা ৪০০০ কেজি ও ৫০০০ কেজি উজন নিয়ে উড়াল দেবার ক্ষমতা। যীশুর জন্মের সাত হাজার বছর আগে উদ্ভাবিত চীনা সিল্কের সুতোয় সেলাই করা ও সালফিউরিক এ্যাসিড, আয়রন

ফাইলিং ও জল দ্বারা তৈরী হাইড্রোজেন গ্যাস সম্বলিত বেলুনের নাম দেয়া হল `ঈগল`। এরপূর্বে হাইড্রোজেন গ্যাস বেলুনে যাত্রার কথা কেউ ভাবেননি, আন্দ্রেই প্রথম এগিয়ে এলেন।

যাত্রার পূর্বে আনা ও নীল্‌স দিনটি স্মরনীয় রাখতে সন্ধ্যায় দুটি টিকেট কেটে স্টকহোমে এক প্রদর্শনী উপভোগ করলেন। ১৮৯৬ এর ৭ই জুলাই বৈরী আবহাওয়ায় প্রথম অভিযান বাতিল হবার পর ১৮৯৭ এর ১১ই জুলাই দুপুর একটা ছয়চল্লিশ মিনিটে নরওয়ের মেরু অঞ্চল সালর্ভাড হতে তিন অভিযাত্রী নিয়ে শুরু বেলুন যাত্রা।

রূপোর কৌটো

আনাকে লিখা চিঠিটি ছিলো রূপোর কৌটোয়। নীলস ভেবেছিলেন বেলুন উড়ার মূহূর্তে চিঠিটি ভাসিয়ে দেবেন, কোন দিন কোন পার্থিব সময়ে আনার হাতে যেযে পৌছাবে। কিন্তু বেলুন আকাশে উঠার পরিবর্তে নিচে জলের দিকে ধাবিত হয়। তিন অভিযাত্রী সাময়িক বিভ্রান্ত হলেও পরক্ষণেই বেলুন নিয়ন্ত্রেনে নিয়ে এলেন এবং অচিরেই প্রচন্ড বাতাশ ও বৃষ্টির সম্মুক্ষিণ হয়ে দ্রুতই বেলুন ‘ঈগল‘ ২৩০০ ফিটের এক অস্বাভাবিক উচ্চতায় উঠে যায়। এসময় নীল্‌স তাঁর নোটবুকে একটি চিত্র অংকন করেন, বেলুনে উড়ে চলেছেন তিন অভিযাত্রী আর নীচে দাঁড়িয়ে সাদা রুমাল উড়িয়ে বিদায় জানাচ্ছে আনা। ছবির নিচে লিখা,`তোমার সঙ্গে যেতে পারিনি‘।

দীর্ঘ দুদিন ও সাড়ে তিন ঘন্টা প্রতিকূল পরিবেশে বেলুন উড়ার পর দ্রুতই হাইড্রোজেন ফুরিয়ে আসতে থাকে। তিন অভিযাত্রী কখনই এমন পরিস্থিতির কথা ভাবেননি। আন্দ্রে নিচে নেমে আসার সিদ্ধান্ত নেন। এবং ১৪ই জুলাই সকাল আটটায় বেলুন অজ্ঞাত স্থানে কঠিন শীতল বরফের উপর আছড়ে পড়ে। ১৪ই জুলাই থেকে পদযাত্রায় তিন অভিযাত্রী দীর্ঘ ৬৫ দিন কঠিন তুষার পথ পারি দিয়ে ৫ই অক্টোবর এসে উপস্থিত হন নিউ আইসল্যান্ড নামক বরফ ঢাকা দ্বীপে। এই দ্বীপটির অস্তিত্ব তখনো সভ্য সমাজের অজানা।

হারিয়ে যাওয়া অভিযাত্রীদের বছরের পর বছর অনুসন্ধান করা হলো কিন্তু সন্ধান পাওয়া গেলোনা। পত্র-পত্রিকা গুলোও লেখালেখি করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে তিন অভিযাত্রী বিস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে গেলেন। নীল্‌স আনাকে বলেছিলেন,`যদি দুই বছরের মধ্যে ফিরে না আসি, তাহলে আর আশা নেই। ‘নীল্‌সের ফিরে আসার আশা নিয়ে আনা তের বছর অপেক্ষায় ছিলেন।

দীর্ঘ তের বছর অপেক্ষার পর ১৯১০ সালে ভগ্ন হৃদয়ে আনা স্টকহোম হতে বহুদূর আমেরিকায় চলে যান। সেখানে পরিচয় হয় গিল্বার্ট হেনরী হওট্রে নামে এক ইংরেজ ভদ্রমহোদয়ের। তাঁরা উভয়ে ১৯১৪ সালে ইংল্যান্ডে এসে ঘর বাঁধেন। কিন্তু আনা নীল্‌সকে ভুলে যাননি, ভুলতে পারেননি। সময়ে সময়ে চিঠি পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রেখেছেন নীল্‌সের ভাই-বোন বাবা-মায়ের সঙ্গে,`মাফ করো, আমার হাতের লেখা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, হয়তো দু‘হাতে কলম ধরে লিখতে হবে। ‘আনার ঘরেও ছড়ানো ছিটানো ছিলো নীল্‌সের স্মৃতিময় ছবি।

আনা

৩৩ বছর পর

অবশেষে মেরুযাত্রার ৩৩ বছর পর ১৯৩০ সালে হারিয়ে যাওয়া তিন অভিযাত্রীকে সালর্ভাড দ্বীপ সংলগ্ন বরফাচ্ছাদিত কীটয়া দ্বীপে খুঁজে পাওয়া যায়।খুঁজে পাওয়া যায় আনাকে লিখা বিবর্ন চিঠি, স্টকহোম প্রদর্শনীর টিকেটের ছেড়া অংশ, খুঁজে পাওয়া যায় বিবর্ন নোটবুক। খুঁশীর বন্যা বয়ে যায় সুইডেন তথা স্ক্যোন্ডিনেভিয়ায়। স্বসম্মানে নিয়ে আসা হয় তিন অভিযাত্রীর শুকিয়ে যাওয়া ক্ষয়ে যাওয়া তিনটি কঙ্কাল।

আনাকে লিখা চিঠি ও টিকেটের ছেড়া অংশ আনাকে পাঠানো হয়। দীর্ঘ অপেক্ষায় থাকা আনা শোকে ভেঙ্গে পরেন।

উইল

আনা মারা যান ৭৮ বছর বয়েসে, ১৯৪৯ সালে দক্ষিণ ইংল্যান্ডে। মৃত্যুর পর তাঁর উইলটি খোলা হয়। উইলে বলা ছিলো, তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মৃত্যুর পর তার দেহ থেকে হৃদয়টি সরানো হোক এবং সুইডেনে নীল্‌সের কবরের পাশে রাখা হোক। হৃদয়ের অধিকারী নীল্‌স। তিনি তাঁর হৃদয় একজনকেই দিয়েছিলেন। হৃদয় ছাড়া আনার শরীরের পুরো অংশ ইংল্যান্ডের হওট্রে পরিবারের কবরে রয়েছে। শুধু হৃদয়টি রাখা আছে রূপোর কৌটোয় স্টকহোমে নীল্‌সের দেহের পাশে।

আবছায়া আলো

মুক্তারা বেগম নদী

ভোরের অপেক্ষা করছে বন্যা। অপেক্ষা করছে অন্ধকার কেটে যাবার কিন্তু অন্ধকারের গভীরতার মতই, রাত্রিটাও অনেক দীর্ঘ। মাথাটাও বেশ ধরেছে, রাত্রিতে এক ফোঁটাও ঘুম হয়নি তার। সেই বারোটার পর থেকেই হিন্দি বাংলা পাঁচমিশালি গানেরআওয়াজে কান পাতা দায়। আজ ১৬ই ডিসেম্বর কিনা, পাড়ার ছেলেরা বিজয় দিবস উদযাপন করছে!

না, আর থাকতে না পেরে আলমিরাটা খুলেই ফেললো। জামাটা বুকে জড়িয়ে কতক্ষণ চুপ করে ছিল জানা নেই। ফজরের আজান ছাপিয়ে আতশবাজির বিকট শব্দে বন্যার হুঁশ হল। পাড়র ছেলেদের কাঙ্গালী ভোজ শুরু হবার আগে বের হতে হবে, নাহলে দেরি হয়ে যাবে।

এই বিশেষ দিনগুলিতে এই শহরে ওর দম বন্ধ হয়ে আসে। একটু পরই শামিয়ানা টানানো মঞ্চে রাজনৈতিক নেতা, পাড়ার গণ্যমান্য লোকেরা এসে ভিড় করবে। বন্যাকে পালাতেই হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

তাড়াতাড়ি কাপড় পড়ে ব্যাগটা নিয়ে দরজায় তালা দিলো। ব্যাগটা একটু ভারী, হাঁটতে কষ্ট হবে। আজ আবার কপোত কপোতীরা লাল সবুজ ম্যাচিং করে প্রমোদ রমণে বের হবে। তাই রিক্সা পাওয়া যেমন কঠিন, ভাড়াও বেশি হবে।

দ্রুত পায়ে হেঁটে যেতেই হোঁচট খেলো, গলগল করে রক্ত বের হয়ে এলো। বন্যা বাবাগো বলে অস্ফুট আর্তনাদ করলো। কষ্ট পেলে মানুষ মাকে ডাকে, ও ডাকে বাবাকে। এমনকি অসুস্থ হলে,বিপদে পরলেও ওর বাবার কথাই মনে হয়।

কোন মতে পা টেনে, নদীর ঘাটে এসে দাঁড়ালো। আগে থেকেই চাচা মিয়া অপেক্ষায় ছিলেন। বন্যা নৌকায় উঠে বসতেই চাচামিয়া চলতে শুরু করলো। বন্যা এক হাতে পায়ের আংগুল চেপে ধরে আছে। ব্যাগে রুমাল আছে তাও রক্ত বন্ধ হচ্ছে না, যেন রক্তের ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়তে দিচ্ছে ওর রাগ, ক্ষোভ, অভিমান আর ঘৃণা!

‘চাচা সবাই কেমন আছে।’

‘ভাল আছে আম্মা, আফনের লাগি অপেক্ষা করে।’

‘এই তো চলে এসেছি চাচা।’

নৌকাটা তীরে ভীড়তেই কতগুলো বাচ্চা হৈচৈ কররে উঠলো, ‘আফায় আইছে’ বলে। নৌকা থেকে নেমে যেতেই বশির চাচা আসলেন কাছে। মাত্র ক’দিন আগেই ঘুরে গেলো অথচ চাচার চাহনিতে সেকি আকুলতা যেনো কত হাজার বছর দেখেনি তাকে। ক্রাচে ভর করে এতদূর হেঁটে এসেছেন বলেই বোধ হয় এই শীতের মধ্যেও ঘামছেন। বন্যা সালাম দিয়ে বশির চাচার হাত ধরে এগিয়ে চলল, স্কুল ঘরের দিকে।

মাটির দুইটা ঘর, কোন মতো ছন দিয়ে ঘেরা, চারদিক খোলা, বর্ষাকালে, শীতে অনেক ঠাণ্ডার মধ্যেও বাচ্চারা ক্লাসে আসে। এক সময়ের তুখোড় ছাত্রনেতা বশির চাচাই এই স্কুলটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। বন্যা মাঝে মাঝে এসে সারাদিন কাটায় এখানে। আসার সময় বাচ্চাদের জন্য বই খাতা, পেন্সিল, গল্পের বই, শুকনা খাবার, কাপড়-চোপড় নিয়ে আসে।

স্কুল ঘরে এসে ব্যাগ খুলে সব বাচ্চাদের বিলিয়ে দিলো বন্যা। ছবি আঁকার সরঞ্জামগুলোও দিল ওদের। বাচ্চাগুলো কি নিবিষ্ট মনে ছবি আঁকছে। ওদের ছবিগুলো দেখে বন্যা ভীষণ অবাক হয়। এরা কেউ মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি, কিন্তু ওদের প্রতিটা ছবিতে পুরোনো নয়টা মাস জেগে উঠেছে। ছবি আঁকাটা ওরা বন্যার কাছেই শিখেছে। সেও ওদের মতই মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, দেখিনি বাবাকেও।

বশির চাচাকে খুঁজতে এসে পিছনের পুকুর ঘাটে পেয়ে যায়। উনার শরীরটা আজকাল ভালো যাচ্ছে না, বন্যা কত চেষ্টা করেছে শহরে নিয়ে চাচার চিকিৎসা করাতে কিন্তু উনি কিছুতেই রাজি হননি। পাশে বসতেই চাচা বললেন, ‘এনেছো? কতদিন তোমার বাবাকে দেখিনা!’

বন্যা হাত ব্যাগটা খুলতেই একটা সাদা শার্ট বের হয়ে এলো, কালচে রক্তমাখা।

শার্টটার দিকে তাকাতেই বশির চাচার চোয়াল শক্ত হয়ে এলো।

এই সেই শার্ট, বন্যার বাবার। মুক্তিযোদ্ধা আরমান আলীর।

একুশের বইমেলায় দর্পণ কবীরের ৩টি গ্রন্থ

উত্তর আমেরিকা অফিস

এবারের একুশের বইমেলায় কবি ও লেখক দর্পণ কবীরের ৩টি গ্রন্থ বের হচ্ছে। ১টি উপন্যাস, ১টি কাব্যগ্রন্থ ও ১টি কিশোর উপন্যাস বের হচ্ছে দেশের স্বনামধন্য প্রকাশনী অনন্যা থেকে। লেখকের দশম উপন্যাস—যে হাওয়ায় রেণুর গল্প, ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ—আশ্চর্য দুঃখগুলো কষ্ট হয়নি এবং প্রথম কিশোর উপন্যাস—জার্সি নম্বর ১০ বইগুলো বইমেলায় পাওয়া যাবে অনন্যা প্রকাশনীর স্টলে। উপন্যাস ও কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ করেছেন ধ্রুব এষ এবং কিশোর উপন্যাসের প্রচ্ছদ করেছেন মামুন হোসাইন। দর্পণ কবীরের প্রথম কিশোর উপন্যাস লিখেছেন।

দর্পণ কবীরের ইতিমধ্যে আরও ২১টি বই বেরিয়েছে। এরমধ্যে ৯টি উপন্যাস, ৫টি কাব্যগ্রন্থ, ৪টি ছড়া গ্রন্থ, ২টি কিশোর গল্প, ১টি ছোট গল্প রয়েছে।

১৯৯১ সালে দর্পণ কবীর-এর প্রথম ছড়ার বই বের হয় একুশের বইমেলায়। নাম ছিল-ধপাস। ১৯৯৫ সালে তার দ্বিতীয় ছড়ার বই-পাথুরে দত্যি বের হয়। একই বছর তার কিশোর গল্প গ্রন্থ ‘ভোরের পাখি’ বের হয়। ২০০০ সালে প্রথম কাব্যগ্রন্থ-কষ্টের ধারাপাত বের হয় ঘাস ফুল নদী প্রকাশনী থেকে। ২০০৪ সালে তৃতীয় ছড়ার বই-ঠাট্টা বের হয় প্রকৃতি মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন থেকে। ২০০৫ সালে দর্পণ কবীরের প্রথম উপন্যাস-স্বপ্ন বিলাস বের হয় স্কলারস প্রকাশনী থেকে।

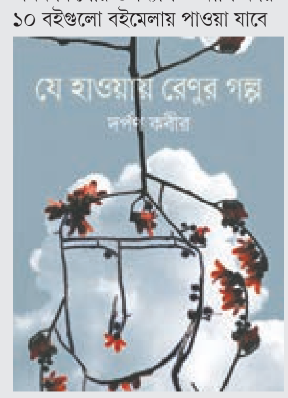

২০০৬ সালে বের হয় দ্বিতীয় উপন্যাস বসন্ত পথিক স্কালারস প্রকাশনী থেকে। ২০০৬ সালে আবাহন প্রকাশনী থেকে বের হয় উপন্যাস-নষ্ট জীবন। ২০০৮ সালে আবাহন প্রকাশনী থেকে বের হয় উপন্যাস স্বপ্নঘোর। ২০০৯ সালে আবাহন প্রকাশনী থেকে বের হয়-বিষন্ন বেহাগ উপন্যাস।

২০১০ সালে জলপ্রপাত-উপন্যাস বের হয় অনন্যা প্রকাশনী থেকে। ২০১১ সালে তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ-আকাশ আয়না বের হয় বিশ্বসাহিত্য ভবন থেকে। ২০১২ সালে একুশের বইমেলায় লেখকের গল্পগ্রন্থ ‘লাবণ্য ভেজা মেঘ’ বের হয় সাঁকোবাড়ি প্রকাশনা থেকে। ২০১৩ সালে ফেরারী বসন্ত উপন্যাস বের হয় রয়াল প্রকাশনী থেকে। ২০১৪ সালে অচেনা বিভাস উপন্যাস বের হয় রয়াল প্রকাশনী থেকে।

২০১৬ সালে বসন্ত নয় অবহেলা-নামক লেখকের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ বের হয় বিশ্বসাহিত্য বিতান প্রকাশনী থেকে। একইবছর চতুর্থ ছড়াগ্রন্থ-বোকারাম হদ্দ বের হয় এই প্রকাশনী থেকেই। ২০১৭ সালে ভূত বিষয়ক ছোট গল্পের বই-আমি ভূত বলছি বের হয় বিশ্বসাহিত্য ভবন থেকে।

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা ও কলকাতা থেকে চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ-গল্পটার নাম নেই বের হয়। বাংলাদেশে বইটির প্রকাশ করে অন্বয় প্রকাশনা এবং ভারতে এটি প্রকাশ করে আরিয়াল পাবলিশার্স। ২০২১ সালে নবম উপন্যাস-ধূসর প্রচ্ছদ বের হয় অনন্যা প্রকাশনী থেকে।

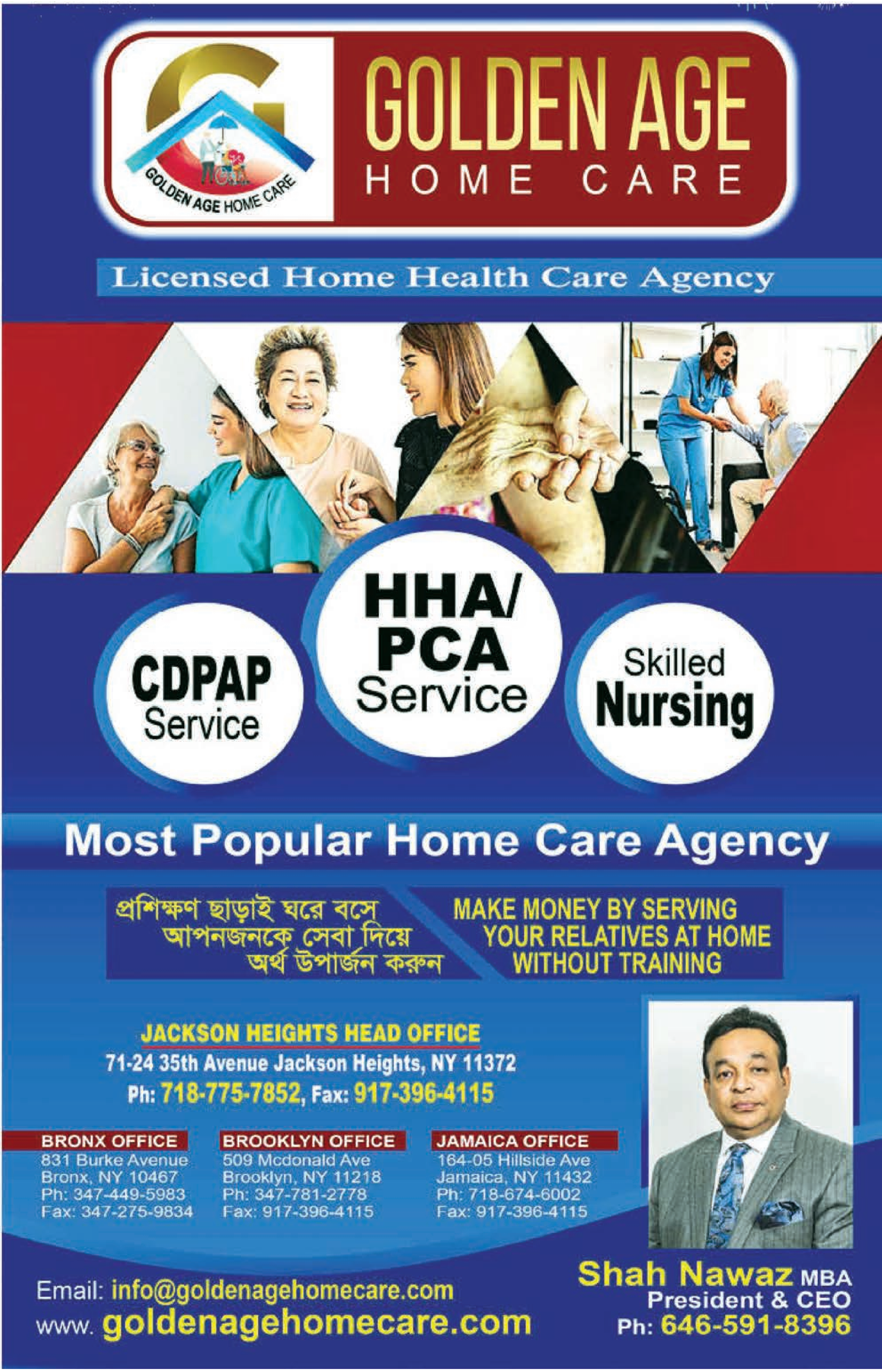
GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
CDPAP Service
HHA/ PCA Service
Skilled Nursing
Most Popular Home Care Agency
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
MAKE MONEY BY SERVING YOUR RELATIVES AT HOME WITHOUT TRAINING
JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115
JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com
Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

MHC
Marks Home Care
মার্কস্ হোম কেয়ার
Bronx
1232 Virginia Ave
Bronx, NY 10472
1514 Castle Hill Ave
Bronx, NY 10462
Brooklyn
413 Bay Ridge Ave
Brooklyn, NY 11220
219 Church Ave
Brooklyn, NY 11218
1122 Coney Island Ave
Suite 220 (2nd fl.)
Brooklyn, NY 11230
1208 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Queens
40-04 Junction Blvd
Corona, NY 11368
37-20 74th Street
Jackson Heights
NY 11372
148-37 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435
Hicksville
217 Bethpage road
Hicksville
NY 11801
Buffalo
1049 Broadway St.
Suite # 4
Buffalo, NY 14212
আমরা নুতন গ্রাহক
এবং
এজেন্সী ট্রান্সফার
সাদরে গ্রহণ করছি।
We Welcome
Agency Transfers
and New Clients.
প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেট ছাড়াই উপার্জনের সুযোগ।
প্রিয়জনের সান্নিধ্যে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
আকর্ষণীয় সাপ্তাহিক আয়ের নিশ্চয়তা
FOLLOW US ON
FOR LATEST EVENTS, PRIZES AND GIVEAWAYS
বিস্তারিত জানতে কল করুন
718-697-7707
E-mail : info@markshhc.com | www.markshhc.com

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

3 February 2022, Thursday, 5th Year, Issue 255, 40 Pages

৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ২০ মাঘ ১৪২৮, ২ রজব ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার

ইসলাম

আমাদের জীবনে নামাজের গুরুত্ব

শামীম সিদ্দিকী

নামাজ বা সালাত মুসলিম জীবনে একটি অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক ইবাদত। মুসলমানদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে নামাজই মুক্তির একমাত্র সোপান। নামাজ আদায়ের মাধ্যমে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার সাথে বান্দার গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

প্রত্যেক মুসলমানের উপর দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ফরজ। যে মুসলমান ইচ্ছায় বা অনিচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দিবে তাকে আল্লাহ কঠিন শাস্তি দেবেন। মুসলিম সমাজে নামাজ আদায় করা অপরিহার্য কর্তব্য। তাই ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নামাজের শিক্ষা, গুরুত্ব, তাৎপর্য অপরিসীম। নামাজ আদায়ের ব্যাপারে পবিত্র আল-কোরআনে বিরাশিবার নির্দেশ ও তাগিদ দেয়া হয়েছে। বিশ্ব নবী (সা.) অসংখ্যবার নামাজের গুরুত্ব ও তাৎপযের্র কথা বর্ণনা করেছেন।

আরবি সালাত শব্দেরই অর্থ নামাজ। সালাত শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে দরূদ বা শুভ কামনা করা, তাসবিহ বা পবিত্রতা বর্ণনা, রহমত বা দয়া, করুণা কামনা করা, ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাছাড়া কথা ও স্থান, কাল পাত্র ভেদে সালাত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। সালাতের পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে- 'নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট ইবাদত আদায়

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

ম্যানহাটনের রাইট এইড দোকান

ম্যানহাটনের রাইট এইড দোকান বন্ধ হচ্ছে!

শপলিফ্‌টিং

এইচ বি রিতা

শপলিফ্‌টিং বা চুরির কারণে ম্যানহাটনের এইট অ্যাভিনিউ এবং ৫০ স্ট্রিটে অবস্থিত রাইট এইড দোকানটি বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। ৮ ফেব্রুয়ারি দোকানটি একদমই বন্ধ করে দেয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। গত সপ্তাহ থেকেই এটি কার্যকরভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু কিছু জায়গায় ক্লিয়ারেন্সের কিছু জিনিসপত্র সস্তা মূল্যে রাখা হয়েছে। দোকানটি থেকে গত দুই মাসে ২ লাখ ডলারের পণ্য চুরি করা হয়েছে বলে নিউইয়র্ক পোস্ট তাদের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে।

রাইট নামের চেইন ফার্মেসির কর্মীরা গত দু'বছর যাবত নানান সঙ্কটের সম্মুখীন হচ্ছেন। ২০২০ সালের জুনে নাগরিক আন্দোলনের সময়ও দোকানটি লুটপাটের শিকার হয়েছিল। জানালা ভাঙ্গাসহ ৬০ হাজার মূল্যের ওষুধ চুরি করা হয়েছিল দোকানটি থেকে। তারপর রাইট এইডটি বেশ কিছুদিন পাতলা কাঠ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল।

শপলিফ্‌টিং অর্থাৎ ক্রেতা সেজে দোকানে মালামাল চুরি করা নিয়ে নিউইয়র্কের বহু খুচরা প্রতিষ্ঠান প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করছে। দোকানের কর্মচারীদের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

মুসলিম বিদ্বেষের কারণে পুলিশ কর্মকর্তা অভিযুক্ত

মনজুরুল হক

মুসলিম বিদ্বেষের কারণে নিউইয়র্ক পুলিশের এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনা হয়েছে। রিগস কউংগস (৫০) নামে এ পুলিশ কর্মকর্তাকে ব্রুকলিনের ৭০ প্রিসেঙ্কটের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

আদালতে অপরাধ প্রমাণ হলে তাঁর চাকরিচ্যুতি ও কারাদণ্ড হতে পারে।

জানা যায়, গত মধ্য জানুয়ারিতে ব্রুকলিনের কেন্সিংটন এলাকায় মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন রিগস কউংগস। এসময় তিনি কর্তব্যকাজের বাইরে ছিলেন। একটি সড়ক পথের ক্রসিংয়ের আগে পিছে যাওয়ার সময় অপর গাড়ি চালক আবু মোতালেবের(৩২) সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন রিগস কউংগস। নিজেকে পুলিশ কর্মকর্তা দিয়ে মোতালেবকে

প্রথমে গালাগালি করতে থাকেন। সেসময় তিনি মোতালেবকে উদ্দেশ করে আল কায়দা , জঙ্গি , আইসিস -এসব শব্দ ব্যবহার করেন এবং ইসলাম ধর্মকে অবজ্ঞা করে গালিগালাজ করতে থাকেন। এক পর্যায়ে আবু মোতালেবের ওপর তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লে

মোতালেব নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। মোতালেব অজ্ঞান হয়ে পড়লে রিগস কউংগস ৯১১ নম্বরে ফোন করেন এবং বলেন মোতালেন তাঁকে আগে আক্রমণ করেছেন। তিনি নিজেকে অফ

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

নিজ খামারে ড. নজরুল ইসলাম। সম্প্রতি ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে। ছবি: সংগৃহীত

নজরুলের খামারে একের ভেতর অনেক কিছু

সুব্রত কুমার

জমি অল্প। তাতেই বেশি ফলনের চেষ্টা। পুকুরে হচ্ছে কার্প-জাতীয় মাছের চাষ। সঙ্গে চলছে মুক্তার চাষও। পুকুরপাড়ে ৩০ প্রকারের সবজি আর ফলের গাছ। এ যেন সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের চেষ্টা।

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার শিবনগর গ্রামে গেলে এই খামারের দেখা পাওয়া যায়। এর উদ্যোক্তা ড. নজরুল ইসলাম। তিনি জানান, সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্ম তাঁর। ভাইবোনদের মধ্যে সবার ছোট তিনি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণিবিদ্যা বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন তিনি। এরপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

এরপর নজরুল ইসলাম পাড়ি জমান জাপানে। গবেষণা শুরু করেন সামুদ্রিক প্রবাল ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে। সেখানে সিজুওকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর ফিরে আসেন দেশে। যোগ দেন জাপানের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা জাইকায়। স্ত্রী, দুই সন্তান আর ভালো চাকরি নিয়ে ভালোই চলছিল জীবন। তবে করোনা মহামারি পাল্টে দিয়েছে সবকিছু। চাকরি হারিয়ে ফেরেন নিজ গ্রাম শিবনগরে।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্র জানায়, নজরুল গ্রামে ফিরেই কাজে নেমে পড়েন। নিরাপদ ও বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে গড়ে তোলেন রাইয়ান জৈব কৃষি প্রকল্প। মাত্র ৩ দশমিক ৩ একর জমিতে এই প্রকল্প। এর মধ্যে রয়েছে দুটি পুকুর। পুকুরে চাষ করছেন কার্প-জাতীয় মাছ। সঙ্গে চাষ হচ্ছে মুক্তারও। পুকুরের পাড়ে চাষ হচ্ছে বিষমুক্ত দেশি-বিদেশি ৩০ প্রকারের সবজি ও ফলমূল। চাষাবাদে ব্যবহার করা হচ্ছে কীটনাশকের পরিবর্তে ভার্মি কম্পোস্ট ও জৈব সার। সবজি ও ফলমূলের মধ্যে রয়েছে দার্জিলিং ও চায়নিজ কমলা, ভিয়েতনামি খাটো জাতের নারকেল, লাল কাঁঠাল, লাল কলা, আপেল, আঙুর, আনার, মিয়াজাকি আম, ড্রাগন, দানব পেঁপে, চুই ঝাল, ইন্ডিয়ান এলাচি ইত্যাদি।

ফল বিক্রি নিউইয়র্কে শৈত্যপ্রবাহ চলছে। হিমাংকের নিচের তাপমাত্রায় সড়কপথে ফল বিক্রি করছেন প্রবাসী মোহাম্মদ শামীম। ১৫ বছর ধরে এ কাজ করছেন তিনি। ব্রংকসের গানহিল ট্রেন স্টেশনের সামনে থেকে তুলে ছবিটি তুলেছেন প্রথম আলোর আলোকচিত্রী নুরুল হক

সুইস ব্যাংকে কাদের অবৈধ টাকা জানতে চান হাইকোর্ট

ঢাকা ডেস্ক

অর্থ পাচারে প্যারাডাইস ও পানামা পেপারসে যাদের নাম এসেছে তাদের বিরুদ্ধে তদন্তের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। সিআইডি ও দুর্নীতি দমন কমিশনকে আগামী ৬ মার্চের মধ্যে এই প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের মধ্যে কারা টাকা রেখেছে, সেই বিষয়ে জানাতে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ) নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

৩০ জানুয়ারি রোববার বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের বেঞ্চ এই নির্দেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী আব্দুল কাইয়ুম খান ও সুবীর নন্দী দাস। দুদকের পক্ষে ছিলেন খুরশিদ আলম খান ও রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৩

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com